রবিউল আউয়াল ১৪৪৬
হিজরীর১২টি বয়ান

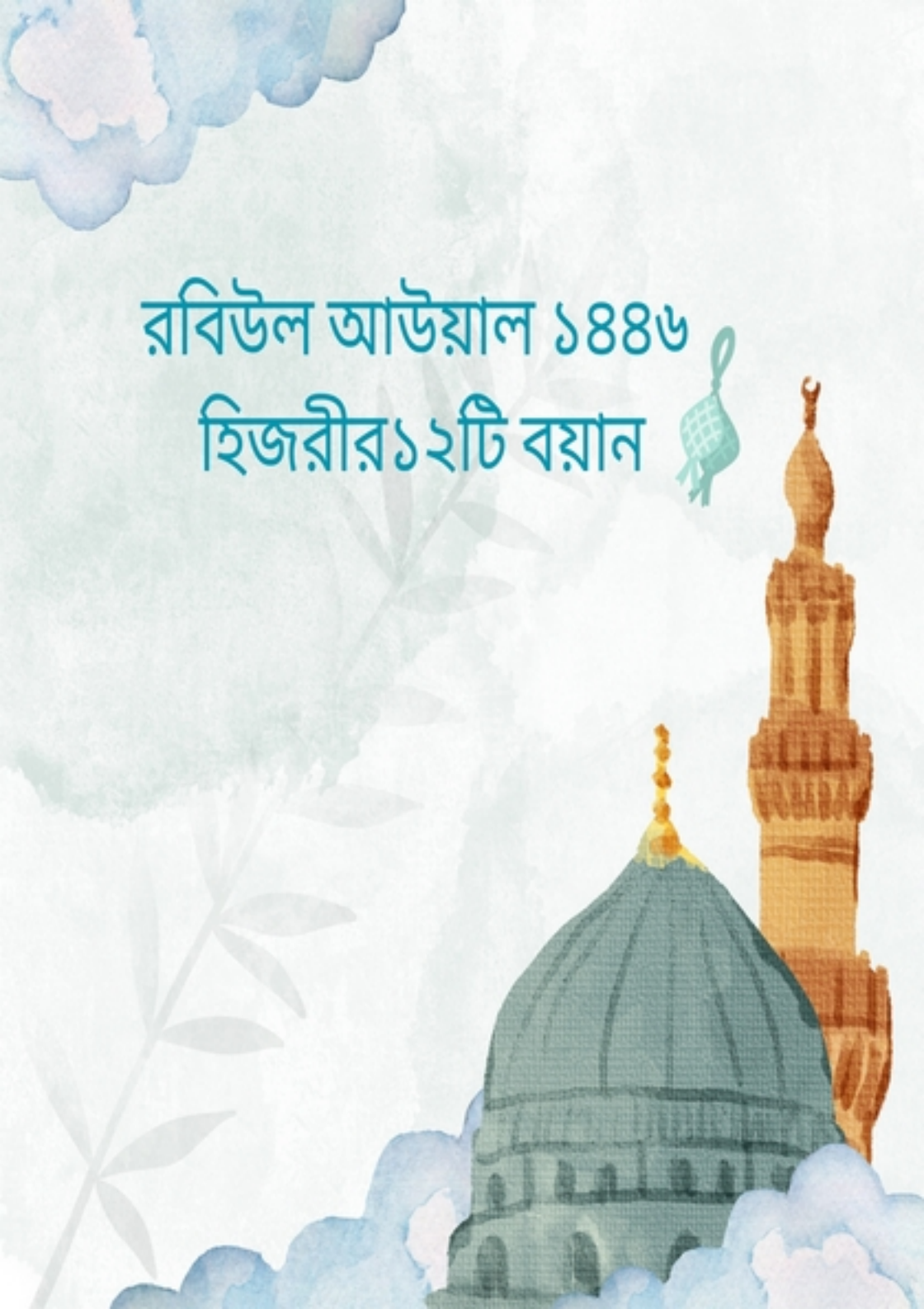

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকে**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّهٗ جَآءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **আপনার দয়ালূ রব** ইরশাদ করেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করলো, আমি তার প্রতি দাশটি রহমত অবতীর্ণ করি এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউ একবার সালাম প্রেরণ করে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করি।

(মিশকাত, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি আলান নবী ও ফদলিহি, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** সালাম প্রেরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হয়তো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করা বা বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ রাখা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/১০২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ اللهَ!, تُوْبُوْا اِلَى اللهِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা **"প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর উম্মতের প্রতি ভালবাসা"**র হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী এবং **মারহাবা ইয়া মুস্তফার** সাড়া জাগানো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদতের খুশির বার্তা প্রদানকারী মাকতুবে আত্তারও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

এই নাও এসে গেছে আমার রক্ষক!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: "কিয়ামতের দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আরশের পাশে একটি বিশাল ময়দানে অবস্থান করবেন, তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদের ঐসমস্ত লোকদের দেখতে পাবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে এবং আপন সন্তানদের মধ্যে তাদেরকেও দেখতে পাবেন যারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ঐ সময় আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখবেন। সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আহ্বান করবেন: **হে আহমদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! **হে আহমদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "লাব্বাইক হে আবুল বশর!" হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বলবেন: "আপনার এক উম্মতকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।" একথা শুনে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফেরেশতাদের পিছু নিবেন, আর ইরশাদ করবেন: "হে আমার **প্রতিপালকের** ফেরেশতারা! থামো।" তাঁরা আরয করবে: "আমরা আদেশপ্রাপ্ত ফেরেশতা, যে কাজের জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেটার অবাধ্যতা আমরা করিনা, আমরা তাই করি যা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।" তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুঃখিত হয়ে আপন দাড়ি মুবারককে বাম হাতে ধরবেন এবং আরশের দিকে হাতে ইঙ্গিত করে বলবেন: **"হে আমার পরওয়ারদিগার!** তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমাকে আমার উম্মতের ব্যাপারে অপদস্থ করবেনা।" আরশ থেকে আওয়াজ আসবে: "হে ফেরেশতা! **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য করো এবং তাকে ফিরিয়ে দাও।" অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের একটি থলে থেকে একটি সাদা কাগজ বের করবেন এবং সেটাকে মীযানের ডান পাল্লায় রেখে বলবেন: "بِسۡمِ اللّٰہ" অতঃপর নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। আওয়াজ আসবে: "সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী হয়ে গেলো এবং তার মীযান ভারী হয়ে গেলো। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ঐ বান্দা বলবে: "হে আমার **প্রতিপালকের** ফেরেশতা! একটু দাড়াও, আমি এই বান্দার সাথে কথা বলে নিই, যিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এতোই সম্মানিত।" এরপর

সে আরয করবে: "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! আপনার নুরানী চেহারা কতইনা সুন্দর এবং আপনার আকৃতিও অনেক সুন্দর, আপনি আমার ভূলত্রুটি ক্ষমা করিয়ে আমার অশ্রুর প্রতি দয়া করেছেন (আপনি কে?)।" তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: আমি তোমার নবী **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর এগুলো তোমার ঐ দরূদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে এবং আমি তোমার ঐসমস্ত হাজত পূরণ করে দিয়েছি যার তুমি মুখাপেক্ষী ছিলে।"

(মাওসূআহ ইবনে আবিদ দুনইয়া ফী হুসনিয যান্নে বিল্লাহ, ১/৯১, হাদীস নং-৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঈমানোদ্দীপক ঘটনা থেকে কিছু পয়েন্ট জানা যায়, যেমন; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে গায়েবের জ্ঞান (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখেন, যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে বরং কিয়ামতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ের জ্ঞান **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করে দিয়েছেন, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সম্পর্কে বলে দিলেন যে, কিয়ামতের দিন আরশের নিকটে প্রশস্ত ময়দানে উপবিষ্ট থাকবেন, দু'টি সবুজ কাপড় পরিধান অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদেরও দেখবেন এমনকি **নবীয়ে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে দোযখে যেতে দেখে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর প্রতি মনযোগী করে তাকে সাহায্য করবেন।

এটাও জানা গেলো যে, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কত মহান, নিশ্চয় এটা **আল্লাহ পাকে**র দয়া।

এখানে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরশের দিকে হাতের ইশারা করা, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করার জন্য, এটা নয় যে, مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাক** আরশে থাকবেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁকে** ইশারা করবেন, কেননা **আল্লাহ পাক** তো স্থান ও দিক থেকে পবিত্র, **তাঁর** কথাও আওয়াজ থেকে পবিত্র, তা এমন যেমন **তাঁর** শানের উপযোগী।

এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেলো! দরূদে পাক পাঠ করা খুবই বরকতময়, দরূদে পাক পাঠকারী যেমনিভাবে দুনিয়ায় বরকত দ্বারা উপকৃত হয়, اِنْ شَآءَ الله কিয়ামতের দিনও এরূপ ব্যক্তিরা খালি হাতে ফিরবে না, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেনো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, মোটকথা সর্বদা (Every time) দরূদে পাকের নজরানা উপস্থাপন করতে থাকি, اِنْ شَآءَ الله দরূদে পাকের বরকতে দুনিয়াও সজ্জিত হয়ে যাবে এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

এই ঘটনা দ্বারা একটি বিষয় এটাও জানা গেলো যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে অত্যধিক ভালবাসেন, কিয়ামতে যখন চারিদিকে নফসী নফসীর অবস্থা হবে, সেই দিন যার সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** আপন পবিত্র বাণী কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾
وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾
(পারা ৩০, সূরা আবাসা, আয়াত ৩৪-৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে।

উৎসর্গীত হয়ে যান! এরূপ বিপদসঙ্কুল সময়েও **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গুনাহগার উম্মতের জন্য অস্থির হয়ে যাবেন, তাদেরকে আপন দয়াময় আঁচলে ঢেকে নিবেন, **আল্লাহ পাক** থেকে তাদের ক্ষমা করিয়ে নিবেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে সুপারিশ করিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

কিয়ামতের দিনে উম্মতের চিন্তার নমুনা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) স্বর্ণের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবেন, আমার মিম্বর খালি থাকবে, কেননা আমি আপন **দয়ালূ রবে**র নিকট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো যে, এমন যেনো না হয়, আমাকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দিয়ে দেন আর আমার উম্মতরা আমার অবর্তমানে কষ্টে পতিত হতে থাকবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: **হে মাহবুব**! আপনার উম্মতের ব্যাপারে সেটাই সিদ্ধান্ত নিবো, যা আপনার ইচ্ছা। আমি আরয করবো: "عَجِّلْ حِسَابَهُمْ اَللّٰهُمَّ অর্থাৎ **হে দয়ালু আল্লাহ**! তাদের হিসাব দ্রুত নিয়ে নিন।" এবং এরূপ বারবার আরয করতে থাকবো, এক পর্যায়ে আমাকে দোযখে যাওয়া উম্মতদের তালিকা প্রদান করা হবে (যারা দোযখে প্রবেশ করেছে তাদের শাফায়াত করে আমি তাদেরকে বের করতে থাকবো) আর এভাবে **আল্লাহ**র আযাবের জন্য আমার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামতি, ৭/১৭৮, নম্বর-৩৯১১১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান এবং আমাদের পাপ

سُبْحٰنَ اللهِ! একটু ভাবুন তো! **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি কতটুকু অনুভূতি এবং তিনি আমাদের প্রতি কতটুকু দয়ালূ, এবার আমরা আমাদের সম্পর্কেও চিন্তা করি যে, আমাদের **আপন আক্বা ও মওলা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি কিরূপ এবং কতটুকু ভালবাসা রয়েছে? আমরা **তাঁর** দয়ার পরিবর্তে **তাঁকে** কতটুকু খুশি করেছি এবং **তাঁর** বাণী অনুযায়ী আমরা কতটুকু আমল করছি? একটু ভাবুন! যারা নিজের পিতামাতাকে ভালবাসে, তারা কখনোই তাদের মনে কষ্ট দেয় না, যাদের আপন সন্তানদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তারা তাদেরকে দুঃখ পেতে দেয় না, কেউই তাদের বন্ধুকে চিন্তিত দেখা পছন্দ করে না, কেননা যাকে ভালবাসে তাকে দুঃখ দেয়া যায় না, কিন্তু আহ! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান রাসূলের ভালবাসার দাবী করে থাকে, কিন্তু তাদের কাজ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দ প্রদানকারী নয়, সে কিভাবে রাসূলের প্রেমিক, যে নামায থেকে পালিয়ে বেড়ায়, জেনে শুনে নামায কাযা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী অন্তরের জন্য কষ্টের

কারণ হয়। এটা কেমন ভালবাসা এবং কেমন প্রেম যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান মাসের রোযা রাখার প্রতি জোড় দিয়েছেন কিন্তু স্বয়ং রাসূলের প্রেমিক দাবীদাররাই এই নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে ফরয রোযা ছেড়ে দেয়। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারাবীর নামাযের প্রতি জোড় দিয়েছেন কিন্তু অলস উম্মতরা পড়তে পারে না। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাড়ি রাখার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু আশিকে রাসূলের দাবীদাররা ফ্যাশনের প্রেমিক, রাসূলের শত্রুদের ন্যায় চেহারা বানিয়ে রাখে, **এটাই কি ইশকে রাসূল?**

আসুন! মিলেমিশে নিয়্যত করি যে, আজ থেকে আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله। আজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহকারে আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله। রমযানের কোন রোযা কাযা করবো না اِنْ شَآءَ الله। যাকাত ফরয হলে তবে পরিপূর্ণভাবে তা আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله। হজ্ব ফরয হলে তবে আদায় করাতে দেরী করবো না اِنْ شَآءَ الله। নাজায়িয ফ্যাশনের ধারে কাছেও যাবো না اِنْ شَآءَ الله। নামাহরামের সাথে শরয়ী পর্দা করবো اِنْ شَآءَ الله। সিনেমা নাটক দেখবো না اِنْ شَآءَ الله। গান-বাজনা শুনবো না اِنْ شَآءَ الله। পিতামাতার মনে কষ্ট দিবো না اِنْ شَآءَ الله। **আল্লাহ পাক** এবং বান্দার হকের ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শন করবো না اِنْ شَآءَ الله। আর এই মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জগতটি অনেক বড়, এটা সবাই জানে, কিন্তু এর একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, জমিন অনেক প্রশস্ত এটা সবাই জানে কিন্তু এর একটা সীমা অবশ্যই রয়েছে, সমুদ্র অনেক বড় এটা সবাই জানে কিন্তু এর কিনারা ও গভীরতার একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, নক্ষত্র সমূহের সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তো অবশ্যই রয়েছে, **খোদা**র সৃষ্টির সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালবাসা

এমন একটি সমুদ্রের ন্যায় যার গভীরতা ও কিনারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসার বর্ণনা কোরআনে করীমেও বিদ্যমান। যেমনটি **১১**তম পারার সূরা তাওবার **১২৮** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে **"তাফসীরে সিরাতুল জিনান"** এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: এটা তো কোরআনে মজীদ থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুসলমানের প্রতি দয়া ও মমতার বর্ণনা হলো, এবার মুসলমানের প্রতি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ

(১) উম্মতের দূর্বল, অসুস্থ এবং কাজকর্ম সম্পাদনকারী লোকের কষ্ট হবে বলে ইশার নামাযকে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করেননি। (২) দূর্বল, অসুস্থ এবং শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের কিরাতকে বেশি দীর্ঘ না করার আদেশ দিয়েছেন। (৩) রাতের নফল সর্বদা আদায় করেননি, যাতে তা উম্মতের উপর ফরয হয়ে না যায়। (৪) উম্মত কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তাদেরকে সওমে বিছাল রাখতে নিষেধ করে দেন (অর্থাৎ ইফতার করা ছাড়াই পরবর্তী রোযা রেখে দেয়া এবং এভাবে লাগাতার রোযা রাখাকে সওমে বিছাল বলা হয়)। (৫) উম্মতের কষ্টের কারণে প্রতি বছর হজ্ব ফরয করেননি। (৬) মুসলমানদের প্রতি দয়া করে শুধুমাত্র তাওয়াফের তিন চক্করে রমলের নির্দেশ দিয়েছেন, সকল চক্করে নয়। (৭) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ রাত জেগে ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং উম্মতের মাগফিরাতের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে খুবই অস্থিরতার সহিত কান্নাকাটি করতে থাকতেন, এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রায় তাঁর পা মুবারক ফুলে যেতো। (সীরাতুল জিনান, ৫/২৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনী অধ্যয়ন করা হলে তবে এমন মনে হয়, যেনো **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবনই আপন উম্মতদেরকে স্মরণ করতে থাকেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য রাতে ইবাদত করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহায় একাকী গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে কান্না করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের গুনাহ এবং কিয়ামতের কঠোরতার কথা মনে করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআনে সেই আয়াতের তিলাওয়াত শুনে কান্না করতেন যেই আয়াতে সকল উম্মত থেকে সাক্ষ্য নেয়া এবং **তাঁকে** সকল মানুষের সাক্ষ্য বানানোর আলোচনা বিদ্যমান, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো একটিই আয়াত তিলাওয়াত করে সারা রাত অতিবাহিত করে দিতেন, কখনো বা দীর্ঘ কিয়াম ও রুকু করতেন, কখনো বা কপাল সিজদায় রেখে উম্মতের কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, কেঁদে কেঁদে উম্মতের মুক্তি এবং কবর ও হাশরে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন।

কান্না করার কারণ কি?

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় হাত মুবারক উঠিয়ে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন এবং আরয করেন: اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মত, আমার উম্মত। **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, তুমি আমার **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যাও। তোমার প্রতিপালক ভালই জানেন, কিন্তু **তাঁকে** জিজ্ঞাসা করো যে, **তাঁর** কান্না করার কারণ কি? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আদেশ অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সকল অবস্থা জানান এবং উম্মতের প্রতি মহানুভবতা প্রকাশ করেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করেন: হে **আল্লাহ**! **তোমার হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ বলেন এবং **আল্লাহ পাক** সর্বজ্ঞাত। **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দেন: **আমার হাবীব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলো যে,

আমি আপনাকে আপনার উম্মত সম্পর্কে অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট করবো এবং আপনার মুবারক অন্তরে কষ্ট দিবো না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৯৯)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে, **যাঁর** আপনাদের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে অতঃপর প্রেমিকও কেমন! ঈমানের প্রাণ এবং কল্যাণের ভান্ডার, যাঁর সৌন্দর্য জগতকে সজ্জিতকারী সৌন্দর্যের উদাহরন কোথাও পাওয়া যাবে না এবং তাকদীরের কলম **তাঁর** আকৃতি বানিয়ে হাত গুটিয়ে নিলো যে, আর কখনো এরূপ লিখবো না। **কিরূপ মাহবুব? যাকে তাঁর** মালিক সকল জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ (বানিয়ে) পাঠালেন, **কিরূপ মাহবুব? যিনি** নিজের উপর একটি জগতের বোঝা উঠিয়ে নিলেন, **কিরূপ মাহবুব? যিনি** তোমার কষ্টে দিনের খাবার, রাতের ঘুম ত্যাগ করে দিলেন। তোমরা রাতদিন **তাঁর** অবাধ্যতায় লিপ্ত এবং খেলাধুলায় লিপ্ত রয়েছো আর **তিনি** তোমাদের ক্ষমার জন্য রাতদিন কান্নাকাটি ও বিষন্ন হয়ে থাকতেন। রাতকে **আল্লাহ পাক** আরামের জন্য বানিয়েছেন, সকাল সন্নিকটে, ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, প্রত্যেকের মন তখন আরামের দিকে ধাবিত হয়, বাদশাহ নিজের গরম বিছানা, নরম বালিশে আরামে লিপ্ত এবং যারা অসহায়, তাদেরও পা দুই গজ চাদর দ্বারা আবৃত, এমনই সুন্দর সময়, ঠান্ডা যুগে, সেই নিষ্পাপ, গুনাহহীন, পবিত্র আত্মা, যার আশ্রয়ে পবিত্রতা, নিজের আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিয়ে, আরামের ঘুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পবিত্র কপাল **আল্লাহ পাকে**র দরবারে রেখে দিলেন যে, **ইলাহী!** আমার উম্মত গুনাহগার, ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সকলের শরীরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩০/৭১৬-৭১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "সাদায়ে মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও প্রেমকে অন্তরে জাগ্রত করার জন্য এবং ইশকে রাসূলের সূধা পান করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত

হয়ে যান এবং ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন, যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো **"ফজরের নামাযের জন্য জাগানো"** লাগানো। ✻ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকতে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। ✻ ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকতে নামাযের নিরাপত্তা নসীব হয়। ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকতে মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত ফজরের নামায আদায় হতে পারে। ✻ ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকতে নেকীর দাওয়াত প্রদানের সাওয়াবও অর্জন করা যায়। ✻ ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকেত আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুনাম ও প্রচার (Propagation) হয়। ✻ ফজরের নামাযের জন্য জাগানো ব্যক্তি বারবার মুসলমানকে হজ্ব এবং প্রিয় মদীনা দেখার দেখার দোয়া দিয়ে থাকে, **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে এই দোয়া তার জন্যও কবুল হবে। ✻ ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে পায়ে হাঁটার বরকতে স্বাস্থও ভাল হয়। ✻ মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে হায়দারী ও সুন্নাতে ফারুকী। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ফজরের জন্য মানুষদের জাগাতে জাগাতে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

(তাবকাতুল কুবরা, যিকরি ইস্তিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩)

ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর দ্বীনি কাজ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার "ফজরের নামাযের জন্য জাগানো" রিসালা অধ্যয়ন করুন। আসুন! উৎসাহের জন্য ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর একটি ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন।

সাদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা

ঠেঙ্গ মোড় (কচুর, পাঞ্জাব) এর এলাকা ইলাহাবাদের এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু মাদানী কাজের প্রতি অলসতার শিকার ছিলো। ঘঠনাক্রমে মুহাররামুল হারাম ১৪৩১ হিজরী জানুয়ারী ২০১০ ইংরেজীতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের

সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, যখন তিনি তার দ্বীনি কাজে অনাগ্রহের কথা জানতে পারলেন তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে শুধু মাদানী কাজের মানসিকতা নয় বরং নিয়মিত ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর উৎসাহও দিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি তাকে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী **"সাদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা"**ও শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং মদীনায় যাওয়ার বাসনায় পরের দিন থেকেই সে এতে আমল করা শুরু করে দিলো। ফজরের নামাযের জন্য জাগানো শুরু করতেই তার উপর **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। তার তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো, সৌভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, সেই বছরই তার দরবারে **মুস্তফায়** উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। আরো দয়া হলো যে, ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর বরকতে তার বড় ভাইয়েরও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের ভালবাসা সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করছি। ভাবুন তো! দুনিয়ায় এমন অসংখ্য লোক রয়েছে, যাদের সাথে পরস্পর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে, যেমন; পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাসে, সন্তান তার পিতামাতাকে ভালবাসে, বোন ভাইকে ভালবাসে, বন্ধু তার বন্ধুকে ভালবাসে, আত্মীয়রা পরস্পর একে অপরকে ভালবাসে ইত্যাদি, মনে রাখবেন! এই ভালবাসা অস্থায়ী হয়ে থাকে, এই ভালবাসা নশ্বর, এই ভালবাসা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, এদিকে জীবনের রশি ছিন্ন যায় অপরদিকে ভালবাসার এই সকল সম্পর্কে যেনো ব্রেক লেগে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে গিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! ভালবাসার এমন একটি সম্পর্কও রয়েছে, যা হ্রাস পায় না, যা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষেশায়িত নয়, যুগের পরিক্রমায় এতে হ্রাস পায় না আর তা হলো **দয়ালু ও মেহেরবান আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক, জি হ্যাঁ! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতকে নিজের জাহেরী জীবনেও স্মরণ রেখেছেন, নূরানী কবরে নূরানী শরীর নামানো হচ্ছে তখনও উম্মতকে স্মরণ করেছেন, নূরানী কবরে

প্রবেশ হওয়ার পরও স্মরণ করছেন এমনকি কিয়ামতেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে স্মরণ করবেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের ঈমান সতেজ করি।

(১) কিয়ামত পর্যন্ত "উম্মতি উম্মতি" করবেন

হযরত কুসাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন যেই ব্যক্তি যিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর পর সবশেষে বাইরে এসেছেন, তাঁর বর্ণনা হলো: আমিই শেষ ব্যক্তি, যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা নূরানী কবরে দেখেছি, আমি দেখলাম যে, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কবরে আপন মুবারক ঠোঁট নাড়ছেন, আমি আমার কানকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখের নিকট করলাম, আমি শুনলাম যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন: "رَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی" অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মত, আমার উম্মত। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৪২)

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসেও রয়েছে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে, তখন আপন কবরে সর্বদা বলতে থাকবো: یَارَبِّ اُمَّتِی اُمَّتِی (অর্থাৎ **রাব্বে করীম**! আমার উম্মত, আমার উম্মত) এমনকি দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাতি, ৭/১৭৮, হাদীস নং- ৩৯১০৮)

(২) মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সারা জীবন আমাদেরকে উম্মতি উম্মতি বলে ফরিয়াদ করতে থাকেন, নূরানী কবরেও উম্মতি উম্মতি করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন এমনকি হাশরের দিনেও উম্মতি উম্মতি করবেন। সত্য কথা হলো যে, যদি শুধুমাত্র একবারই উম্মতি বলে দিতেন আর আমরা সারা জীবন **ইয়া নবী ইয়া নবী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলতাম তবুও সেই একবার উম্মতি বলার হক আদায় হতে পারে না। (আশিকে আকবর, ৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতের কিরূপ হওয়া উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের প্রতি ভালবাসার ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা গর্বিত যে, আমরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, এবার আমরা আমাদের সম্পর্কে ভাবি যে, আমরাও কি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তেমনই ভালবাসি, যেমনটি একজন উম্মতের তার **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি হওয়া উচিৎ। যেমন; **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিয়মিত নামাযী হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব বিষয় জানা থাকা উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো তাকওয়া ও পরহেযগার হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের শরয়ী দ্বায়িত্ব পালনকারী হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো কোরআন তিলাওয়াতের প্রেমিক হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো জায়িয ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা বরং সন্তানদেরও এই কাজ থেকে বারনকারী হওয়া উচিৎ, তাদের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রদানকারী হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো **খোদাভীতি** সম্পন্ন হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টাকারী হওয়া উচিৎ, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিৎ, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো বাতেনী মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো মুসলমানের কল্যাণকামী হওয়া উচিৎ, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকারী হওয়া উচিৎ, **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের তো সুন্নাতের অনুসারী হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ** করীম আমাদের সবাইকে **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আউয়ালের সুবাসিত মাস অব্যাহত রয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে আপন চিঠিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরাও শুনি।

আত্তারের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

(১) চাঁদ রাতে এইভাবে মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন: **"সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মোবারকবাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।"**

(২) সকল আশিকানে রাসূল নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল শরীফে কমপক্ষে ৩ দিনের কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আর ইসলামী বোনেরা ৩০ দিন পর্যন্ত নিজ ঘরে (শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যের মাঝে) প্রতিদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের"** দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

(৩) যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উহা যেন টুকরা টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে না যায়। যখন রবিউল আউয়াল শরীফ চলে যাবে, সাথে সাথে পতাকাগুলি খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, তবে নক্শা মোবারক ও লিখা ছাড়া মাদানী পতাকা উড়ান।

(৪) মাকতাবাতুল মদীনার লিফলেট **"জশ্নে বিলাদতের ১২টি পয়েন্ট"** সম্ভব হলে ১১২ অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি আর পারলে **"বসন্তের প্রভাত"** পুস্তিকাটির ১২ কপি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে বন্টন করে দিন। বিশেষ করে ঐ সকল সংগঠনের নেতাদের নিকট পৌঁছে দিন যারা জশ্নে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে।

(৫) ১২ তারিখ রাত সম্মিলিতভাবে মিলাদের মাধ্যমে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় নিজ নিজ হাতে মাদানী পতাকা তুলে নিয়ে দরূদ সালামের স্লোগান তুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানান। ফযরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে খুশি মনে সাক্ষাত করুন, আর সারাদিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করে ঈদ উদযাপন করুন।

(৬) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজ জন্মদিন পালন করতেন, আপনিও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা হাতে নিয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন। যতটুকু সম্ভব হয়, অযু অবস্থায় থাকুন। মুখে দরূদ সালাম ও না'তে মুস্তফার আওয়াজ তুলুন, না'ত ও দুরূদ সালামের ফুল বর্ষণ করুন। দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে পথ চলুন। লম্প ঝম্প ও অহংকার করে চলে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপনের আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"নেককার হওয়ার উপায়"** থেকে সমবেদনা জ্ঞাপনের আদব সমূহ শ্রবণ করি: প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি। (১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির মত সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১) ✲ সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) ✲ দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের

সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন। (জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

সমবেদনা জ্ঞাপনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই পয়েন্ট সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে

দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

ফয়যানে রবিউল আউয়াল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِیْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَیْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে (মাযারে) একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে সেই ফেরেশতা আমার নিকট তার নাম ও তার পিতার নামসহ পেশ করবে, (এবং বলবে) অমুকের ছেলে অমুক আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّیَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে

থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়াল ইসলামী মাসের তৃতীয় মহান মাস। এই মাস ফযীলত, সৌভাগ্য, রহমত এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের সমষ্টি। আশিকানে রাসূল এই মুবারক মাসকে মিলাদের মাস নামেও স্মরণ করে, কেননা ঐ পবিত্র সত্তা যাঁকে আল্লাহ পাক সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, যাঁর জন্য সমস্ত জগতকে সাজানো হয়েছে, সেই মহত্ববান নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসেই দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। এই মাসের সকল ফযীলত, সৌভাগ্য ও বরকত নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদতের সদকায় নসীব হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় আজকের বয়ানে আমরা এই মুবারক মাসের ফযীলত, বরকত, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মিলাদ উদযাপনের ঘটনাবলী, এই মাসে কৃত নেক আমলের ব্যাপারে শুনবো এবং এটাও শুনবো যে, আমাদের এই মাস কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যতে এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনার তৌফিক নসীব করুন। آمین

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়াল মাসের এতো ফযীলত কেনো অর্জিত হলো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাকারিয়া বিন মাহমুদ কাযভীনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটি ঐ মুবারক মাস, যাতে আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সদকায় পৃথিবীবাসীর জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন, এই মাসের বার (১২) তারিখ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদত (জন্ম) হয়। **(আজায়িবুল মাখলুকাত, ৬৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

“রবিউল আউয়াল” বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যে সৌভাগ্য রবিউল আউয়াল মাসের অংশে এসেছে, তা অন্য কোন মাসের নসীব হয়নি। রবিউল আউয়ালের অর্থ কি, আসুন! শুনি:

“রবিই” বলা হয় “বসন্তকাল”কে অর্থাৎ শীত ও গরমের মধ্যবর্তী যে ঋতু হয়ে থাকে তাকে “রবিই” বলা হয়। আরবরা বসন্ত কালের শুরুর দিন গুলোকে “রবিউল আউয়াল” বলতো, এই ঋতুতে মাশরুম (বর্ষায় ভেজা কাঠের উপর ছাতার ন্যায় এক ধরনের ঘাস জন্মায়, একে উর্দূতে কুহম্বি বলে, আর বাংলায় মাশরুম বলে) এবং ফুল ফুটতো আর যখন ফল ধরতো তখনকার দিনগুলোকে “রবিউল আখির” বলতো। যখন মাস সমূহের নাম রাখা হলো তখন “সফর” এর পরের এই দু’টি ঋতুর নামানুসারে “রবিউল আউয়াল” ও “রবিউল আখির” নাম রাখা হলো।

(লিসানুল আরব, ১/১৪৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ না আনলে কোন ঈদ, ঈদ হতো না, কোন রাত শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তির রাত হতো না। বরং বিশ্বজগতের সকল আলো এবং শান প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধুলির সদকা। এই মুবারক মাসের বার (১২) তারিখ অতি সৌভাগ্য ও মহত্বপূর্ণ, কেননা ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদত হয়েছে। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, ১০৪ পৃষ্ঠা। মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৭৫)**

এই কারণেই এই দিনে আশিকানে রাসূল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মিলাদ মাহফিল সাজিয়ে থাকে এবং আল্লাহ পাকের রহমতের অংশীদার হয়। আসুন! এই সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি।

ফেরেশতাদের নূর

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার সেই মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম, যা মক্কা শরীফে রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ মাওলিদুন্নবী (অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিলাদতের স্থানে) হয়েছিলো। যখন বিলাদতের আলোচনা করা হচ্ছিলো তখন আমি দেখলাম যে, হঠাৎ সেই মাহফিল থেকে কিছু নূর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো, আমি সেই নূরের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম যে, তা আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের নূর ছিলো, যারা এরূপ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে। **(সীরাতে মুস্তফা, ৭২, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, জশনে ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিলে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়, আল্লাহর নূর মুষলধারে বর্ষিত হয়, রহমতের ফেরেশতারা মিলাদ শরীফের মাহফিলে অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং মিলাদ উদযাপনকারীদের নিজেদের নূরানী ডানা দ্বারা ঢেকে নেয়। মিলাদ শরীফ উদযাপনকারীদের প্রতি আল্লাহ পাক খুশি হন এবং তাদের প্রতি তাঁর পুরস্কার ও উপহারের বর্ষণও করে থাকেন। নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ উদযাপন করা, মিলাদের মাসে নিজের ঘর, মহল্লা বরং নিজের গাড়িকে মাদানী পতাকা, রঙিন লাইট দ্বারা সাজানো, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখতেই নেক আমল এবং দরূদ শরীফে আধিক্য করা, মিলাদ শরীফের মাহফিল করা এবং এতে অংশ গ্রহণ করা প্রতিদান ও সাওয়াবের উপায় এবং মাগফিরাত অর্জনের মাধ্যম।

আমাদের উচিৎ যে, যখনই সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতি বা মাদানী মুযাকারা দেখা বা শুনার সৌভাগ্য হয় তখন আদবের সাথে মনযোগ সহকারে শুনার অভ্যাস গড়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ২৬তম পারা সূরা ফাতাহ এর ৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর রাসূলের আদব ও সম্মান করো।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে রয়েছে: জানা গেলো! আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আদব ও সম্মান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এখানে আল্লাহ পাক তার তাসবীহ (পবিত্রতা) এর উপর তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আদব ও সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে ঈমান আনয়নের পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান করে, তার সফলতা ও উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার ঘোষণা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরন করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৯/৩৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে মাহে মিলাদ! আমরা রবিউল আউয়ালের ফযীলত ও এর বরকত সম্পর্কে শুনছিলাম। রবিউল আউয়ালের মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো! সে জগতের সবচেয়ে বেশি মহত্ব ও শান সমৃদ্ধ মনিষী অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কই এই মাসের শান ও মহত্বকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে, আর এই বারোতম রাতকে নূরানী বানিয়ে দিয়েছে, কেননা এই মাসে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় রহমত আমরা গুনাহগারদের নসীব হয়েছে আর আপন মাহবুব আমাদের দান করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই রহমত অর্জনের কারণে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর রহমতের জন্য খুশি উদযাপন করা, কেননা রহমত অর্জনে খুশি উদযাপন করার নির্দেশ আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে দিয়েছেন, যেমনটি

১১তম পারা সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: হে মাহবুব! মানুষকে এই সুসংবাদ দিয়ে এই নির্দেশও দিন যে, আল্লাহ পাকের দয়া এবং তাঁর রহমত অর্জনে ব্যাপক খুশি উদযাপন করো। সাধারণ খুশি তো সর্বদা উদযাপন করো এবং বিশেষ খুশি ঐ তারিখে যখন এই নেয়ামত এসেছে অর্থাৎ রমযানে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ “কুরআন” এসেছে, রবিউল

আউয়ালে বিশেষ করে বারো তারিখে رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْن অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্ম গ্রহণ করেন। এই দয়া ও রহমত বা এর খুশি উদযাপন করা তোমাদের দুনিয়াবী জমাকৃত ধন ও সম্পদ, টাকা পয়সা, জায়গা সম্পত্তি, পশু পাখি, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি সবকিছুর চেয়ে উত্তম, কেননা এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতিগত। সাময়িক নয় বরং স্থায়ী। শুধু দুনিয়ায় নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের। শারীরিক নয় বরং মানসিক ও রূহানী। নষ্ট নয় বরং এতে সাওয়াব রয়েছে।

(তাফসীরে নাঈমী, ১১তম পারা, সূরা ইউনুস, ৫৮নং আয়াতের পাদটীকা, ১১, ৫৮/৩৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! রবিউল আউয়াল মাস এবং বিশেষ করে এই মুবারক মাসের বারো তারিখ খুবই মহত্বপূর্ণ ও বরকতময়, কেননা এই বারভী তারিখে শিরক ও বর্বরতার সকল অন্ধকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে আলোই আলো ছেঁয়ে গেছে। আনন্দের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কাবার ছাদে পতাকা লাগিয়েছেন। ইরানের বাদশাহ কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্প এসে গেলো, তার প্রাসাদে ফাটল ধরে গেলো। এক হাজার বছর ধরে জ্বলা আগ্নেয়গিরি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নিভে গেলো। আল্লাহ পাকের আদেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। শয়তানের মুখ কালো হয়ে গেলো, আশিকানে রাসূলের জন্য ঈদেরও ঈদ। যা শবে কদরের চেয়েও উত্তম।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শুভাগমনের রাত শবে কদরের চেয়েও উত্তম। কেননা বিলাদতের রাত প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র এই দুনিয়ায় শুভাগমনের রাত আর শবে কদর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান কৃত একটি রাত। তো যে রাত রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র সত্তা প্রকাশিত হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানিত, যা ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে। অর্থাৎ শবে কদর। **(মা-ছাবাতা বিস সুন্নাহ্, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উচিৎ যে, শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে এই দিনটি (অর্থাৎ বারভী শরীফ) এবং বিশেষ করে পুরো রবিউল আউয়ালেই নেক আমল করে অতিবাহিত করা, এই পবিত্র মাসে ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করুন। ফরয নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করুন। ইশরাক চাশতের নামাযও আদায় করুন। আওয়াবিনের নামাযও আদায় করুন। অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করুন। অধিকহারে দান ও সদকা করুন। মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দিন। তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। মাদানী কাফেলায় শুধু নিজে নয় বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও নিয়ে সফর করুন। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করুন এবং রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম ১২দিনে হওয়া মাদানী মুযাকারা দেখার চেষ্টা করুন।

নফল রোযার ব্যবস্থা রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের নিশ্বাসের কোন ভরসা নেই, জানি না কখন এই নিশ্বাস এবং এর সাথে আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের নেকী করার কোন সুযোগ হাতছাড়া

www.dawateislami.net

করা উচিৎ নয়। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে জীবনে আরো একবার রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস আমাদের দেখা নসীব হয়েছে, সুতরাং এর এক একটি দিনের কদর করে অধিকহারে নেক আমল করুন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হতে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াব পেশ করার নিয়্যতে এই মাসের প্রথম তারিখ থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত নফল রোযা রাখুন। বিশেষ করে বারো তারিখে তো রোযা রাখার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের জন্ম দিবস উদযাপন করতেন।

হযরত আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: এই দিন আমার জন্ম হয় এবং এই দিনই আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। **(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫০)**

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার আশিকে রাসূলের পরিচয় হলো, সে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিজের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে রাসূলের আনুগত্যকে নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নেয়। এর একটি উদাহরণ হলো আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক সত্তা। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বারভী শরীফ এবং বিশেষকরে প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখেন এবং নিজের মুরীদদের ও ভালোবাসা পোষণকারীদেরও সোমবার শরীফের রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, মুস্তফার স্মরণে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবার, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দেরও বারভী শরীফের রোযা রাখার দাওয়াত দিয়ে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াব উপস্থাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকতের অধিকারী হওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে নবীকে স্মরণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের শেষ নবী, নবীয়ে মুকাররম, মুহাম্মদের মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা আমাদের ঈমানের ভিত্তি এবং একটি নিদর্শন হলো, মাহবুবের স্মরণ অধিকহারে করা। বর্ণিত ভালোবাসার আছে: "مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهٖ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তাকে অধিকহারে স্মরণ করে।

(জামে' সগীর, ৫০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩১২)

এমনিতে তো আমাদের সারা বছরই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা এবং নিজের কাজকর্ম ও আচার আচরণের মাধ্যমে তাঁর ভালবাসাকে বহিঃপ্রকাশ করা উচিৎ, কিন্তু বিশেষ করে তা রবিউল আউয়ালের পবিত্র দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এই স্মরণের একটি অনন্য মাধ্যম হলো নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা দরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

দরূদ শরীফের বরকত

দরূদে পাকের বরকতে অন্তরের পরিছন্নতা এবং রিযিকে বরকত হয়ে থাকে। পুলসিরাতে সহজতা নসীব হবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

শাফায়াত নসীব হবে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই বরকতময় মাসে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে নফল নামায আদায় করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা রবিউল আউয়াল মাসের নেক আমল সম্পর্কে শুনছিলাম। রবিউল আউয়ালে আল্লাহ পাক এবং তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভকারী আমল করুন। এর একটি অনন্য মাধ্যম হলো অধিকহারে নফল নামায পড়া। তাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ও ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করতেন।

মাদানী মুযাকারা ও জুলুসে মিলাদ

হে আশিকানে মিলাদ! রবিউল আউয়াল মাসে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি ★ সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ছাড়াও রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলে হওয়া প্রতিদিনের মাদানী মুযাকারা এবং এর পূর্বে জুলুসে মিলাদ হয়ে থাকে, তা দেখা ও শুনার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। ★ নিজের ঘরে বিশেষ করে এই মুবারক দিনগুলোতে "মাদানী চ্যানেল" চালানোর বিশেষ ব্যবস্থা করুন, যাতে পরিবারের সবাই মিলাদের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যায়। ★ রবিউল আউয়ালের খুশি মাদানী চ্যানেলের সাথে উদযাপন করুন। ★ মাদানী মুযাকারা দেখা শুনার মাধ্যমে বন্টন করা ইলমে দ্বীন অর্জন করুন। ★ মাদানী চ্যানেলে দেখানো জুলুসে মিলাদে মারহাবা ইয়া মুস্তফার স্লোগান লাগিয়ে মাদানী পতাকা উড়ান, জুলুসে মিলাদের বরকত অর্জন

করুন। ★ রবিউল আউয়ালের প্রথম ১২ দিনে বিশেষ করে প্রতিদিন নাত মাহফিলের আয়োজন করুন। ★ রবিউল আউয়ালে প্রত্যেক আশিকে রাসূলের ঘরে সাধারণত জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এর শিক্ষার্থী এবং মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এর শিশুদের ঘরে বিশেষভাবে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিৎ। ★ যখনই মাদানী মুযাকারা দেখবে ও শুনবে তখন প্রশ্নোত্তর লিখার ব্যবস্থা করুন। এতেও ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পাবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "মাদানী মুযাকারা"

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه! বর্তমান যুগের ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব বরং ওলীয়ে কামিল, তিনি প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী মুযাকারা করেন, অর্থাৎ সারা বিশ্বের আশিকানে রাসূল তাফসীর, হাদীস, শরীয়ত, ত্বরিকত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আমীরে আহলে সুন্নাত তাদের উত্তর প্রদান করেন। এই মাদানী মুযাকারা মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

★ মাদানী মুযাকারা আকীদা ও আমল সংশোধনের একটি উত্তম মাধ্যম ★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন পর্যন্ত অসংখ্য কাফের মাদানী মুযাকারা দেখে কালেমা পড়েছে। ★ লক্ষ লক্ষ বে নামাযী নামাযী হয়ে গিয়েছে * অসংখ্য অন্তরের সংশোধন হয়েছে।

আপনিও মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم ইলমে দ্বীন অর্জন হবে ★ আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জিত হবে ★ ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে ★ গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে ★ নেকীর চেতনা নসীব হবে ★ চরিত্র ও নৈতিকতায় উন্নতি সাধন হবে। প্রতি শনিবার ইশার

নামাযের পর নিয়মিত মাদানী মুযাকারা দেখার নিয়্যত করে নিন! চাইলে নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে মাদানী চ্যানেলে মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করুন! অমুক স্থানে (যেমন অমুকের বাড়িতে) মাদানী মুযাকারা দেখার ব্যবস্থা করুন, ভালো হবে যে, সেখানে চলে যান। اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم অটলতা নসীব হবে।

জশনে বিলাদত উদযাপনের সাওয়াব

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" এ প্রবেশ করাবেন। মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদ মাহফিল উদযাপন করে আসছে, বিলাদতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, খাবারের আয়োজন করে এবং অধিক পরিমাণে দান খয়রাত করে আসছে। ব্যাপক আনন্দ প্রকাশ করে এবং মন প্রাণ থেকে খরচ করে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সৌভাগ্য পূর্ণ শুভাগমন উপলক্ষ্যে যিকির মাহফিলের ব্যবস্থা করে এবং এসকল নেক ও ভালো কাজের বরকতে তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়। **(মা-ছাবাতা বিস্সুন্নাহ্, ১৫৫ পৃষ্ঠা)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে বিশেষ ভাবে আনন্দচিত্তে এই মুবারক মাসকে নেকীতে অতিবাহিত করা, এই মাসে ইজতিমায়ে মিলাদের ব্যবস্থা করা, হাতে মাদানী পতাকা উড়ানো, জুলুসে মিলাদে যাওয়া, এইদিনে অধিকহারে দান সদকা করার অভ্যাস গড়া, اِنْ شَآءَ الله এর অশেষ বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে তাঁর মাকতুব (চিঠি) তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি পয়েন্ট আমরাও শুনি:

আত্তারের চিঠির পয়েন্ট

(১) চাঁদ রাতে এভাবে মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন: সকল আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।

(২) নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ সকল আশিকানে রাসূল রবিউল আউয়াল শরীফে বিশেষভাবে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন আর ইসলামী বোনেরা একমাস পর্যন্ত নিজ ঘরে (শুধুমাত্র পরিবারের ইসলামী বোন এবং মাহরামদের মাঝে) মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

(৩) যদি পতাকায় নালাইন শরীফের নকশা বা অন্য কোন লেখা থাকে, তবে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন যে, তা যেন টুকরা টুকরা হয়ে না যায়, মাটিতেও যেনো পড়ে না যায়, তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফ চলে যাবে, সাথে সাথে পতাকাগুলি খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন আর অসম্মানি হয়ে যায়, তবে নকশা বিহীন পতাকা উড়ান। (সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ ও যথাসম্ভব নিজ ঘরে নকশা বিহীন মাদানী পতাকা লাগায়।)

(৪) মাকতাবাতুল মদীনার লিখিত পামপ্লেট "জশনে বিলাদতের ১২টি পয়েন্ট" সম্ভব হলে ১১২টি অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি তাছাড়া সম্ভব হলে তবে বসন্তের প্রভাত পুস্তিকা ১২টি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ক্রয়

করে বন্টন করুন। বিশেষ করে ঐ সকল সংগঠনের নেতাদের নিকট পৌঁছান যারা জশনে বিলাদতের সাড়া জাগিয়ে থাকে।

(৫) ১২ তারিখ রাতে ইজতিমায়ে মিলাদে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় হাতে মাদানী পতাকা নিয়ে, দরূদ ও সালামের স্লোগান তুলে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে খুশি মনে সাক্ষাত করুন আর সারাদিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করে ঈদ উদযাপন করুন।

(৬) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের জন্ম দিন পালন করতেন। আপনিও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা উড়িয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন। যথাসম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন। নাত পাঠ করতে করতে, দরূদ সালামের ফুল ছড়িয়ে, দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে পথ চলুন। লাফালাফি করে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের জামাআত পাওয়ার ৭টি পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত মাদানী মুযাকারা "৪৩ পর্ব: শেষ সংক্ষিপ্ত সময়ে নামাযের পদ্ধতি" এর ১১ নং পৃষ্ঠা থেকে "নামাযের জামাআত পাওয়া" সম্পর্কিত ৭টি পয়েন্ট শুনুন: (১) যদি দীর্ঘ ঘুমের ভয় থাকে, তবে বিছানা বিছাবেন না, বালিশ রাখবেন না, কেননা বিনা বিছানা ও বিনা বালিশে ঘুমানোও সুন্নাত।

(২) ঘুমানোর সময় মনকে জামাআতের ব্যাপারে প্রচুর মানসিকতা দিন, কেননা চিন্তার ঘুম উদাসিন করে না। (৩) খাবার যথাসম্ভব খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, কেননা ঘুমানোর সময় পর্যন্ত খাবারের কারণে সৃষ্টি হওয়া বোঝার প্রভাব শেষ হয়ে যাবে আর তা দীর্ঘ ঘুমের কারণ হবে না। (৪) সবচেয়ে উত্তম প্রতিকার হলো, কম খাওয়া। পেট ভরে খেয়ে রাতের নামাযের আগ্রহ প্রকাশ করা বন্ধ্যা নারী থেকে সন্তান আশার করার ন্যায়, যারা অধিক খাবে, তারা অধিক পান করবে, যারা অধিক পান করবে, তারা অধিক ঘুমাবে, যারা অধিক ঘুমাবে নিজেই কল্যাণ ও বরকত হারাবে।

ঘোষণা

নামাযের জামাআত পাওয়ার অবশিষ্ট পয়েন্ট তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

নামাযের জামাআত পাওয়ার অবশিষ্ট পয়েন্ট

(৫) এভাবে অতিক্রম না হলে কিয়ামিল লাইল (অর্থাৎ রাতের ইবাদত) কমিয়ে দিন। ইশার নামাযের পর হালকা ও পূর্ণ দুই রাকাত নামায রাতের যে কোনো সময় পড়া যদিও অর্ধ রাতের পূর্বে তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ এতেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় হয়ে যাবে)। উদাহরণ স্বরূপ নয়টায় ইশার নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লো অতঃপর দশটার সময় উঠে দুই রাকাত নামায আদায় করলো তাহলে তাহাজ্জুদ হয়ে গেল। (৬) ঘুমানোর সময় আল্লাহ পাকের কাছে জামায়াতের দোয়া ও তার উপর ভরসা রাখা কারণ আল্লাহ পাক যখন আপনার সৎ উদ্দেশ্য এবং আপনার জামাআত লাভের সত্য আগ্রহ দেখবেন তখন অবশ্যই তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

(وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। **(পারা:২৮, তালাক, ৩)**

(৭) নিজ পরিবারবর্গ ইত্যাদি যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে নিন যে, জামাআতের পূর্বে যেন জাগিয়ে দেয়। এই সাতটি পরিকল্পনার পর যে কোনো সময় ঘুমান اِنْ شَآءَ اللّٰه, জামাআত ত্যাগ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং যদি কোনো দিন চোখ না খোলে এবং

www.dawateislami.net

জাগ্রতকারী ব্যক্তি ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে যায় (যেমন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র সাথে ঘটেছিল) তাহলে এটি আকস্মিক অপারগতা বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ এই সতর্কতার পর যদি ভুলবশত চোখ না খুলে এবং নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে না) এবং আশা করা যায় যে, সদিচ্ছা এবং ভালো উদ্দেশ্যের কারণে জামাআতের সাওয়াব পাবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৭/৮৮ - ৯১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের রহমতে প্রবেশের দোয়া

দাওয়াতে-ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী "রহমতে ইলাহিতে প্রবেশের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

(اَللّٰهُمَّ) رَبِّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَلِاَخِیۡ وَاَدۡخِلۡنَا فِیۡ رَحۡمَتِكَ ۫ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾

অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার মধ্যে আশ্রয় দাও আর তুমি সর্বাধিক দয়াময়। **(পারা:৯, সূরা: আ'রাফ,আয়াত:১৫১) (ফয়যানে দোয়া: ২৫৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

www.dawateislami.net

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি?

৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা

অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুস্তফার আনুগত্য

সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ" যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি দিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের স্থান দেখে না নিবে।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবু যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং- ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র অধম বান্দা এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নগন্য গোলাম। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল এবং **তাঁর** আনুগত্য করা। প্রত্যেক মুসলমানের উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল করা এবং **তাঁদের** আনুগত্য করা ফরয। কেননা এর উপরই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নির্ভরশীল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ানে আমরা এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শ্রবণ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সোনার আংটি কুড়িয়ে নিলেন না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার হাত থেকে তা খুলে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মাঝে কি কেউ পছন্দ করে যে, নিজের হাতে আগুনের কয়লা

রাখবে?" যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন লোকেরা তাকে বললো: তুমি তোমার আংটিটি কুড়িয়ে নাও এবং সেটাকে বিক্রি করে সেটা দ্বারা উপকৃত হও। তিনি উত্তর দিলেন: না! যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি ফেলে দিলেন, তখন **আল্লাহ**র শপথ! আমি তা কখনো কুড়িয়ে নিবো না।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল লিবাস, বাবুল হাতেম, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ আনুগত্য পোষণকারী ছিলেন! যদি তিনি চাইতেন তাহলে সেই আংটিটি কুড়িয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু রাসূলের আনুগত্যের পরিপূর্ণ প্রেরণা তাঁকে এই বিষয়ে উদ্ভুদ্ধ করেনি যে, যেই বস্তুটি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করে দূরে ফেলে দিয়েছেন তা আবার কুড়িয়ে নিবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আদেশ মান্য করা। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদাঙ্ক অনুসরন করে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য পোষণ করা, যেসব বিষয় সম্পর্কে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন সেই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা আর যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা নিয়মিত পালন করা, কেননা মুসলমানদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। যেমনটি ৯ম পারায় সূরা আনফালের **১ম** আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো।

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১)

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো; **আল্লাহ তায়ালা**র আনুগত্য হচ্ছে শুধুমাত্র **তাঁর** আদেশ পালন করা, **তাঁর** কাজের উপর আনুগত্য হতে পারে না। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য তিনটি বিষয়ের

উপর করতে হয়। (১) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলকৃত কাজের উপর, (২) বর্ণনাকৃত বাণী সমূহে এবং (৩) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে যে কাজ করা হয়েছে আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে নিষেধ করেননি। এতেও আনুগত্য করা যাবে, অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা বলেছেন তা মানো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা নিজে করে দেখিয়েছেন তাও মানো এবং যা অন্য কেউ করতে দেখে নিষেধ করেননি তাও মানো। মুফতি সাহেব আরো বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আদেশ দেয়াতে কেউ এরূপ ভাববেন না যে, যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করা হয়, তবে **তাঁর (হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**)** কোন ক্ষতি হবে। বরং তিনি তো **তাঁর** ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আদায় করে নিয়েছেন। এখন না মানা, আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করার শাস্তি তোমাদেরই উপর বর্তায়।

(শানে হাবীবুর রহমান, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জীবন অতিবাহিত করার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য নিজের এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি এটাও অধিকার দিয়েছেন যে, **আল্লাহ**র আদেশের উপর আমল করে **তাঁর** বাধ্য ও অনুগত হতে চাইলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করবে অথবা **তাঁর** অবাধ্য হয়ে জাহান্নামের অংশীদার হবে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রকে নিজের মাঝে গড়ে তোলাই হচ্ছে নিরাপত্তা, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্রই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যেমনটি ২১তম পারায় সূরা আহযাবের ২১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরনই উত্তম।

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"তাফসীরে নূরুল ইরফান"**এ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন: জানতে পারলাম, **হুযুর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবন সমস্ত মানুষের জন্য উদাহরণ স্বরূপ। যাতে জীবনের কোন অংশই বাকী নেই এবং এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, **আল্লাহ তায়ালা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনকেই **তাঁর** কুদরতের নমুনা বানিয়েছেন, ঠিক কারিগর যেমন নমুনা (SAMPLE) তৈরীতে তার সকল কর্ম নৈপূণ্য প্রকাশ করে দেয়। জানা গেলো, সফল জীবন হলো তাই, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরণের উপর হয়। যদি আমাদের জীবন, মরণ, শয়ন, জাগরন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুযায়ী হয়ে যায়, তবে এই সকল কাজই ইবাদত হয়ে যাবে।

(নূরুল ইরফান, পারা ২১, আল আহযাব, ২১নং আয়াতের পাদটিকা, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক হায়াত (জীবন) আমাদের জন্য চলার পথের পাথেয়, সুতরাং মুসলমান এবং সত্যিকার গোলাম হওয়ার কারণে আমাদের উপর আবশ্যক যে, সকল অবস্থাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও অনুসরন করা এবং **তাঁর** সুন্নাতকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করা, কেননা এটাই আমাদের মুক্তির পথ। আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَطَاعَنِیْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ اَبٰی অর্থাৎ যে আমার আদেশ মানলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করে নিলো এবং যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে অস্বীকারকারী হয়ে গেলো।" **(বুখারী, ৪/৪৯৯, হাদীস নং- ৭২৮০)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আমার আনীত বিধানগুলোর অনুগত হবে না।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল এ'তেসাম.., ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলের আনুগত্য করে নিজের জাহির ও বাতিনকে (শরীর ও মন) ইসলামের অনুযায়ী করাতে উপকারই উপকার। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, কর্ম এবং অবস্থা

সম্পর্কে ভালভাবে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করা, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টায় রত থাকতেন বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের আদেশ নাও দিতেন, তাতেও অনুসরণ করতেন। যেমনটি

কথা বলার সময় মুচকি হাসতেন

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখনি কথা বলতেন মুচকি হাসতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এই অভ্যাসটি ছেড়ে দিন, না হয় লোকেরা আপনাকে বোকা মনে করবে। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "আমি যখনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কথা বলতে দেখেছি বা শুনেছি, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতেন।" (তাই আমিও এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে এরূপ করি।)

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/১৭১, হাদীস নং- ২১৭৯১)

পাতলি পাতলি গুলে কুদ্‌স কি পাতিয়াঁ
জিস কি তাসকিন সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে
উন লবোঁ কি নাযাকত পে লাখো সালাম
উস তাবাস্‌সুম কি আদত পে লাখো সালাম

হুযুর পুরনূর ﷺ এর পছন্দই নিজের পছন্দ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক দর্জি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন, (হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন:) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমিও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলাম, দর্জিটি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে রুটি, লাউ শরীফ এবং মাংসের তরকারি রাখলো। আমি দেখলাম **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্র থেকে লাউ শরীফ খুঁজে খুঁজে আহার করছেন। (এরপর হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের আমল বর্ণনা করে বলেন:) فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ অর্থাৎ সেই দিন থেকে আমি লাউ শরীফকে পছন্দ করি। **(বুখারী, কিতাবু বুয়ূ', বাবু যিকরিল খেয়াত, ২/১৭, হাদীস নং- ২০৯২)**

سُبْحٰنَ اللهِ! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের কিরূপ প্রেরণা ছিলো এবং এই ব্যক্তিত্বরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি আমলকে আপন করে নেয়ার কিরূপ আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের **রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল বিষয় পছন্দ করতেন এই ব্যক্তিরাও সেই বিষয়কে নিজের পছন্দের অংশ বানিয়ে নিতেন, আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের আদেশ করতেন, তবে এতে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কিরূপ হতো। আসুন! এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলের** আনুগত্য সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর ঘটনা শুনি।

হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর রাসূলের বাণীর উপর আমল

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে একজন ভিখারী এলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাকে এক টুকরো রুটি দান করে দিলেন, অতঃপর একজন ভাল পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আসলেন তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। লোকেরা এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী হচ্ছে: اَنْزِلُو النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করো।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু আনযীলুন্নাসা মানাযিলাহুম, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৪২)

মেহমানদারির প্রকারভেদ এবং এর বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর আমল দ্বারা জানতে পারলাম যে, লোকদের মান-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের মেহমানদারি এবং সম্মান করা চাই। প্রত্যেক মেহমানের সাথে তার পদ-মর্যাদা অনুয়ায়ী আচরণ করা উচিৎ, মেহমানদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যারা দু-এক ঘন্টার জন্য আসে, আর চা-পানি পান করে চলে যায় এবং কিছু সংখ্যকের জন্য খাবার-দাবারের বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন হয়, কিছু মেহমান এরূপ হয় যাদেরকে আমরা বিয়ে-শাদী, আকিকা ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানে নিজেরাই দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনি, এতে ধনী-গরীব পার্থক্য না করে খাবার-দাবার, বসা সবকিছুই

একইরূপ করা উচিৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী ও প্রভাবশালীদের জন্য আলিশান বসার জায়গা এবং খুবই উন্নতমানের খাবার দিলেন কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্তদের সাধারণ খাবার খেতে দিলেন, এরূপ কখনোই করা উচিৎ নয়, কেননা এতে মুসলমানের মন ছোট হয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে ঐ ওলীমার খাবার, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয়না।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৭৭) কিছু মেহমান ভাই, বোন বা নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে, যারা কিছু দিনের জন্য থাকতে আসে, তাদেরও মেহমানদারি করা উচিৎ।

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান ও সমাদর করে, একদিন তার ভালভাবে মেহমানদারি করো, নিজের সামর্থ অনুযায়ী তার জন্য ভাল আয়োজন এবং পরিশ্রম করে খাবার প্রস্তুত করো। মেহমান হলো তিনদিন (অর্থাৎ একদিন পর ঘরে যা আছে তাই পেশ করো) আর ৩ দিনের পর হলো সদকা।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৩৫)

মানুষের মর্যাদার বিষয়ে খেয়াল রাখতে গিয়ে এই বিষয়টিও স্মরন রাখতে হবে যে, যদি মেহমান কোন নেক-পরহেযগার বা আলীমে দ্বীন অথবা পীর ও মুর্শিদ হয়, তবে তাঁর শান ও মহত্ব অনুযায়ী তাঁর মেহমানদারি করতে হবে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যদি কোন অনুষ্ঠানে আনতে চান, তবে চিন্তা-ভাবনা করে দাওয়াত দিন যে, এই দাওয়াত কি তাঁর শান ও মহত্বের উপযুক্ত কি না, যেমন; বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ-গান, মহিলাদের বেপর্দা আনাগোনা যদিও সকলের জন্যই হারাম, কিন্তু এমন অনুষ্ঠানে একজন আলীমে দ্বীন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দেয়া, তাঁর জন্য তা মারাত্মক মানহানীকর। এজন্য আমাদের উচিৎ মেহমানের মর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান করা এবং সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করা, কেননা মুসলমানেদর সাথে উত্তম আচরণের বরকতে যেমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি সুন্নাতের উপর আমলের পাশাপাশি উভয় জাহানের কল্যাণও নসীব হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন এবং **তাঁর** বাণী সমূহের প্রতি মন প্রাণ দিয়ে আমল করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মাঝেও **রাসূলের** আনুগত্যের প্রেরণা পরিপূর্ণ ছিলো আর তাঁরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় **তাঁর** পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া বাণীর প্রতি আবশ্যিকভাবে আমল করতেন। যেমনটি

মহিলা সাহাবীদের আনুগত্যের পবিত্র প্রেরণা

বর্ণিত আছে: একবার **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন দেখলেন, নারী পুরুষ মিলেমিশে চলাফেরা করছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "اِسۡتَاۡخِرۡنَ فَاِنَّهٗ لَيۡسَ لَكُنَّ اَنۡ تَحۡقُقۡنَ الطَّرِيۡقَ অর্থাৎ পিছনে থাকো! তোমরা রাস্তার মাঝখানে চলতে পারোনা, عَلَيۡكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيۡقِ অর্থাৎ বরং এক পাশ হয়ে চলাফেরা করো।" এরপর থেকে অবস্থা এমন হয়েছিলো, মহিলারা গলিতে এভাবে চলাফেরা করতো যে, তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে জড়িয়ে যেতো। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২৭২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের জন্য উত্তম শিক্ষা বিদ্যমান। সেই মহিলা সাহাবীদের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র একবার ইরশাদ করেছিলেন: "পিছনে থাকো! তোমরা রাস্তার মধ্যখানে চলতে পারোনা।" তখন তাঁরা এই আদেশ এমন ভাবে পালন করলেন যে, দেওয়ালের সাথে লেগে চলতে গিয়ে তাদের কাপড় আটকে যেতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পর্দহীনতা ও কুদৃষ্টি ধ্বংসযজ্ঞতার একটি বিরাট কারণ সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমাদের নিজেদেরও কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরও পর্দা করা শিক্ষা দেয়া! ঘরে শরয়ী পর্দার প্রচলন করার একটি পদ্ধতি হলো, নিজের পরিবার পরিজনদের **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা! তাদের আপনার এলাকায় ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পাঠানো।

প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ক্বারী ইসলামী বোন, মাদানী মুন্নীদের ফি সাবিলিল্লাহ কোরআনে পাক হিফজ ও নাজেরা পড়িয়ে থাকে, নামায, দোয়া এবং তাদের বিশেষ মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (মহিলা শাখায়) ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীম পাঠদান এবং তাদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ইসলামী ভাইয়েরা স্বয়ং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং সাপ্তাহিক সম্মিলিতভাবে দেখার মাদানী মুযাকারায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে **মক্কী মাদানী মুস্তফা, জনাবে আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আমল করার মানসিকতা তৈরি হয়ে যাবে।

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং শরয়ী বিধানাবলীর উপর আমলের মানসিকতা পাওয়ার আরো একটি মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে নেক আমলের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে উত্তম চরিত্র গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ✯ **প্রাপ্ত**

বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পড়ার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: **দাওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলেন, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহ করে নাও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে রাসূলের আনুগত্যের প্রেরণা এমন ছিলো যে, তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আদেশই চোখ বন্ধ করে পালন করতেন। যেমনটি

হযরত রাবীয়া আসলামী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমার **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিলো, একদিন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে রাবীয়া! তুমি বিবাহ কেন করছো না? আমি আরয করলাম: **ইয়া**

রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাইনা, কারণ একেতো আমার নিকট এতো সম্পদ নেই, যা দ্বারা একজন মহিলার ভরণ-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন এবং খেদমত করতে রইলাম। কিছু দিন পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো ইরশাদ করলেন: রাবীয়া! তুমি বিবাহ করছো না কেন? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাই না, কেননা একেতো আমার নিকট এমন কোন সম্পদ নেই, যা দ্বারা একজন মহিলার ভরণ-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব পোষণ করলেন, কিন্তু পরে আমি চিন্তা করলাম যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চাইতে বেশি জানেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য কোন বস্তুটি উত্তম হবে, যদি এবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তবে বলে দিবো, ঠিক আছে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। সুতরাং যখন তৃতীয়বার **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: রাবীয়া! বিবাহ কেন করছো না? তখন আমি আরয করলাম: কেন নয়! অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারের এক গোত্রের নাম নিয়ে ইরশাদ করলেন: সেখানে চলে যাও এবং তাদেরকে বলবে! আমাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠিয়েছেন যে, অমুক মহিলাকে যেনো আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। সুতরাং আমি তাদের নিকট গেলাম এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা পৌঁছালাম। তখন তারা আমাকে অত্যন্ত জাকজমকতার সাথে স্বাগতম জানালেন এবং বলতে লাগলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তাবাহক তার কাজ না করে যেনো ফিরে না যায়। অতঃপর তারা ঐ মহিলার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিলেন এবং খুবই মায়া মমতা প্রদর্শণ করলেন আর তারা আমার কাছে কোনরূপ প্রমাণও চাইলেন না। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৫৭৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলের আনুগত্যের কিরূপ উৎসাহ ছিলো যে, বিবাহের মতো এরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়েও কোনরূপ প্রমাণ চাওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র **রাসূলুল্লাহ্**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা শুনেই নিজের মেয়ের বিবাহ হযরত রাবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে করিয়ে দিলেন। এই ঘটনা দ্বারা এই শিক্ষাটি পেলাম, আমরা যার সাথেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিইনা কেন, যদিও সে গরীব হয় কিন্তু নামায, রোযা, সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং পরহেযগারীর মতো গুণের অধিকারী অবশ্যই হওয়া চাই, কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে শুধুমাত্র সুন্দর, আকর্ষনীয়, সম্পদশালী এবং দুনিয়াবী পদ মর্যাদা দেখেই বিবাহ দেয়া হয়। আর এরূপ বিবাহ প্রায় বিচ্ছেদের সম্মুখিন হয়। সুতরাং বিবাহে চরিত্র ও আচার আচরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ইজ্জত ও সম্মানের কারণে বিবাহ করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার অসম্মানকে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ধন-সম্পদের (লোভে) কারণে বিবাহ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার দারিদ্রতাকে বাড়িয়ে দিবেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার উচ্চ বংশের জন্য বিবাহ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার হীনমন্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন এবং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই জন্যই বিবাহ করে যে, নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবে, নিজের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করবে, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য ঐ মহিলার মাঝে বরকত দান করবেন এবং মহিলার জন্য পুরুষের মাঝে বরকত দান করবেন। **(আল মু'জামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৪২)**

সুতরাং আমাদেরও ধন-সম্পদ অর্জন এবং দুনিয়াবী উপকার অর্জন করার পরিবর্তে দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বীনি পর্যায়ে উত্তম লোকদের মাঝে বিবাহ করা চাই এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য সকল অবস্থায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্যতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জাহেলিয়্যাতের যুগের সকল অহেতুক রীতিনীতির মূলোৎপাঠন করেন, যা বহুদিন ধরে চলে আসছিলো।

আহ্! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সদকায় **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, মক্কী মাদানী মুস্তফা, কাবে কি বদরুদ্দোজা, তায়্যবা কি শামসুদ্দোহা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উৎসাহ আমাদেরও নসীব হয়ে যাক, মৌখিক দাবির বিপরীতে আহ্! আমরা যেনো আমলী ভাবে সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে যাই।

অর্থ বিষয়ক মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শরীয়তের অনুসরণের দ্বীনি মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ৮০টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"অর্থ বিষয়ক মজলিশ"**।

দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য জমা হওয়া ওয়াজিব সদকা যেমন; যাকাত, ফিতরা, উশর এবং নফল সদকা যেমন; মসজিদ ও মাদরাসা, জামেয়া, লঙ্গরে রযবীয়া ও লঙ্গরে গাউসিয়া ইত্যাদি খাতে জমা হওয়া মাদানী তহবিলকে সংরক্ষণ করা, এর হিসাব রাখা এবং তা শরয়ী পন্থায় ব্যয় করার জন্য অর্থ বিষয়ক মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী তহবিল সংগ্রহকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শরয়ী নির্দেশনা দিতে **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** এবং **"চাঁদা জমা করনে কি শরয়ী এহতিয়াতেঁ"** নামক রিসালাও প্রকাশ করা হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা "অর্থ বিষয়ক মজলিশ"**কে উত্তোরোত্তর সাফল্য এবং বরকত দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোন কাজগুলোতে আনুগত্য আবশ্যক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্য করাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য বলে। আনুগত্যের মধ্যে ঐ সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ঐ সকল কাজও অন্তর্ভূক্ত যা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমনিভাবে নামায আদায় করা, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া এবং অন্যান্য নেক কাজ করা আবশ্যক তেমনি মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, গান-বাজনা শুনা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমান দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে

থাকার কারণে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্য ও আনুগত্যতা থেকে দূরে সরে আছে। সম্ভবত এই কারণেই সমাজে গুনাহ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করছে। যে দিকে তাকাই বেআমলী, পথভ্রষ্টতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থীর ভয়ানক দৃশ্য। নামায আদায় না করা, গালাগালি করা, অপবাদ দেয়া, কুধারণা পোষণ করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ জোর করে আত্মসাৎ করা, সিনেমা-নাটক, গান-বাজনার নেশায় মত্ত থাকা, প্রকাশ্যে সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, গীবত করা, লোকদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকা, জেনে গেলে তার গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া, মা-বাবার অবাধ্যতা পোষণ করা, গর্ব ও অহংকার করা, হিংসা ও লৌকিকতা এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার মতো অসংখ্য গুনাহ প্রসার লাভ করেছে। মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু আমাদের জীবনের সম্পর্ককে কেটে দিয়ে আমাদের চাকচিক্যময় রুমের নরম বিছানা থেকে উঠিয়ে কবরের শক্ত মাটিতে শুইয়ে দিবে, অতঃপর তখন অনুশোচনা করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং এই সময়কে মূল্যবান মনে করে গুনাহ থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করে নিন এবং নেক কাজে সময় অতিবাহিত করুন। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উৎসাহ সৃষ্টি করার সত্য নিয়্যতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী শ্রবণ করি:

ফযীলত পূর্ণ প্রিয় নবী ﷺ এর ৮টি বাণী:

১. "**আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ; সময়মত নামায আদায় করা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" **(আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস নং- ১৯৬)**

২. "**আল্লাহ তায়ালার** নিকট ফরযের পর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে, কোন ইসলামী ভাইয়ের মন খুশি করা।" **(আল জামেউস সগীর, ১/১৯, হাদীস নং- ২০০)**

৩. "**আল্লাহ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঘর সেটি, যাতে এতিমকে সম্মান করা হয়।" **(আল জামেউস সগীর, ১/২০, হাদীস নং- ২১৯)**

৪. "কেউ আপন মুসলমান ভাইদের এর চেয়ে উত্তম উপকার করতে পারে না যে, সে কোন উত্তম কথা শুনলো তখন তা তার ভাইকে পৌঁছিয়ে দিল।"

(জামে বয়ান আল ইলমু ওয়া ফযলুহু, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫)

৫. "উত্তম কথা ছাড়া নিজের মুখকে সংযত রাখো। এভাবে তুমি শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, নম্বর ২৯, ৩/৩৪১)

৬. "মু'মিনের মধ্যে পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই, যে তাদের মধ্যে বেশি উত্তম চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে উত্তম।" (জামে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৭৮, নম্বর- ২৬২১)

৭. "যে নিজের কোন ভাইয়ের কোন দোষ দেখে এবং তা গোপন রাখে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তার গোপন রাখার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।"

(আল মু'জামুল কবীর, মুসনাদ ওকবা বিন আমের, ১৭তম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭৯৫)

৮. "যার প্রাণ কিংবা সম্পদে বিপদ আসলো, অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং লোকদের মাঝে প্রকাশ করলো না, তবে **আল্লাহ তায়ালার** উপর হক হচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া।" (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৭)

ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৭টি বাণী

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে গুনাহ সমূহের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে বাঁচার আদেশ দিয়েছেন, তা থেকে বাঁচাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য। আসুন! এই প্রসঙ্গেও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী শ্রবণ করি:

১. "দুই ব্যক্তি এরূপ যে, যাদের দিকে **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং মন্দ প্রতিবেশী।"

(আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস নং- ১৬২)

২. "অত্যাচার করা থেকে বিরত থেকো! কেননা, এটা কিয়ামতের অন্ধকারগুলোর মধ্যে একটি।" (আল জামেউস সগীর, ১/১৫, হাদীস নং- ১৩৬)

৩. "অশ্লীল কথাবার্তার সম্পর্ক কঠিন হৃদয়ের সাথে এবং কঠিন হৃদয়ের সম্পর্ক আগুনের সাথে।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৬)

৪. "বিদ্বেষ পোষনকারীদের থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, বিদ্বেষ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।" (কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪৮৬)

৫. "যে মুসলমান সন্ধি ভঙ্গ এবং ওয়াদা খেলাফী করে, তার উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং ফেরেশতাদের আর সকল মানুষের অভিশাপ, আর তার কোন ফরয ও নফল কবুল হবে না।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১৭৯)

৬. "যে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করে বা তার সাথে প্রতারণা এবং ধোকাবাজি করে, সে অভিশপ্ত।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৪৮)

৭. "যে তার কোন মুসলমান ভাইকে এমন কোন গুনাহের ব্যাপারে তিরস্কার করবে যা থেকে সে তাওবা করে নিয়েছে, তবে তিরস্কারকারী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ না সে নিজে ঐ গুনাহ করে নেয়।" (ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৩য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণনাকৃত বাণী সমূহের প্রতি আমল করতে সফল হয়ে যাই, তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের জীবনে নেকীর মাদানী বসন্ত এসে যাবে এবং গুনাহে ভরা জীবন থেকে মুক্তি মিলে যাবে। আসুন! আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার, মা-বাবা ও সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করার, মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার, তাদের মন খুশি করার, এতিমদের স্নেহ এবং সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনদের মাদানী শিক্ষা দেয়ার, মুসলমানদের নিকট উত্তম বিষয় পৌঁছানোর, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার, বিপদে ধৈর্য ধারণ করার, অত্যাচার ও অতিরঞ্জিত, অশ্লীল কথাবার্তা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ওয়াদা খেলাফী, ধোকাবাজী ইত্যাদি গুনাহ থেকে নিজেও বাঁচার নিয়্যত করছি এবং অন্যদেরও বাঁচাব اِنْ شَآءَ الله। তা ছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমল"** এবং **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালা আমল"** অধ্যায়ন করুন এবং নেকীর উৎসাহ ও স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমলের উপরও আমল করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসার কিছু সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার একটি কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

✯ নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে এবং উভয় হাঁটু দাঁড় করে উভয় হাত দ্বারা আবৃত করে নিন এবং এক হাত দ্বারা অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত (কিন্তু এমতাবস্থায় হাঁটুতে কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম) (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩৭৮)

✯ চার জানু হয়ে বসাও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত।

✯ যেখানে কিছু অংশ ছায়া এবং কিছু অংশ রোদ সেখানে বসবেন না। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ছায়ায় থাকো এবং তা থেকে ছায়া চলে যায় আর কিছু অংশ রোদ এবং কিছু অংশ ছায়া রয়ে যায়, তবে তার উচিৎ, সেখান থেকে উঠে যাওয়া। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৪৮২১, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

বসা সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

প্রিয় নবী ﷺ এর সম্মানিত পিতামাতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِياً فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটি পছন্দ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে তবে তার উচিৎ, আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের খুশি। আশিকানে রাসূল **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে নিজেদের মন ও মননকে সুবাসিত করছে। ☆ কোথাও **তাঁর** বিলাদতের আলোচনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** উৎকর্ষতার (Virtues) বর্ণনা। ☆ কোথাও **তাঁর** শান ও মহত্বের বর্ণনা হচ্ছে আবার কোথাও **তাঁর** মুবারক চরিত্রের কল্যাণময়

আলোচনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **প্রিয় মুস্তফা**র ইবাদতের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র নেতৃত্বের চর্চা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র শাফায়াতের আলোচনা হচ্ছে আবার কোথাও **তাঁর** অনুগ্রহের চর্চা হচ্ছে। ✯ কোথাও **তাঁর** মহত্বের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** উচ্চ মর্যাদার আলোচনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র ক্ষমতার বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র বীরত্বের আলোচনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র কৃপাদৃষ্টির কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র দানের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র বংশের চর্চা হচ্ছে আর কোথাও নবুয়তের বরকতের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র মেরাজের কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র চরিত্রের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র ক্ষমতার আলোচনা হচ্ছে আবার কোথাও **মুস্তফা**র দয়ার বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র হিজরতের কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র সম্ভাষনের বর্ণনা হচ্ছে। যেনো প্রতিটি কণা কণা **মুস্তফা**র মিলাদের বরকত হতে নিজ নিজ অংশ পাচ্ছে। আসুন! এরই প্রসঙ্গে আজ আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা সম্পর্কে শুনবো। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আব্বাজানের শান

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হলেন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতা মহোদয়। **তাঁর** নাম মুবারক আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু মুহাম্মদ, আবু আহমদ এবং আবু কুসাম (অর্থাৎ মঙ্গল ও কল্যাণ কুড়ানো ব্যক্তি)। **(শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহেব লিদ দুনিয়া, ১/১৩৫)** তাছাড়া

www.dawateislami.net

সম্মানিতা আম্মাজানের নাম মুবারক হলো আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সকল সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্নেহভাজন ও প্রিয় ছিলেন। কোরাইশ গোত্রের সকল সুন্দরী মহিলারা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহকে বিবাহ করার আবেদন করেন কিন্তু হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এমন মহিলার খোঁজে ছিলেন যিনি সৌন্দর্য্যের পাশপাশি বংশ মর্যাদার আভিজাত্য এবং উচ্চ স্তরের পুতঃপবিত্রও হবে।

অদৃশ্য আরোহীরা প্রাণে বাঁচালো (ঘটনা)

একদিন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জঙ্গলে গেলেন, সিরিয়ার অমুসলিমরা কতিপয় নির্দশন দ্বারা বুঝে গেলো যে, তিনিই হলেন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতা। অতএব তারা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে অনেকবার হত্যা (অর্থাৎ শহীদ) করার অপচেষ্টা করলো কিন্তু **আল্লাহ পাক** আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁকে বাঁচিয়ে নেন। সুতরাং অদৃশ্য জগত থেকে হঠাৎ কিছু এমন আরোহী এলো, যারা এই দুনিয়ার লোকদের মতো নয়, তাঁরা এসে তাঁর শত্রুদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিলো আর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিরাপদে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

বিবাহ হয়ে গেলো

(হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সম্মানিত পিতা) হযরত ওয়াহাব বিন মানাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও সেদিন জঙ্গলে ছিলেন আর তিনি নিজের চোখে এসব কিছু দেখেন। তখন তাঁর মাঝে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি অশেষ প্রেম ও ভক্তি সৃষ্টি হয়ে গেলো, বাড়ি ফিরে

www.dawateislami.net

এরূপ প্রতিজ্ঞা করে নিলেন যে, আমি আমার চোখের মণি হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে দিবো। অতএব নিজের এই মনোবাসনাকে নিজের কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে তিনি হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। **আল্লাহ পাকের** অপূর্ব মহিমা যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের চোখের মণি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য যেমন কনের খোঁজ করছিলেন, সেই সকল গুণাবলী হযরত বিবি আমেনা বিনতে ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাঝে বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং চব্বিশ বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ হয়ে গেলো আর নূরে মুহাম্মদী হযরত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পেট মুবারকে তাশরীফ নিয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল্লাহর ওফাত

যখন গর্ভ শরীফের দুই মাস পূর্ণ হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে খেজুর আনার জন্য মদীনায়ে পাকে প্রেরণ করেন বা ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় পাঠালেন। সেখান থেকে ফিরার সময় মদীনায়ে পাকে তাঁর পিতার (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) নানার বাড়ী **"বনু আদী বিন নাজারে"** এক মাস অসুস্থ থাকার পর ২৫ বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইন্তিকাল করলে তাঁকে **'দারে নাবাগা'**য় দাফন করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ বানানো হয়।

(মাদারিজুন নবুওয়ত, ২য় অংশ, ১ম অধ্যায়, ১২-১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বিবি আমেনার ওফাত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স যখন ৫/৬ বছর হলো, তখন **তাঁর** আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাথে নিয়ে মদীনা শরীফ তাঁর দাদাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নানার বাড়ী বনু আদী বিন নাজারে সাক্ষাত করতে যান, তাঁর খাদেমা উম্মে আয়মান رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও সাথে ছিলেন, যখন ফিরে আসছিলেন তখন **"আবওয়াহ"** নামক স্থানে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইন্তিকাল করেন আর সেখানেই দাফন হন।

ওফাতের সময় বিবি আমেনা এই শের পাঠ করেন

ইন্তিকালের সময় হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর **প্রিয় সন্তান, উভয় জগতের সর্দার, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন আর কয়েকটি আরবী শের পাঠ করলেন: (যার বঙ্গানুবাদ কিছুটা এমন:) হে পরিছন্ন সন্তান! **আল্লাহ পাক** তোমার মাঝে বরকত রাখুক। হে তাঁর সন্তান! যিনি বড় নেয়ামত সম্পন্ন বাদশাহ **আল্লাহ পাকের** সাহায্যে মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়েছিলো, (হে আমার প্রিয় সন্তান!) যা কিছু আমি স্বপ্নে দেখেছি, তা ঠিক, তুমি তো সম্মান ও মহত্ববান **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি পয়গম্বর হয়ে এসেছো। তুমি হেরেম ও হেরেম নয় এমন সব এলাকার পক্ষে ইসলামের জন্য প্রেরিত হয়েছো, যা তোমার নেককার পিতা (**আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা) ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বীন ছিলো, এজন্য আমি **আল্লাহ পাকের** শপথ দিচ্ছি, তোমাকে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো সম্পর্কে নিষেধ করছি যেন বিভিন্ন জাতীর সাথে মিশে সেসব প্রতিপালকের সাথে বন্ধুত্ব করো না।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, মাকসাদুল আউয়াল, যিকিরে রেযাআত, ১/৮৮-৮৯)

www.dawateislami.net

দুনিয়া মারা যাবে কিন্তু আমি কখনো মরবো না!

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই রোগে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মাথা মুবারক টিপে দিতেন এবং কান্না করতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশ্রু তাঁর (আম্মাজানের) চেহারায় পড়লে তখন চোখ খুললেন আর নিজের ওড়না দিয়ে তাঁর (**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) অশ্রু মুছে দিয়ে বললেন: **"দুনিয়া মারা যাবে কিন্তু আমি কখনোই মরবো না, কেননা আমি তোমার মতো সন্তান রেখে যাচ্ছি, যার কারণে পূর্ব পশ্চিমে আমার চর্চা হবে।"** এই যুগের অলীয়ার এই বাণীটি পুরোপুরি সঠিক বলে (প্রমাণিত) হলো। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত প্রাপ্ত পিতামাতা জীবিত হয়ে গেলো!

হে আশিকানে রাসূল! প্রত্যেকেরই আপন পিতামাতা প্রিয় হয়ে থাকে আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটবে কেন! নিজ সম্মানিত পিতামাতাকে স্বীয় উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্য মহান **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কিরূপ আজিমুশ্শান মুজিযা দেখিয়েছেন, আসুন তা শুনি এবং আনন্দে মেতে উঠি:

ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান সুহাইলি উদ্ধৃত করেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: **"হে আল্লাহ পাক!** আমার পিতামাতাকে জীবিত করে দাও।" **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীবের** দোয়া কবুল করে **তাঁর** পিতামাতা উভয়কে জীবিত করে দিলেন এবং তাঁরা জীবিত হয়ে **শেষ**

www.dawateislami.net

নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনলেন অতঃপর নিজ নিজ মাযার মুবারকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। (আর রওজুল উনুফ, ১/২৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত পিতামাতা কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করেননি

সাবধান! এ থেকে কেউ এরূপ মনে করবে না যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতাদ্বয় مَعَاذَ الله (**আল্লাহর** পানাহ) কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁরা কবর আযাবে লিপ্ত ছিলেন, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করেছেন, যাতে আযাব থেকে মুক্তি পায়। কখনোই এরূপ নয় বরং তাঁরা উভয়ে একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন (অর্থাৎ এক **আল্লাহ**র উপর বিশ্বাসী ছিলেন) আর কখনোই তাঁরা **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করেননি। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে নিজের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যই পুনরায় জীবিত করে কলেমা পাঠ করিয়েছিলেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাপদাদারা ঈমানদার ছিলেন

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আমেনা খাতুন رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ঈমানদার হওয়া কোরআনে করীমের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেছিলেন: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۪ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো।) (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৮) অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন:

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আর প্রেরণ করো তাদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে।) (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৯) **আল্লাহ**! আমার বংশধরদের মধ্যে সর্বদা একটি মুমিন দল রাখো আর **হে মওলা**! এই মুমিনের দলে **শেষ নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণ করো, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর এই দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষ (অর্থাৎ পিতা, দাদা, দাদার পিতা এভাবে একেবারে উপরে পর্যন্ত) সবই ঈমানদার ছিলেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫২৪)

জান্নাতী মাছ

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **তাফসীরে রুহুল বয়ানে** উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام তিনদিন বা সাতদিন কিংবা চল্লিশদিন মাছের পেটে ছিলেন, তাই সে মাছ জান্নাতে যাবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১৫তম পারা, কাহাফ, ১৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২২৬। ১৮তম পারা, আম্বিয়া, ৮৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৭৮)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা জান্নাতী

হে আশিকানে রাসূল! ভেবে দেখুন! যে মাছের পেটে **আল্লাহ**র নবী হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام মাত্র কয়েক দিন ছিলেন, সে মাছ যদি জান্নাতে যায়, তবে যেই মুবারক পেটে হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর আক্বা **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েক মাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়েছিলেন সেই বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **আল্লাহ**র পানাহ কাফের অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাবেন এবং কবর আযাবে লিপ্ত থাকবেন তা কিভাবে হতে পারে! নিঃসন্দেহে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতা

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মুবারক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একত্ববাদের (অর্থাৎ ঈমান অবস্থায়) উপর ছিলো এবং তাঁরা জান্নাতী, বরং আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষই ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আমি সর্বদা পুতঃপবিত্র পুরুষের পিঠ থেকে পবিত্র স্ত্রীদের পেটে স্থানান্তরিত হয়েছি।"**

(দালায়িলুন নবুয়ত লিআবী নুআইম, ফসলুস সানী, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫)

ওলামায়ে কিরামের বাণী সমগ্র

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যার ৩০তম খন্ডের ২৯৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান আলোচনার সারাংশ হলো: "অসংখ্য আকাবির ওলামার মত হলো: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় পিতামাতা মুসলমান এবং আখিরাতে তাঁদের মুক্তির ফয়সালা হয়ে গেছে।" হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতামাতার ঈমানের ব্যাপারে ৭টি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের ঈমান প্রমাণ করেছেন। কাযী ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে এই প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, "এক ব্যক্তি বলে যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পূর্বপুরুষরা জাহান্নামী مَعَاذَ اللّٰہ।" তিনি বলেন: "এই ব্যক্তি অভিশপ্ত।"

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ১১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২১৮)

১৪শত বছর পরও শরীর নিরাপদ!

২১ জানুয়ারী ১৯৭৮ইং এর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী মদীনায়ে পাকের মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্য খনন কালে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে

আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শরীর মুবারক (দাফন হওয়ার ১৪শত বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এরপরও তাঁর কবর শরীফ থেকে) একেবারে তাজা অবস্থায় বের হয়ে আসে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো "এলাকায়ী দাওরা"

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিনয় ও নম্রতার মানসিকতা প্রদান করে এবং ইশকে মুস্তফার সূধা পান করিয়ে থাকে। সুতরাং এই নেয়ামত অর্জন করতে আপনারাও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘন্টা দ্বীনি কাজের জন্য দেয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে যে যতবেশি সময় দিবে, তার জন্য সাওয়াব অর্জন করার সুযোগও তেমনি বেশি হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো **"এলাকায়ী দাওরা"**। এই দ্বীনি কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন মসজিদ পূর্ণ থাকে। এলাকায় ব্যাপকভাবে দ্বীনি কাজ প্রসারিত হয়। নতুন নতুন ইসলামী ভাই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। বেনামাযীকে নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দোয়ার অংশীদার এবং নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এলাকায়ী দাওরার একটি ঘটনা শুনি।

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো, আমাদের মাদানী কাফেলা পাঞ্জাব শহরের একটি মসজিদে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, অনেক চেষ্টা করে চাবি সংগ্রহ করলাম, দরজা খুলতেই দেখলাম চারিদিকে ধুলোবালিতে ভরা, এমন লাগছে যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, আমরা মিলেমিশে পরিস্কার করলাম, আসরের নামাযের পর **এলাকায়ী দাওরা** করার জন্য খেলার মাঠে গেলাম এবং খেলায় রত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক যুবক সাথে সাথেই আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়্যত করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের ইমাম ও ইমামত কোর্স মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা বানাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে ৮০ টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে একটি হলো **"মসজিদের ইমাম ও ইমামত কোর্স মজলিশ"**। যা মসজিদকে পরিপূর্ণ করার জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের কাজ করে থাকে এবং তাদের কল্যাণের জন্য বেতনও

নির্ধারন করা হয়, যাতে ইসলামী ভাইয়েরা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে পারে। মসজিদকে সমৃদ্ধ করাতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমামগণ ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে জামাআত সহকারে নামাযের আগ্রহ প্রদান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া, ফজরের নামাযের পর তাফসীরে কোরআনের হালকায় অংশগ্রহণ করানো এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলকে কাফেলায় সফর করানোর মাধ্যমে মসজিদকে সমৃদ্ধ করে থাকে।

অনুরূপভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি **"ইমামত কোর্স মজলিশ"**ও রয়েছে। যা ইমামতের আকাঙ্ক্ষী ইসলামী ভাইদেরকে ইমামত কোর্স করিয়ে থাকে। এই কোর্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"যে ইমামত করতে চায়, তার উচিৎ যে, সে যেনো ইমামত কোর্স অবশ্যই করে যদিও মাদানী হোক না কেন, কেননা ইমামত কোর্সে বিশেষ করে ইমামতের মাসআলা সমূহের প্রশিক্ষন দেয়া হয়।"** আশিকানে রাসূলের সাহচর্য দ্বারা সমৃদ্ধ ইমামত কোর্সে যা কিছু শিক্ষা অর্জন করা যায়, তার বিস্তারিত জানার পর দ্বীনের প্রতি আগ্রহী সকল মুসলমান সম্ভবত এটাই আফসোস করবে যে, আহ! যদি আমিও ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য করতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সে মৌলিক আক্বীদার উপর অনন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অযু, গোসল, নামায, ইমামতি, কাফন ও দাফন, পাক নাপাক, বিবাহ পড়ানো এবং চাঁদা ইত্যাদি মাসআলা শিখানো হয়ে থাকে। কায়দা ও মাখরাজ সহকারে কোরআনে পাক পড়া এবং পড়ানো শিখানো হয়ে থাকে। চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা থাকে। দ্বীনি কাজ করারও

পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর কোর্স শেষে সনদও (সার্টিফিকেট) প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সের বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ইমাম হয়ে বিদায় নেয় আর সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভ করে, সুতরাং যে পারবে তার অবশ্যই ইমামত কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাইকে ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে পাক স্পর্শ করার কয়েকটি মাসআলা

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! পুস্তিকা **"তিলাওয়াতের ফযীলত"** এর ২১ নং পৃষ্ঠা থেকে **"কোরআনে পাক স্পর্শ করার কয়েকটি মাসআলা"** শ্রবণ করি: (১) যদি অযু না থাকলে কোরআনে পাক স্পর্শ করার জন্য অযু করে নেওয়া ফরয। (নূরুল ইযা, ১৮ পৃষ্ঠা) (২) স্পর্শ না করে দেখে দেখে (অযু ছাড়া) কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই। (৩) কোরআনে করীম স্পর্শ করার জন্য বা সিজদায়ে তিলাওয়াত অথবা শোকরানার সিজদার জন্য পানির সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করা জায়িয নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১/৩৫২)

ঘোষণা

কোরআনে পাক স্পর্শ করার অবশিষ্ট মাসআলা তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর

ক্ষমতা

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ

অর্থাৎ হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষনকারি ব্যাক্তি যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে আর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে,তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের পূর্বের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(মুসনদে আবি ইয়ালা,মুসনদে আনাস ইবনে মালিক,৩/৯৫,হাদীস.২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৪৪৪ হিজরীর রবিউল আউয়ালের ১২তম রাত। আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ শোকরিয়া যে, যিনি আমাদেরকে আবারো একবার এই মহান ফযীলত ও বরকত পূর্ণ পবিত্র রাত নসীব করিয়েছেন। এটা ঐ মহান রাত, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় শুভাগমন করেন।

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাত "লাইলাতুল কদরের" চেয়েও উত্তম। কেননা, বিলাদতের(জন্ম) রাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগনের রাত। যেহেতু "লাইলাতুল কদর" সরকারে দোআলম হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)। আর যে রাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "পবিত্র সত্তা" প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশি উত্তম, যে রাত ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। (অর্থাৎ শবে কদর)

(মা-সাবাতা বিস্সুন্নাহ, ১০০ পৃষ্ঠা)

যখন সমগ্র বিশ্বে কুফরী, শিরক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকার আছন্ন হয়ে গিয়েছিল, ১২ই রবিউল আউয়াল মক্কায়ে মুর্কারমায় হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত

হলো, যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে দিলো। ভুলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল, সেই তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করলেন।

১২ই রবিউল আউয়ালে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমন করার সাথে সাথেই কুফরী ও শিরকের মেঘ কেটে গেলো। ইরান সম্রাট 'কিসরার' প্রাসাদে ভূকম্পন হল, ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হয়ে গেল, ইরানের যে অগ্নিকুণ্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল তা হঠাৎ নিভে গেলো, সা'ওয়া নদী শুকিয়ে গেল, কা'বা শরীফে ভাবাবেগ (ওয়াজ্দ) এসে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই মহান নূরানী রাতে হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের মোবারক আলোচনা করে আমাদের সত্ত্বাকে রহমত ও বরকত দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করব। আজকের বয়ানে আমরা এটাও শুনবো যে, আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কী কী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমত কিরূপ শান ও মর্যদা বিশিষ্ট, তা মনোযোগ সহকারে শুনব এবং বুঝার চেষ্টা করবো اِنْ شَآءَ الله। এই নূরানী রাতের অফুরন্ত বরকত ও রহমত অর্জিত হবে।

আসুন! বয়ানের পূর্বে আশিকে মাহে মিলাদ ও আশিকে মাহে রিসালাত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত স্লোগান দ্বারা এই নূরানী রাতকে স্বাগতম জানাই। যদি সম্ভব হয় তবে মাদানী পতাকা

উড়িয়ে খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মারহাবা ইয়া মুস্তফার সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছারকার কি আমদ .... মারহাবা, সারদার কি আমদ ..... মারহাবা,
আমেনা কে ফুল কি আমদ .... মারহাবা, রাসূলে মকবুল কি আমদ .... মারহাবা,
পিয়ারে কি আমদ .... মারহাবা, আচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা,
সাচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা, সুহনে কি আমদ .... মারহাবা,
মুহাম্মদ কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা,
পুর নুর কি আমদ .... মারহাবা, আকা কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সকল লোকেরা একত্র হয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে উপস্থিত হবে এবং আবেদন করবে: আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের খলিল(বন্ধু)। তখন সকলে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের কলীম। তখন সকলে হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালীমাতুল্লাহ্। তখন লোকেরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাবে,

তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে চলে যাও।অতঃপর সবাই আমার নিকট আসবে তখন আমি বলব: আমি শাফায়াত করার জন্যই। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের অনুমতি প্রার্থনা করব। তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে এবং আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এমন "হামদ" (প্রশংসা) প্রদান করবে যা এখনো আমার জ্ঞানে উপস্থিত নেই। আমি সেই হামদগুলো(প্রশংসা) দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো এবং আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাব। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান, দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ.أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে জব পরিমাণও ঈমান রয়েছে। আমি গিয়ে তাদের বের করে আনবো। অতঃপর আবার ফিরে আসবো এবং ঐ হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ.أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও

ঈমান রয়েছে। অতঃপর আমি যাবো এবং এরূপ সকলকে বের করে আনবো। অতঃপর ফিরে এসে ঐ হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান যার অন্তরে সরিষা দানার চাইতেও কম ঈমান রয়েছে তাদেরও বের করে আনুন। অতএব আমি যাবো এবং এমনই করবো। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৭৭, হাদীস: ৭৫১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! আমরা কখনো নিজে থেকেই আল্লাহ পাকের হামদ করতে পারবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শিখাবেন না, আমাদের হামদ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিখানো আর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হামদ আল্লাহ পাকের শিখানো আর আল্লাহ পাকের যেমন হামদ (প্রশংসা) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করেছেন এবং করবেন তা সৃষ্টি জগতে কেউ এমন হামদ (প্রশংসা) করেনি। এই জন্যই তাঁর নাম “আহমদ” (অর্থাৎ অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনাকারী)। আরো বলেন: ঐ সিজদায় হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের অতুলনীয় হামদ (প্রশংসা) করবেন এবং “মকামে মাহমুদে” আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন হামদ

(প্রশংসা) করবেন যা কেউ করতে পারবে না। এই জন্যই হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম "মুহাম্মদ" (অর্থাৎ যার অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করা হয়)। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদের বের করার জন্য জাহান্নামে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের জন্য অতি নগন্য স্থানেও তাশরীফ নিয়ে যাবেন। যদি আজ মিলাদ শরীফ বা আলোচনার মাহফিলে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন, তবে তা তাঁর দয়ায় অসম্ভব নয়। এতে তাঁর শান ছোট হবে না, বরং এতে আমাদের এবং আমাদের ঘরের শান বেড়ে যায়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৪১৭-৪১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও শওকতের মালিক বানিয়েছেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, তামার উত্তপ্ত জমিনে খালি পায়ে যখন দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, মানুষ তার ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সেই দিন সকলেই শুধুমাত্র নিজের চিন্তাই করবে, তাছাড়া গুনাহগাররা নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে, এমনই কঠিন দিনে দয়া ও করুণাকামী আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগার উম্মতদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বারবার উম্মতের শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ

পাকের দানক্রমে নিজের উম্মতদের শাফায়াত করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

ছরকার কি আমদ .... মারহাবা, দিলদার কি আমদ .... মারহাবা,
আওলা কি আমদ .... মারহাবা, আ'লা কি আমদ .... মারহাবা,
ওয়ালা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা,
ইয়াসিন কি আমদ .... মারহাবা, ত্বহা কি আমদ .... মারহাবা,
মুজাম্মিল কি আমদ .... মারহাবা, মুদাস্সির কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সারা বিশ্বজগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকই এবং সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী। কোন কিছুই তার আয়ত্ত এবং ক্ষমতার বাইরে নয়। কিন্তু তিনি তাঁর আপন দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টি থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেমন- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله বিভিন্ন ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন। এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام সেই সম্মানিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাদের মর্যাদা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও উচ্চতর। তাই তাদেরকে দানকৃত মুজিযা, উৎকর্ষতা ও ক্ষমতাগুলোও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। অতঃপর তাদের মধ্য থেকেও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই পদ ও মর্যাদা অর্জিত তা কোন মুসলমানের কাছে গোপন নেই। তাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ক্ষমতা থেকে বেশি এবং সুস্পষ্ট।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন জায়গায় হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসুন! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতে করীমা শুনি:

পারা ৫, সূরা নিসার ৬৫নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং হে হাবীব! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তর সমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং অন্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

পারা ১০, সূরা তাওবা এর ২৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা, আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।

পারা ২৮, সূরা হাশর এর ৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

পারা ২২, সূরা আহযাব এর ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে প্রতীয়মান হলো, মানুষের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই ওয়াজিব। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও স্বয়ং নিজে স্বাধীন নয়।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা-২২, সূরা- আল আহযাব, আয়াত- ৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اِنْ شَآءَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে! বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করে ধন্য করেছেন যে, মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপারেও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হাকিম ও মুখতার বানিয়ে মুসলমানদেরকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। এভাবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই বিষয়েও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যা চান, যাকে চান আদেশ প্রদান করবেন এবং যে বিষয়ে চান, যখনি চান নিষেধ করবেন।

সদরুশ শরীয়া, মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন আল্লাহ পাকের একমাত্র

প্রতিনিধি। সমস্ত জগতকে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার অধীনে করে দিয়েছেন। যা ইচ্ছা করবেন, যাকে ইচ্ছা দান করবেন, যার থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিবেন। সমস্ত জগতে তাঁর আদেশকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। সমস্ত জগত তাঁর প্রভাবাধীন (অর্থাৎ তাঁর আদেশের অনুগামী) এবং তিনি নিজের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো প্রভাবাধীন নয়, সকল মানুষের মালিক। যে তাঁকে নিজের মালিক মানবে না সে সুন্নাতের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল জমিন তাঁরই সম্পত্তি, সকল জান্নাত তারই নিষ্করবৃত্তি (অর্থাৎ উপহারস্বরূপ পাওয়া)। আসমান ও জমীনের সাম্রাজ্য হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অধীন, জান্নাত ও জাহান্নামের চাবি সমূহ তাঁরই পবিত্র হাতে সমর্পন করে দেয়া হয়েছে। রিযিক ও কল্যাণ এবং সকল দয়া দাক্ষিণ্য হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দরবার থেকে বন্টন করা হয়ে থাকে।

দুনিয়া ও আখিরাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানেরই একটা অংশ। শরীয়তের আহকাম হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধীন করে দেয়া হয় যে, যার উপর যা ইচ্ছা হারাম করে দিতে পারেন এবং যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিতে পারেন। আর যে কোন ফরয চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৯-৮৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা শুনি;

ফরয হজ্বে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যখন আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের উপর হজ্ব ফরয করলেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবায় হজ্ব ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا অর্থাৎ হে লোকেরা!

আল্লাহ পাক তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করে দিয়েছেন, তাই হজ্ব আদায় করো।” তখন এক সাহাবীয়ে রাসূল (হযরত আকরা বিন হাবীস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! প্রতি বছরই কি হজ্ব করা ফরয? তিনবার তিনি এই আরয করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: “لَوۡ قُلۡتُ:نَعَمۡ لَوَجَبَتۡ অর্থাৎ যদি আমি ‘হ্যাঁ’ বলে দিতাম, তবে প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয হয়ে যেত। **(মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, ৬৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৭)**

মনে রাখবেন! হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। যেমন- হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আকরা বিন হাবিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: “بَلۡ مَرَّۃً وَاحِدَۃً فَمَنۡ زَادَ فَتَطَوُّعٌ অর্থাৎ হজ্ব একবারই ফরয, যে একের অধিক করবে তা নফল হিসেবে গন্য হবে।” **(মুসতাদরাক, কিতাবুত তাফসির, ২/১১, হাদীস: ৩২১০)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব, ক্ষমতা ও উম্মতের চিন্তার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, প্রতি বছর হজ্ব ফরয করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও উম্মতকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য “হ্যাঁ” বলে প্রতি বছর হজ্ব করাকে ফরয করেননি। অথচ নিজের ক্ষমতার এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যদি আমি “হ্যাঁ” বলে দিতাম তবে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেত। মনে রাখবেন! এটা কোন প্রথম ঘটনা নয় বরং অনেকবার রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের কষ্ট এবং অপারগতার দিকে দৃষ্টি রেখে শরীয়তের মাসয়ালায় আমাদের সহজতার বিশেষ নজর রাখতেন। আসুন! এই বিষয়ে

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজ ক্ষমতা এবং উম্মতের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিতাকাঙ্ক্ষিতার ব্যাপারে তিনটি বানী শুনি এবং আন্দোলিত হই,

১. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি অবশ্যই মিসওয়াককে সেই ভাবে ফরয করে দিতাম যেভাবে আমি তাদের উপর অযুকে ফরয করেছি।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ফযল বিন আব্বাস, ১/৪৫৯, হাদীস: ১৭৩৫)

২. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهٖ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি ইশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশে বা মাঝ রাত পর্যন্ত দেরী করার জন্য অবশ্যই আদেশ দিতাম।" **(তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, ১/২১৪, হাদীস - ১৬৭)**

৩. "وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ" অর্থাৎ যদি বৃদ্ধদের দূর্বলতা এবং অসুস্থদের অসুস্থতার চিন্তা না হতো, তবে এই নামায (অর্থাৎ ইশার নামায)কে অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশ্যই দেরী করে দিতাম।" **(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৫, হাদীস: ৪২২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মোবারক হাদীসমূহের মাধ্যমে জানা গেল, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন তবে ইশার নামাযের সময়কে পরিবর্তন করে দিতেন, তখন রাতের এক তৃতীয়াংশে বা অর্ধেক রাতের পূর্বে ইশার নামায পড়াটা জায়িয হতো না। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৬৮০)** এমনিভাবে অযুর মধ্যে মিসওয়াক করাটা ফরজ করে দিতেন,তখন মিসওয়াক ছাড়া নামাযই হতো না,কিন্তু উম্মতের সহজতার জন্য এরূপ করেননি।

মনে রাখবেন! মিসওয়াক শরীফ আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ অর্থাৎ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দৌলত খানায় (ঘরে) তাশরীফ নিয়ে আসতেন, সর্ব প্রথম মিসওয়াক করতেন। **(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩)** আর রাত বা দিন যখনই আরাম করতেন জাগ্রত হয়ে অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। **(আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক লিমান কামা মিনাল লাইল, ১/৫৪, হাদীস: ৫৭)** সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, অন্যান্য সুন্নাতের উপরও আমল করা اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব তো পাবেই সাথে সাথে মুখ পবিত্রতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। যেমন-

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ অর্থাৎ মিসওয়াক মুখকে পবিত্রতা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম।"
(বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবুস সিওয়াক, ১/৬৩৭)

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, সায়্যিদ কি আমদ .... মারহাবা,
জাইয়িদ কি আমদ .... মারহাবা, তাহির কি আমদ .... মারহাবা,
হাজির কি আমদ .... মারহাবা, নাজির কি আমদ .... মারহাবা,
জাহির কি আমদ .... মারহাবা, বাতিন কি আমদ .... মারহাবা,
হামী কি আমদ .... মারহাবা, আক্বায়ে আত্তার কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হেরেম শরীফের ঘাস কাটা হালাল করে দিলেন

মক্কা বিজয়ের সময় মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার হেরেম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুরোধে নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রয়োজনের তাগিদে হেরেম শরীফের ইজহির নামক ঘাস কাটা হালাল ও জায়িয করে দিলেন, যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মক্কা শরীফকে হেরেম বানিয়েছেন। তাই না এখানকার ঘাস উপড়াবে, আর না এখানকার গাছ কাটবে।" (কেননা এসব কাজ হেরেমে মক্কায় হারাম ও নিষিদ্ধ) এতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا অর্থাৎ আমাদের জন্য স্বর্ণকার এবং আমাদের ঘরের ছাদের ইজহির ঘাস কাটা জায়েয করে দিন। (এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে) অতএব নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ ইজহির ঘাসে তোমাদের অনুমতি রয়েছে।" **(বুখারী, কিতাবুল বুইউ, বাবু মা কীলা ফিস সাওয়াগ)**

سُبْحٰنَ الله! একটু ভেবে দেখুন, হেরেম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে সুস্পষ্ট ভাবে শুনার পরও হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইজহির ঘাসকে জায়িয করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। যা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ!) কোন সাধারণ মানুষ বা

নিজেদের মতো মানুষ ভাবতেন না, বরং তাঁদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হারাম ও হালালের আহকামকে পরিবর্তন করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও বলেননি যে, এতে আমার কোন ক্ষমতা নেই বরং নিজে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ইজহির ঘাসকে হালাল ও জায়িয ঘোষণা করে যেন তাদের এই বিশ্বাসের উপর আপন মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার এই পর্যন্ত বর্ননাকৃত সকল ঘটনা ঐ জিনিস বা আহকামের ব্যাপারে ছিল যেখানে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ক্ষমতাবলে স্বতন্ত্র ভাবে নিজের উম্মতের সকলের জন্য সহজতা প্রদান করেছেন। এবার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার সেই মর্যদা ও মহত্ত্ব দেখুন, কোন বিষয় যা উম্মতের জন্য তো ফরয বা ওয়াজিব, যদি কেউ তা বর্জন করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সম্মানিত হওয়ার কারণে এক বা কয়েক জনকে সেই ফরয ও ওয়াজিব বর্জন করার অনুমতি প্রদান করেন। শুধু তাই নয় কোন জিনিস যা সকল উম্মতের জন্য হারাম ও নাজায়িয আর যদি তা কেউ করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য সেই হারাম ও নাজায়িয জিনিসকে হালাল ও জায়িয করে দিলেন।

আসুন! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার কিছু ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

নামায ক্ষমা করাতে নবীর ক্ষমতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। এর ফরযিয়্যত অস্বীকার করা কুফরী এবং জেনে শুনে একবারও ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার। যেমন- নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অর্থাৎ দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয।" **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১)** কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপর যে, সকল উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পরও এক ব্যক্তির আবেদন কবুল করে তাকে তিন (৩) ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। যেমন-

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং এই শর্তে ইসলাম কবুল করার জন্য সম্মত হলো যে, আমি দুই (২) ওয়াক্ত নামাযই পড়ব। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা কবুল করে নিলেন। **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদুল বসিরিন, ৭/২৮৩, হাদীস: ২০৩০৯)**

মনে রাখবেন! নামায ছেড়ে দেয়ার এই অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্যদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ছেড়ে দেওয়া জায়িয নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানদের জন্য পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতাবলে তিন (৩) ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

তাছাড়া রোযার কাফফারা সম্পর্কীতও একটি ঘটনা রয়েছে, তাও শুনে নিন। কিন্তু তার পূর্বে এই মাসআলাটি মনে গেঁথে রাখুন যে, রোযা ভঙ্গ করার সাধারণ হুকুম হলো; রমযানুল মোবারকে কোন জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন) রোযা আদায়ের নিয়্যতে রোযা রাখল এবং কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে-বুঝে সহবাস করল অথবা কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে খেয়ে নিলো বা পান করলো, তবে রোযা ভেঙ্গে গেল। আর এর কাযা ও কাফফারা দু'টিই আবশ্যক। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)** (কাযা হচ্ছে সেই রোযাটি রমযান ছাড়া অন্য সময় আবার রেখে দিবে এবং) কাফফারা হচ্ছে; সম্ভব না হলে ধারাবাহিক (অর্থাৎ কোন বিরতী না দিয়ে) ৬০টি রোযা রাখবে। এটাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে পেট ভরে দু'বেলা খাওয়াবে। **(বাহারে শরীয়ত,৫ম অংশ, ১/৯৯৪)** রোযা ভঙ্গকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটিই শরীয়াতের হুকুম। কিন্তু হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মহান ক্ষমতাবলে এক সাহাবীর জন্য অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতিতে এই কাফফারা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন-

শাস্তিকে পুরস্কার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। ইরশাদ করলেন: "কোন্ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংসে পতিত করেছে?" আরয করলো: আমি রমযানে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। ইরশাদ করলেন: "তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "লাগাতার দুই (২) মাস রোযা রাখতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "ষাট (৬০) জন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে?" আরয করলো: না, এই

সময় তাঁর পবিত্র খেদমতে খেজুর পেশ করা হলো। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সেই ব্যক্তিকে) ইরশাদ করলেন: "এগুলো দান করে দাও।" আরয করলো: এগুলো কি আমার চেয়ে বেশি অভাবীকে দান করবো? অথচ পুরো মদীনায় এমন কোন ঘর নেই যা আমার সমান অভাবী।

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَقَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা শুনে মুচকি হাসলেন, এমনকি দাঁত মোবারক প্রকাশ পেলো এবং ইরশাদ করলেন: "যাও এই খেজুরগুলো নিজের পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে দাও।" (মনে করো এতেই তোমার কাফফারা আদায় হয়ে গেছে)।

(মুসলীম, কিতাবুস সিয়াম, ৫৬০/১১১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃত করার পর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুসলমানরা! গুনাহের এমন কাফফারা সম্পর্কে হয়তো কেউ শুনেনি। (যে রোযা ভঙ্গ করাতে) সোয়া দু'মণ খেজুর। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান করা হয় যে, নিজে খেয়ে নাও, কাফফারা হয়ে যাবে। وَاللهِ! এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ দরবার যে, শাস্তিকে পুরস্কারে পরিবর্তন করে দিলো। (তিনি আরো বলেন:) তাঁর একটি কৃপা দৃষ্টি কবীরা গুনাহ সমূকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়। তাই اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن جَلَّ جَلَالُهٗ গুনাহগারদের, ভুলকারীদের, ধ্বংস প্রাপ্তদেরকে তাঁরই দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন যে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

(পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, তখন হে মাহবুব (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫৩১)

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, মুস্তফা কি আমদ .... মারহাবা,
মুজতবা কি আমদ .... মারহাবা, ত্ব-হা কি আমদ .... মারহাবা,
আ'লা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাক্ষীর ব্যাপারে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাক পরস্পর লেনদেনের বিষয়ে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানানোর আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনের পারা-৩, সূরা- বাকারা'র ২৮২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে।

জানা গেলো, যে কোন বিষয়ে এক পুরুষের সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না, এটিই আল্লাহ পাকের নির্দেশ। যা সকল মুসলমানের জন্যই, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত খুযাইমা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে দিয়ে, যে কোন বিষয়ে তাঁর একাকী সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যর সমতুল্য করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করলেন: "مَنْ شَهِدَ لَهٗ خُزَيْمَةُ اَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ

খুযাইমা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় বা কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার একার সাক্ষ্য যথেষ্ট।” **(সুনানে কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল আমর বিল আশহাদ, ১০/২৪৬, হাদীস: ২০৫১৬)** (অর্থাৎ তিনি সাক্ষ্য দেয়ার পর সাক্ষ্য দাতার সংখ্যা পুরণের জন্য অন্য কোন সাক্ষী প্রয়োজন নেই)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইদ্দতের হুকুমে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যদি কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করে এবং গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে চার (৪) মাস দশ (১০) দিন বর্ণনা করেছেন। যেমন- সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِیۡنَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنۡکُمۡ وَیَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا یَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِہِنَّ اَرۡبَعَۃَ اَشۡہُرٍ وَّعَشۡرًا ۚ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আয়াতে মোবারকার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে) যেমন- সূরা তালাক-এ বর্ণিত রয়েছে। আর এখানে গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের জন্য বর্ণিত হয়েছে। যার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত চার (৪) মাস দশ (১০) দিন। এই সময়ের মধ্যে সে না বিয়ে করতে পারবে, না স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে, না বিনা প্রয়োজনে তেল লাগাতে পারবে, না সুগন্ধী

লাগাতে পারবে, না সাজতে পারবে, না রঙ্গিন ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে, না বিয়ের উৎসাহ মূলক কথাবার্তা খোলা মেলা ভাবে করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াত এবং এক তাফসীরের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে প্রতিমান হয় যে, যদি গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা যায় তবে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আসুন! এবার এই বিষয়েও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন:

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের সময় সীমা কমিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র তিন দিনের শোক পালন করার আদেশ দিয়ে দিলেন। যেমন-

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: যখন (আমার প্রথম স্বামী) হযরত জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শহীদ হলেন, তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "تَسَلَّبِیْ ثَلٰثًا ثُمَّ اِصْنَعِیْ مَا شِئْتِ অর্থাৎ তিন দিন সাজসজ্জা করা থেকে বিরত থেকে অতঃপর যা ইচ্ছা করো।" **(সুনানে কুবরা, কিতাবুল আদদ, বাবুল আহদাদ, ৭/৭২০, হাদীস: ১৫৫২৩)**

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার বিষয়ে এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর বলেন: এখানে হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন যে, মহিলাদের স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনুপযুক্ত কুরবানী পশু সম্পর্কে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঈদের নামাযের পূর্বেই পশু কুরবানী করে ফেললেন, তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এর পরিবর্তে আবারো কুরবানী করো (কেননা, এই কুরবানী হয়নি)।"

তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখন তো আমার কাছে ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চা আছে, যা এক বছরের ছাগল থেকে উত্তম। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا.وَلَنْ تَجْزِیَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ অর্থাৎ এর পরিবর্তে এটি জবাই করে দাও, কিন্তু তোমার পর আর কারো এরূপ করা কখনোই যথেষ্ট হবেনা।"

(মুসলিম, কিতাবুল আদাহি, বাবু ওয়াক্তিহা, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শহরে কুরবানীকারীদের জন্য আবশ্যক যে, ঈদের নামায আদায় করার পর কুরবানী করা। যেমন- বাহারে শরীয়াতে রয়েছে; শহরে কুরবানী করতে হলে শর্ত হলো ঈদের নামায আদায় হতে হবে। তাই ঈদের নামাযের পূর্বে শহরে কুরবানী হবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১৫/৩৩৭)** কিন্তু যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে নিয়ে ছিলেন, তাই হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অন্য পশু কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তাঁর কাছে যেহেতু এখন শুধু ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চাই ছিল। অথচ কুরবানীর জন্য ছাগল এবং ছাগীর বয়স ১ বছর হওয়া আবশ্যক। যেমন- সদরুশ শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানীর পশুর বয়স এমন হওয়া উচিত উট পাঁচ বছর,

ছাগল এক বছর, এর চেয়ে বয়স কম হলে কুরবানী জায়িয হবেনা, বেশি হলে জায়িয বরং উত্তম। হ্যাঁ! দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা যদি এত বড় দেখায় যে, দূর থেকে দেখলে এক বছরের মনে হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৫/৩৪০)** যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে শুধু মাত্র ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা ছিল, যা দিয়ে কুরবানী হতে পারে না। কিন্তু যখন তিনি তার এই সমস্যার কথা হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন, তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র তাঁকেই ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে ইরশাদ করলেন: "তোমার পর আর কারো জন্য ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা যথেষ্ট হবেনা।

দো জাহাঁ কে তাজদার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
সরওয়ারে বা এখতেয়ার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
মালিক ও মুখতারে মা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
হামী হার বে নাওয়া, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এক ব্যক্তি, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল: আমি আপনার (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান আনতে চাই। কিন্তু আমি মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি এবং মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত এবং লোকেরা বলে, আপনি (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এসবকে হারাম করেছেন। আমি (হঠাৎ করে) এসব গুনাহ তো ছাড়তে পারবো না। যদি আপনি এই বিষয়ে রাজি হয়ে যান যে, আমি এসবের থেকে মাত্র একটি খারাপ কাজ বাদ দেব, তবে আমি আপনার উপর ঈমান আনতে রাজি আছি। হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও। সে ব্যক্তি

এই বিষয়ে সম্মত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। যখন ঐ ব্যক্তি প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফিরে গেল তখন তাকে মদ দেয়া হলো, সে ভাবল; যদি আমি মদ পান করি এবং হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি মিথ্যা বললে ওয়াদা ভঙ্গ হবে, আর যদি সত্য বলি তবে তিনি আমার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং সে মদ্যপান করা ছেড়ে দিলো। অতঃপর তার ব্যভিচার করার সুযোগ হলো তখন তার মনে ঐ খেয়াল আসলো, সুতরাং সে এই গুনাহ করাও ছেড়ে দিলো। এভাবে চুরি করার অবস্থায়ও এরূপ হলো। অতঃপর সে রাসূরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন যে, আমাকে মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এটা আমার সকল গুনাহের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ। এরপর ঐ ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন।

(তাফসীরে কবীর, পারা ১১,আত তাওবা,আয়াত ১১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনাকৃত এই সকল ঘটনা থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ মহান মর্যাদা দান করেছেন যে, শরীয়াতের আহকাম নির্ধারিত হওয়ার পরও সেই আহকামগুলোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নবীদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পণ করে দিয়েছেন। যেমন- মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সঠিক ও মনোনীত আকীদা হচ্ছে যে, আহকাম হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সমর্পিত। যাকে যা ইচ্ছা আদেশ করবেন। একটি

কাজ কারো উপর হারাম কারবেন আবার কারো উপর মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয)। তিনি আরো বলেন: আল্লাহ পাক শরীয়তকে নির্ধারিত করে সম্পূর্ণ তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পণ করে দিলেন (যে, এতে যেভাবে চান পরিবর্তন ও বর্ধিত করুন) **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৮৩)** তাই আমাদের উচিৎ, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য ফযীলত ও উৎকর্ষতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা। তা ছাড়া এই ধরণের মন মানসিকতাকে আপনার মনে কখনো স্থান দিবেন না যে, যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হালাল বলা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হালাল এবং যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হারাম করা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হারাম। বরং বিশ্বাস এটা হওয়া চাই যে, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও হাদীস শরীফ ও কোন কিছুকে হালাল ও হারাম করাকে কুরআনুল কারীমের মতো প্রমাণ ও যুক্তি রাখে। যেমন- স্বয়ং নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার প্রতি আপত্তিকারী দূর্ভাগাদের ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আসনে ভালভাবে ঠেক লাগিয়ে বসে এবং আমার হাদীস থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার পর (লোকদের বিশ্বাস নষ্ট করতে গিয়ে) বলে যে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন বিদ্যমান।

আমরা এতে যা হালাল পাবো, শুধুমাত্র তাকে হালাল এবং এতে যা কিছু হারাম পাবো, শুধুমাত্র তাকেই হারাম জানব। (অতঃপর ইরশাদ করেন:)

اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللهُ

অর্থাৎ সাবধান! যে জিনিসকে আল্লাহ পাকের রাসূল হারাম করে দেন তাও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হারামের মতোই হারাম।”

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তাযীমে হাদীসে রাসূলিল্লাহ, ১/১৬, হাদীস: ১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! যে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় কম বেশি একলক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদেরকে বিভিন্ন প্রকার মুজিযা এবং অতুলনীয় ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন- হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام কে মৃত ব্যক্তি জীবিত করা, কুষ্ঠ ও প্লেগ রোগ দূর করার ক্ষমতা ও মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে জ্বীন আর বাতাসের উপর রাজত্ব এবং তিন মাইল দূর থেকেও পিপঁড়ার আওয়াজ শুনা ইত্যাদির মতো ক্ষমতা প্রদান করেন। আর যখন আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তখন যেহেতু তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিছুর সরদার বানানো হয়েছে, তাই আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام চেয়ে বেশি ফযীলত ও মহত্ব এবং ক্ষমতার মালিক বানালেন। এমনকি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চন্দ্র সূর্যের উপরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

নূরের খেলনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার লিখিত রিসালা “নূরের খেলনা” এর ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেন;

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে আকরাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

আমাকে তো আপনার নবুয়তের নিদর্শন সমূহ আপনার দ্বীনে অন্তর্ভূক্তীর দাওয়াত দিয়েছিলো। আমি দেখলাম আপনি শৈশবে দোলনায় শুয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করতেন তখন যেদিকেই আপনি ইশারা করতেন, চাঁদ সেই দিকেই ঝুঁকে যেতো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম আর চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো, তা আমাকে কান্না করা থেকে ভুলিয়ে রাখতো এবং যখন চাঁদ আরশে ইলাহীর নিচে সিজদা করতো তখন আমি তার তাসবীহ পাঠ করার আওয়াজ শুনতাম। **(আল খাছাইসুল কুবরা,১/৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডুবন্ত সূর্য ফিরে এলো

খায়বারের নিকটস্থ স্থান সেহবায় হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আছরের নামায পড়েই হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কোলে পবিত্র মস্তক মোবারক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র মস্তক মোবারককে নিজের কোলে নিয়ে বসে আছেন।

এমন সময় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জানা হয়ে গেল যে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আছরের নামায কাযা হয়ে গেছে। তখন হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! নিঃসন্দেহে আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিলো তাই সূর্যকে আবার ফিরিয়ে দাও যেন আলী আসরের নামায আদায় করতে পারে। হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি আমার নিজের চোখেই দেখেছি যে, ডুবন্ত সূর্য আবার ফিরে এলো এবং পাহাড়ের চুঁড়ায় আর জমিনের উপর সর্বত্রই রোদ বিস্তৃত লাভ করেছিল।

(সিরাতে মুস্তফা, ৭২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মিলাদে মুস্তফার কিছু সুন্দর মুহূর্তের আলোচনা শুনি: যখন আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় শুভাগমন হয়, তখন কত তারিখ ছিলো? কোন দিন ছিলো? কি অবস্থা ছিলো? আসুন শুনি এবং ঈমান তাজা করি:

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দাদাজান হেরেম শরীফে চলে আসেন। হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হলেন ঘরে একা। কেননা, শাশুড়ী এবং স্বামী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। শশুড় খানায়ে কা'বার তাওয়াফে ব্যস্ত, মনে মনে ভাবছেন আহ! এই মুহূর্তে যদি আব্দে মানাফের বংশের কিছু মহিলা আমার কাছে থাকতো! হঠাৎ দেখলেন যে, অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী মহিলায় ঘর ভরে গেল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কে? কোথা থেকে আসলেন? এবং কেন আসলেন? তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন: আমি উম্মুল বশর, সকল মানুষের মা, আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর স্ত্রী, হাওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। ২য় জন বললেন: আমি ফিরআউনের বিবি আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। ৩য় জন বললেন: আমি ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর মা মরিয়ম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং বাকী সকল মহিলাই জান্নাতের হুর। আজ উভয় জগতের দুলহা, বিশ্ব জগতের দাতা, ফকিরদের আশ্রয় স্থল, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হবে। তাঁকে স্বাগতম এবং আপনার খেদমত করার জন্যই আমরা এসেছি হে আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا! দরজার বাইরে দৃষ্টি দিল, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ফিরিশতাদের ভীড় লেগে আছে।ঘরে হুরেরা দরজায় ফিরিশতারা, তাঁদের কাতার সমূহ আকাশে পৌঁচালো।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খতনা কৃত, নাভী কর্তিত, সূরমা লাগানো চোখ নিয়ে শুভাগমন করেন। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র বরং অপরের গোনাহের নাপাকী পাক করার জন্য শুভাগমন করেছেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: কাবার প্রতিপালকের শপথ! কা'বা সম্মানিত হয়ে গেল। সাবধান হয়ে যাও! কা'বাকে তার ক্বিবলা ও বাসস্থান করে দেয়া হল।

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাবনত হলেন। মোবারক আঙ্গুল আকাশের দিকে উত্তোলিত ছিলো। জান্নাতি ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর ঠোঁঠদ্বয় নড়ছিল এবং আওয়াজ আসছিল: رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ। বিলাদতে(জন্ম) মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহুর্তে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে আর একটি খানায়ে কা'বার ছাদের উপর।

হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: মুস্তফার শুভাগমনের সময় এমন নূর চমকালো যে, পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি মক্কা থেকে সিরিয়ার আট্টালিকা সমূহ স্পষ্ট দেখে নিলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই সিজদা করেছেন।হায়! ঐ সিজদার সদকায় আমাদেরও সিজদার তৌফিক নসীব হয়ে যাক এবং আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে প্রথম কাতারে আদায় করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামাযের ফরযিয়্যতকে অস্বীকারকারী কাফের। হোক তার নাম ও অন্যান্য কর্মকান্ড মুসলমানদের মধ্যে। যে দূর্ভাগা এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে বুঝে কাযা করে দেয় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশিতে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কা'বার ছাদে পতাকা গেঁড়ে দিয়েছেন।

اِنْ شَآءَ الله আমরাও আমাদের হাতে এবং আমাদের গাড়ীতে ফয়যানে গুম্বদে খাযরা এবং ফয়যানে গাউছ ও ও রযার প্রতিটি পতাকা উড়িয়ে জুলুশে মিলাদে অংশগ্রহণ করবো, উচ্চ স্বরে বলুন اِنْ شَآءَ الله। اِنْ شَآءَ الله ১২ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ আজকের রোযাও রাখবো। কেননা, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন। যখন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সোমবারের রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন ইরশাদ করলেন: এই দিনেই আমি জন্মেছি এবং এই দিনেই আমার উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।সুতরাং اِنْ شَآءَ الله আমরাও আজকের রোযা রাখবো। হাত উঠিয়ে উচ্চ স্বরে বলুন اِنْ شَآءَ الله।

এই ১২তম তারিখের প্রিয় সম্পর্ক অনুসারে দা'ওয়াতে ইসলমীর ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকির, দোয়া, রাতে ইতিকাফ, ফজরের পর মাদানী হালকা এবং ইশরাক ও চাশত পর্যন্ত অংশগ্রহণ এবং নিজে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আরো দু'জন ইসলামী ভাইকে সাথে আনার নিয়্যত করে নিন। এই ইচ্ছায় হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنْ شَآءَ الله।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের খুশিতে রবিউল আউয়ালে বরং সম্ভব হলে এখনি হাতো হাত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রিয় দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।এই মোবারক মুহুর্তে আশিকানে রাসূলের সাহচর্য অর্জন করে নেক কাজ করা ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। ফরয ইলম শিখার, প্রতিদিন নেক আমল করার এবং মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার সাহায্য করার ঘটনাবলী

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ خَمْسِيْنَ مَرَّةً صَافَحْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে পঞ্চাশবার (৫০) দরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা করবো। (আল কওলুল বদী, বাবুস সানি ফি সাওয়াবিস সালাতি ওয়াস সালাম.., ২৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই অগ্রগামী হয়ে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা মুস্তফার সাহায্য করা সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রথমেই একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চেহারার কৃষ্ণবর্ণ দূর করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি তাওয়াফ করার সময় এক আশিকে রাসূলকে প্রতি কদমে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "ভাই! আপনি 'سُبْحٰنَ الله' 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله' ইত্যাদি পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করছেন, এর রহস্য কী?" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করুক, আপনি কে? আমি বললাম : আমি সুফিয়ান সাওরী, তখন সে বলল যদি আপনি বর্তমান যুগে অনারবী না হতেন তাহলে আমি আপনাকে নিজের অবস্থা এবং এর রহস্যের সংবাদ দিতাম না, অতঃপর বললেন: "আমি আমার পিতার সাথে বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব করতে বের হলাম, সফরাবস্থায় আমার বৃদ্ধ পিতা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার চেহারা কালো হয়ে গেলো এবং চোখগুলো বেঁকে গেলো আর পেটও

ফুলে গেলো, এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾" **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরাতো **আল্লাহ**রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৬) পাঠ করলাম।(অতঃপর কিছুক্ষন পর) এই বিরান ভূমিতে আমার পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল, আর আমি তাঁর চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। এমন দুঃখের সময়ও আমার ঘুম এসে গেলো এবং আমি শোয়ে পড়লাম, আমি স্বপ্নে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি সুবাসিত এক বুযুর্গ ব্যক্তির যিয়ারত করলাম, এমন সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যক্তি আমার চোখ কখনো দেখেনি। তিনি আমার মরহুম আব্বাজানের নিকট আসলেন, চাদর উঠিয়ে তার নূরানী হাতটি চেহারায় বুলালেন। তখন তাঁর চেহারার কালো রং পরিবর্তন হয়ে দুধের চেয়ে অধিক সাদা (নূরানী) হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি পেট ও চোখে হাত বুলালেন তখন তা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে গেলো। সেই নূরানী বুযুর্গটি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে আরয করলাম: "আপনি কে? যার কারণে এই বিরান ভূমিতে **আল্লাহ পাক** আমার আব্বাজানের প্রতি দয়া করলেন।" তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি আমাকে চেনো নি? আমি **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তোমার পিতা গুনাহগার ছিলো, কিন্তু আমার প্রতি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করত, যখন সে এই দুরাবস্থার শিকার হয়, তখন আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিলো আর নিশ্চয় যারা আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাদের ফরিয়াদ শুনে থাকি।" এরপর আমার চোখ খুলে গেলো, আমি দেখলাম যে, সত্যিই আমার আব্বাজানের চেহারা নূরে আলোকিত হয়ে গেছে আর পেটও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, আল আহযাব, ৭ নং আয়াতের পাদটীকা, ৫৬/২২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতের প্রতি তাদের পিতামাতার চেয়েও বেশি দয়ালু এবং তাদের প্রতি অনেক বেশি দয়া ও অনুগ্রহও করে থাকেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রত্যেক উম্মতকে শুধু চিনেন না বরং বিপদের সময় উম্মতকে সাহায্যও করে থাকেন।

বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সাহায্য করা প্রমাণিত হচ্ছে, তেমনিভাবে দরূদে পাকের ফযীলতও বর্ণনা রয়েছে এবং এটাও জানা গেলো! দরূদে পাক পাঠ করাতে বড় বড় বিপদও দূর হয়ে যায়, তাছাড়া দরূদে পাক পাঠকারীর প্রতি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ দয়া করে থাকেন এবং বিপদের সময় তাদের চাহিদাও পূরণ করে থাকেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে দরূদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা তো নেক আমলেও অর্ন্তভূক্ত, যেমনটি নেক আমল নম্বর ৫: **আপনি কি আজ নিজ (সিলসিলার) শাজারা হতে কিছু ওয়াযীফা এবং কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?** অনুরূপভাবে নেক আমল নম্বর ৪৯ এ অহেতুক কথা বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় লজ্জিত হয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ বিদ্যমান। সুতরাং দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়ার জন্য নেক আমলের উপর আমল করা একটি অনন্য মাধ্যম, দরূদ ও সালামের ফযীলত পাঠ করতে থাকুন এবং না পড়ার শাস্তিও মনে গেঁথে নিন, সর্বদা নিজের নিকট একটি তাসবীহ অবশ্যই রাখুন, যার মাধ্যমে প্রতিদিন বিশেষ সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন, এছাড়াও অবসর সময়েও অহেতুক কথায় লিপ্ত থাকার পরিবর্তে যিকির ও দরূদ শরীফের অভ্যাস গড়ে নিন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দরূদ শরীফ পাঠ করাতে অর্জিত হওয়া বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করি:

দরূদ শরীফের বরকত

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ✲ দরূদ শরীফের কারণে বিপদ দূর হয়, ✲ অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ হয়, ✲ ভয় দূর হয়, ✲ অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, ✲ শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়, ✲ **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, ✲ অন্তরে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ✲ ফেরেশতারা তার আলোচনা করে, ✲ আমল পরিপূর্ণ হয়, ✲ অন্তর ও প্রাণ, সহায় ও সম্পদে পবিত্রতা অর্জিত হয়, ✲ পাঠকারী সমৃদ্ধশালী হয়ে যায়, ✲ বরকত অর্জিত হয়, ✲ সন্তান ও সন্তানের সন্তান চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত থাকে, ✲ দরূদ শরীফ পাঠ করাতে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, ✲ মৃত্যুর কঠিনতা

সহজ হয়, ✻ দুনিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ✻ অভাব দূর হয়, ✻ ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরনে এসে যায়, ✻ ফেরেশতারা দরূরে পাক পাঠকারীকে ঘিরে রাখে, ✻ দরূদ শরীফ পাঠকারী যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে তখন নূর ছড়িয়ে পরবে এবং সে তা থেকে দৃঢ়তার সহিত চোখের পলকেই মুক্তি পেয়ে যাবে, ✻ মহান সৌভাগ্য হলো যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর নাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়, ✻ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, **তাঁর** গুণাবলী অন্তরে রেখাপাত করে, ✻ অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাতে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনা মনের মাঝে স্থায়ী হয়ে যায়, ✻ সৌভাগ্যবানদের মুস্তফার সান্নিধ্য নসীব হয়ে যায়, ✻ স্বপ্নে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়, ✻ কিয়ামতের দিন **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য নসীব হবে, ✻ দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ফেরেশতারা মারহাবা বলে এবং ভালবাসা পোষন করে, ✻ ফেরেশতারা তার দরূদকে স্বর্ণের কলম দ্বারা রূপার কাগজে লিখে রাখে এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, ✻ জমিনে পরিভ্রমনকারী ফেরেশতারা তার দরূদ শরীফকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে পাঠকারী এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে। **(জাযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা দ্বারা আশিকানে রাসূল নিজেদের মন ও মননকে সুবাসিত করছে, কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের আলোচনা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষতার আলোচনা হচ্ছে। কোথাও **তাঁর** চরিত্রের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** মুবারক আকৃতির উত্তম আলোচনা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আধিপত্যের চর্চা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের আলোচনা করা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান ও দাক্ষিণ্যের চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** উচ্চ মর্যাদার আলোচনা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শক্তির বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বীরত্বের চর্চা করা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির আলোচনা হচ্ছে তো কোথাও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানের ঘটনাবলী শুনানো হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের শান ও মহত্বকে জাগ্রত করা হচ্ছে, কোথাও নবুয়তের বরকতের আলোচনা করা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযার কথা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের ঘটনাবলী দ্বারা অন্তর আলোকিত করা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার চর্চা করা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দান ও দয়ার উত্তম আলোচনা করা হচ্ছে। কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের কথা রাসূলের ভালবাসাকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের চর্চা চলছে। যেনো মনে হচ্ছে, কণা কণা **মিলাদে মুস্তফা**র বরকত থেকে নিজ নিজ অংশ পাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীম ঈমানদারদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব করার আদেশ ইরশাদ করছে, যেমনটি **১ম** পারা সূরা বাকারার **১০৪** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত১০৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **'রা-ইনা'** বলো না এবং এভাবে আরয করো, 'হুযুর! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! এবং প্রথম থেকেই মনোযোগ সহকারে শুনো।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সম্মান ও আদব এবং **তাঁর** প্রতি আদবের খেয়াল রাখা ফরয আর যে বাক্য সামান্যতমও আদবের পরিপন্থি মনে হয়, তা মুখে আনা নিষেধ। এরূপ বাক্য সম্পর্কে শরীয়তের আদেশ হলো যে, যেই শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে ভাল

ও মন্দ এবং শব্দটি বলাতে মন্দ অর্থের দিকেও খেয়াল যায় তবে তাও **আল্লাহ পাক** এবং **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ব্যবহার করবে না। তাছাড়া এটাও জানা গেলো! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব **আল্লাহ পাক** স্বয়ং শিখাচ্ছেন এবং সম্মান সম্পর্কে বিধান স্বয়ং জারি করছেন। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১/১৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমনভাবে ডাকি, যেমন; **ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ, ইয়া নবীয়াল্লাহ, ইয়া নূর আল্লাহ**।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

যেমন; হে যায়িদ, হে ওমর। বরং এভাবে আরয করো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন, ইয়া খাতামান নবীয়্যিন, ইয়া শাফেয়াল মুযনিবীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩০/১৫৬)

আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সত্যিকার সাহায্যকারী শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**রই স্বত্ত্বা। যেমনটি **আল্লাহ পাক** কোরআনে মজীদে ইরশাদ করেন:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি!

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়ছে: সত্যিকার সাহায্যকারীও **তুমিই**। **তোমার** অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিত কেউ কারো কোন ধরনের প্রকাশ্য, গোপনিয়, শারীরিক ও রূহানী, ছোট ও বড় কোন সাহায্য করতে পারে না। (সীরাতুল জিনান, ১/৫৩) তবে **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে **আল্লাহ পাকে**র নেক

বান্দারাও সাহায্যকারী এবং **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে তাঁরাও সাহায্য করে থাকেন, যেমনটি কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَۚ وَ الْمَلٰٓىٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ(۴)

(পারা ২৮, সূরা তাহরিম, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে নিশ্চয় **আল্লাহ** তার সাহায্যকারী এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ! এবং এরপর ফিরিশতাগণ সাহায্যকারী রয়েছে।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই আয়াতে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এবং নেক মুসলমানদের মওলা অর্থাৎ সাহায্যকারী বলা হয়েছে এবং ফেরেশতাদেরকে সাহায্যকারী ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে, এ থেকে জানা যায়! **আল্লাহ পাকে**র বান্দারা সাহায্যকারী, মনে রাখবেন! যেখানে **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাওয়া নিষেধ, সেখানে হাকীকি সাহায্যই উদ্দেশ্য।

(সীরাতুল জিনান, ১০/২১৮)

আল্লাহ পাকের দানক্রমে **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চরিত্রে সাহায্য করার অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে, যদি সব একত্র করা হয় তবে অনেক বড় একটি কিতাব প্রস্তুত হতে পারে। আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি উদাহরণ শুনি:

সামান্য খাবার সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো

বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামান্য খাবার দিয়ে সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীকে পেট ভরে খাইয়েছেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১-৫২, হাদীস নং- ৪১০১)

এক পেয়ালা দুধ এবং সত্তরজন সাহাবী عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফটিও উদ্ধৃতি করেছেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক পেয়ালা দুধ ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে পান করিয়ে দিলেন। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৩৪, হাদীস নং- ৬৪৫২)

আঙ্গুলের ফয়েযের মোহে, ধাবিত পিপাসার্তরা আন্দোলিত হয়ে

বুখারী শরীফে এই বর্ণনাও রয়েছে যে, আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে চৌদ্দশত (১৪০০) বা তারও বেশি লোকের পিপাসা নিবারন করে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল হুদায়বিয়াতি, ৩/৬৯, হাদীস নং-৪১৫২, ৪১৫৩)

থুথু মুবারকের মাধ্যমে সাপের বিষ ধ্বংস

মক্কায়ে পাক থেকে মদীনায়ে তায়্যিবার দিকে হিজরতের সময় যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে গুহার দিকে গমন করলেন, তখন সেখানে পৌঁছে আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যতক্ষণ আমি ভেতরে যাবো না ততক্ষণ আপনি ভেতরে প্রবেশ করবেন না, যদি এতে ক্ষতিকর কোন কিছু থাকে তবে আপনার পূর্বে আমার নিকট আসবে। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ভেতরে গেলেন এবং গুহাটি পরিষ্কার করলেন। গুহার চারিদিকে গর্ত ছিলো, যা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার লুঙ্গি ছিড়ে ছিড়ে বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু দু'টি গর্ত অবশিষ্ট রয়ে গেলো, তার উপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের পা রেখে দিলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ভেতরে তাশরীফ নিয়ে আসুন। **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রবেশ করলেন এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কোলে মাথা রেখে আরাম করতে লাগলেন, আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গর্ত থেকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলো। কিন্তু **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে তিনি সামান্যতমও নড়াছড়া পর্যন্তও করলেন না, কিন্তু অশ্রু টপকে পরলো, যা **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারাকে চুম্বন করে নিলো, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জেগে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: আবু বকর! তোমার কি হলো? আরয করলেন: কোন কিছু দংশন করেছে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আক্রান্ত স্থানে থুথু শরীফ লাগিয়ে দিলেন, তখন তা একেবারে ভাল হয়ে গেলো।

(জামেউল উসুল, কিতাবুস সাবেয়ে ফিল গদর, বাবুর রাবেয়ে, ৮/৪৫৮, হাদীস নং- ৬৪২৬)

লাঠি তরবারি হয়ে গেলো

বদরের যুদ্ধে হযরত উক্কাশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর তরবারি ভেঙ্গে গেলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে একটি লাঠি দিলেন, যা তার হাতে নিতেই তরবারি হয়ে গেলো। **(জামেউল উসুল, আল ফুরুউল আউয়াল, ১৩/৩২৪)**

চোখ দান করে দিলেন

একবার হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চোখে তীরের আঘাতে বের হয়ে গেলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহামান্বিত দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং চোখ প্রার্থনা করলেন তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে চোখ দান করে দিলেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৫৪২, হাদীস নং-১৫)

ভাঙ্গা হাঁটু ঠিক করে দিলেন

হযরত ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত: খায়বরের যুদ্ধের সময় হযরত সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ভাঙ্গা হাঁটু নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তখনই তাঁর হাঁটু ঠিক করে দিলেন। **(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতি খায়বর, ৩/৮৩, হাদীস নং-৪২০৬)**

আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন

বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে: অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আবেদনে **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন, তখন এমন বৃষ্টি বর্ষিত হলো যে, পুরো সপ্তাহ বন্ধ হওয়ার নামও নিলো না।

(বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা, বাবুল ইসতিসকা আলাল মিম্বর, ১/৩৪৮, হাদীস নং-১০১৫)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان একবার সফরের সময় পিপাসায় অস্তির হয়ে গেলেন, তখন তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পিপাসার ব্যাপারে আরয করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে তাঁদের পিপাসা নিবারন করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪৯৫, হাদীস নং-৩৫৭৯)

জান্নাত দান করে দিলেন

মুসলিম শরীফে তো এমনও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত রাবেয়া বিন কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাত প্রার্থনা করলেন, তখন তাঁকে জান্নাতও দান করে দিলেন।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৯৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **মাদানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** কিরূপ মুজিযা ও উৎকর্ষতা দান করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও ইশকে রাসূলে মত্ত হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম আলোচনা এবং **তাঁর** প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করি ও শুনি। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে **মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা অধিকহারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়, সুতরাং আপনারাও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া। এই দ্বীনি কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা রয়েছে, যেমন;

✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সঠিক মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে নেক আমলের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়। ✲ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র

বরকতে উত্তম চরিত্র অবলম্বনের সুযোগ হয়, ✻ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। মসজিদে বসা **আল্লাহ পাক** কিরূপ পছন্দ করেন তার অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন, যেমনটি; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদের সাথে ভালবাসা জ্ঞাপন করে **আল্লাহ পাক** তাকে আপন মাহবুব বানিয়ে নেন।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, বাবু লুযুমিল মাসাজিদ, ২/১৩৫, হাদীস নং-২০৩১)

মনে রাখবেন! এই দ্বীনি কাজের পুস্তিকা **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"** নামে মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশ করেছে। এই পুস্তিকায় কোরআনে করীম পাঠ করার ফযীলত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করার শরয়ী বিধান, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র ৭টি টিপস, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র ঘটনাবলী, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র সংখ্যা বৃদ্ধি করার পদ্ধতি, মসজিদের আদব, মারকাযী মজলিশে শূরার বিভিন্ন বৈঠক থেকে সংগ্রহ করা টিপস এবং এছাড়াও আরো অনেক টিপস বর্ণনা করা হয়েছে।

আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়ার বরকত সম্বলিত একটি ঘটনা শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, **দাওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা আমার অভ্যাসে পরিণত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে

গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মহান উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ৮০টি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, এর মধ্যে একটি হলো **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বালিগ অর্থাৎ বড় বয়সের ইসলামীদের বিভিন্ন স্থানে (যেমন; মসজিদ, অফিস, মার্কেট, দোকান) এবং বিভিন্ন সময়ে বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে মাদানী কায়িদা এবং কোরআনে করীম ফ্রি পড়ানো হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মসজিদে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ৪৫ মিনিট এবং মার্কেটে ৩৫ মিনিটের রুটিনে **"নামাযের আহকাম"** কিতাব থেকে নামায, গোসল, অযু এবং জানাযার নামাযের মাসআলা শিখানো, সুন্নাত শিখানো, **"মাদানী দরস"** দেয়া, **"ফরয উলুম"** সম্বলিত বয়ান শুনা, **"দোয়া"** মুখস্ত করানো এবং শেষে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে **"চিন্তা ভাবনা"** করা এবং করানোও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যের অধ্যায়টি অনেক বড়, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্য করার এই ফয়েয শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কেননা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র মানুষের নবী নন বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সুতরাং যেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দুঃখি উম্মতের ফরিয়াদ শুনেন এবং **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে তাদের সাহায্য করেন, তেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিপদে লিপ্ত পশু, পাখি এমনকি জড় পদার্থেরও ফরিয়াদ শুনেন, তাদের কথা বুঝেন এবং তাদের সাহায্যও করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো স্বয়ং আরবী ভাষী ছিলেন কিন্তু সমস্ত ভাষা বুঝতেন, এমনকি প্রাণীদের কথাও বুঝতেন, তাই উট, চড়ুই পাখিরা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আস্তানায় ফরিয়াদ করে এবং সাহায্যও পায়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/১১৯) অপর এক স্থানে বলেন: (**হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে) পাথর সালাম করতো, কাঠের স্তম্ভ 'হান্নানা' **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরহে কান্না করে, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অন্তরের দুঃখ বলল এবং **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সবকিছু বুঝলেন। বর্তমানেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ ভাষায় **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট ফরিয়াদ করে থাকে, কোন অনুবাদকারী উভয়ের মাঝে থাকে না, সবার কথাই শুনেন এবং বুঝেন, সবার চাহিদা পূরণ করেন, এটাই হলো **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সকল ভাষা জানার প্রমাণ। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৩৮) তিনি আরো বলেন: হযরত সুলায়মান (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শুধুমাত্র পাখি ও পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বৃক্ষ ও পাথর, জল ও স্থলের সকল সৃষ্টির ভাষা জানেন, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চাহিদা পূরণকারী, বিপদ দূরকারী। এটা হলো ঐ মাসআলা যা পশু পাখিরাও মানে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৩৯)

আসুন! এবার প্রাণীদের ব্যাপারে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যের দু'টি ঈমানোদ্দীপক রূহানী ঘটনা শ্রবন করি:

(১) হরিণীর ফরিয়াদ

হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মদীনার গলিতে একজন গ্রাম্য লোকের তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার পাশে একটি হরিণীও বাঁধা ছিলো। হরিণীটি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই তাবুর গ্রাম্য লোকটি আমাকে শিকার করে এখানে নিয়ে এসেছে, অথচ আমার দু'টি ছানা জঙ্গলে রয়েছে, আমার স্তনে দুধ ঘন হয়ে যাচ্ছে, সে তো আমাকে জবাই করছে না যে, আমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো আর না আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে যে, জঙ্গলে গিয়ে আমার ছানাদের দুধ পান করাবো।

হরিণীর ফরিয়াদ শুনে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দিই তবে কি তুমি আবার ফিরে আসবে? আরয করলো: জি হ্যাঁ! যদি আমি এরূপ না করি তবে **আল্লাহ পাক** আমাকে (অবৈধভাবে) কর সংগ্রহকারীদের ন্যায় শাস্তি দিক। তখন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ছেড়ে দিলেন, সে খুবই দ্রুত অস্তির হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পরেই সে আনন্দচিত্তে ফিরে এলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে তাবুর সাথে বেঁধে দিলেন। এমন সময় সেই গ্রাম্য লোকটিও পানির মশক নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: এই হরিণীটি কি তুমি আমার নিকট বিক্রি করবে? সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! একে আমি আপনাকে উপহার হিসেবে দিলাম। সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হরিণীটিকে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি সেই হরিণীটিকে দেখলাম যে, সে **আল্লাহ পাকের** পবিত্রতা বর্ণনা এবং কলেমায়ে তায়্যিবা পাঠ করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছিলো। (দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/৩৫)

(২) উটের ফরিয়াদ

হযরত ইয়ালা বিন মুররা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সফরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার এমন একটি উটের পাশ দিয়ে গমন করলাম যার উপর পানির মশক রাখা হচ্ছিলো, যখন উটটি **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলো তখন বিড়বিড় করতে লাগলো এবং নিজের গর্দান ঝুঁকিয়ে নিলো, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: এই উটের মালিক কোথায়? (তখনই) সে এসে গেলো, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। সে বললো: বরং এটি আমি আপনাকে উপহার হিসেবে প্রদান করলাম। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বরং এটি বিক্রি করে দাও। সে বললো: বরং উপহার হিসেবে প্রদান করলাম। তবে এই উটটি এমন পরিবারের যাদের উপার্জনের

মাধ্যম এটা ছাড়া আর কিছু নেই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যাইহোক যখন তুমি এর অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেই দিয়েছো তবে শুনো! সে তার থেকে বেশি কাজ নেয়া এবং খাবার কম দেয়ার অভিযোগ করেছে, সুতরাং এর সাথে উত্তম আচরন করো। (দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আমার তোমাদের দুনিয়ায় তিনটি জিনিস পছন্দ: (১) সুগন্ধি (২) মহিলা এবং (৩) আমার চোখের শীতলতা নামাযকে বানানো হয়েছে। (আল মুনবাহাত, ২৭ পৃষ্ঠা) (২) ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুত তাহারাত, ১/৮৮, হাদীস নং- ৩৮২) ✲ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (শামায়িলে তিরমিযী, ৫/৫৪০, হাদীস নং ২১৬) ✲ জুমার নামাযের জন্য তেল এবং সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৪, ৪র্থ অংশ)

ঘোষণা

সুগন্ধি লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

প্রিয় নবীর ﷺ প্রিয় স্বভাব

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফাতাওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করবে অতঃপর যা ইচ্ছা করবে **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারবে)**।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلّٰى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দরূদ প্রেরণ করতে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে, এখন তার মর্জি, সে কম পড়বে নাকি বেশি পড়বে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৩২৪, হাদীস ১৫৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যাকে ভালবাসে, তার আলোচনাও অধিকহারে করে থাকে, তার পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে, তার স্বভাবকে গ্রহণ করা বরং প্রতিটি কাজে তাকে অনুসরন করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করে থাকে, কেননা প্রিয়তমের স্বভাবকে পছন্দ করা এবং গ্রহণ করাই হলো ভালবাসার নিদর্শন এবং ভালবাসায় সত্যতার প্রমান বহন করে। যেহেতু আমরাও আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি, অতএব আমাদেরকে আমাদের ভালবাসার সত্যতাকে যাচাই করার জন্য ভাবা উচিৎ

যে, আমরা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত এবং অনন্য স্বভাবকে কতটুকু গ্রহণ করছি? আজকের বয়ানে আমরা **নূরানী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি প্রিয় কর্ম এবং সুন্নাত যেমন; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **কথাবার্তা বলা, খাবার খাওয়া এবং সমাজে অবস্থান করার ধরন** কেমন ছিলো? পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরাম ও মহিলা সাহাবীয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সুন্নাতে রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং সুন্নাতের উপর আমল করার ঘটনাবলী সম্পর্কে শুনবো। অতএব ভাল ভাল নিয়্যত এবং একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণ বয়ান শুনার নিয়্যত করে নিন।

আসুন! সর্বপ্রথম **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবন সম্পর্কে শ্রবণ করি।

প্রিয় মুস্তফার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চরিত্রের ঝলক

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি কোন সৎচরিত্রবান ছিলো না। **তাঁর** সাহাবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে যেকেউ যখন **তাঁকে** ডাকতেন তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **"লাব্বাইক"** (অর্থাৎ আমি উপস্থিত) বলে উত্তর দিতেন।

হযরত জারির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন থেকে আমি মুসলমান হয়েছি, কখনোই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে **তাঁর** কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসতেন। **তিনি তাঁর** সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে উৎফুল্ল স্বভাব প্রদর্শন করতেন। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সন্তানদের সাথেও উৎফুল্লভাবে কথাবার্তা বলতেন এবং

তাঁদের সন্তানদের নিজের মুবারক কোলে বসিয়ে নিতেন। স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম এবং মিসকিন সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। মদীনা থেকে দুর দুরান্তে বসবাসকারী রোগীর শশ্রুষার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং অপারগতা প্রদর্শনকারীর অপারগতা গ্রহণ করে নিতেন। (শিফা, ১/১২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরিবার-পরিজন, **তাঁর** সাহাবী عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, **তাঁর** আত্মীয় স্বজন এবং **তাঁর** প্রতিবেশী এমনকি প্রত্যেকের সাথে এমন সদাচরন ও মিশুকতার সহিত আচরণ করতেন যে, প্রত্যেকেই **তাঁর** পবিত্র আচরণে প্রভাবিত হয়ে **তাঁর** প্রেমিক হয়ে যেতেন। যখন কেউ **তাঁকে** ডাকতেন তখন তিনি উত্তরে **'লাব্বাইক'** (অর্থাৎ আমি উপস্থিত) বলতেন। আর অনেক লোকের অবস্থা এখন এমন হয়ে গেছে যে, তাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি তার অসদাচরন ও কঠু ভাষার কারণে তার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়, কেননা কখনো সে তুই তুকারি অর্থাৎ বিশ্রিভাবে কথা বলে, আবার কখনো অন্যের সাথে ঝগড়া করে এবং গালিগালাজ করে থাকে। কখনো কারো গীবত, চুগলী করে থাকে এবং মনে কষ্ট দেয়, তো কখনো ঘরে পিতামাতা এবং ভাই বোনের সাথে ঝগড়া করে। কখনো বন্ধুদের সাথে অবিশ্বস্ততা ও অসদাচরন করে থাকে। কখনো শিশুদের সাথে বিনা কারণে কঠোরতা প্রদর্শন করে। কখনো পরিবারের সাথে ঝগড়া করে আবার কখনো প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে। কখনো শশুড়বাড়ির লোকের সাথে আবার কখনো অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মোটকথা বর্তমানে অসংখ্য মুসলমান না প্রকাশ্যে **সুন্নাতে মুস্তফা** পালন করে, আর না আচার আচরণে **প্রিয় মুস্তফার**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চরিত্রের অনুসারী, অথচ **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করার নির্দেশ ইরশাদ করেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরনই উত্তম।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: জানা গেলো! সফল জীবন হলো তাই, যা **তাঁর** পদাঙ্ক অনুসরনে হয়, যদি আমাদের জীবন, মরন, শয়ন, জাগরণ **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর পদাঙ্ক অনুসরনে হয়ে যায় তবে এই সকল কাজ ইবাদত হয়ে যাবে।

(নুরুল ইরফান, ২১তম পারা, সূরা আহযাব, ২১নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতের উপর আমল করার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই বাস্তবতা যে, যারা উঠাবসা, চলাফেরা, ঘুমানো জেগে থাকা, পানাহার এবং কথাবার্তা বলার সময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে অনুসরন করে তবে **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাদের উপর মুষলধারে বর্ষিত হয়, কেননা ✯ সুন্নাতের উপর আমলকারীর **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি নসীব হয়। ✯ তাদেরকে **আল্লাহ পাকে**র পছন্দনীয় বান্দাদের মাঝে গন্য করা হয়। ✯ তাদের **খোদাভীতি** নসীব হয়। ✯ আখিরাতের চিন্তা আসে। ✯ সত্যিকার ভালবাসা নসীব হয়। ✯ অসংখ্য শহীদের প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জিত হয়। ✯ উভয় জগতের সফলতা নসীব হয়। ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জিত হয়।

আসুন! সুন্নাতের উপর আমলের প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য একটি ঘটনা শ্রবন করি।

সুন্নাতের উপর আমলের বরকতে মাগফিরাত হয়ে গেলো

হযরত আলী বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত হিবাতুল্লাহ তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? হযরত হিবাতুল্লা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে মাগফিরাত করে দিয়েছেন। আরয করলেন: কোন কারণে? তিনি উত্তর দিলেন: **সুন্নাতে মুবারাকার উপর আমল করার কারণে**। **(সিয়ারে আলামিন নুবালা, হিবাতুল্লাহ বিন আল হাসান, ১৭/৪১৯, নম্বর ২৭৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল মুবারক সুন্নাতের অনুসরনকে আবশ্যক মনে করতেন এবং চুল পরিমানও কোন ব্যাপারে আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী এবং সুন্নাতকে ছেড়ে দেয়া পছন্দ করতেন না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও বাণীর প্রতি আমলের প্রেরণা ধারনকারী আশিকানে রাসূলের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

সুন্নাতের উপর আমলের বরকত

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিখ্যাত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** প্রথম খন্ডের ২০০ তম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন:

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিজের ঘরে দাওয়াত করলেন। খাওয়া শেষে খাবারের যেসব দানা ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিলো, সম্মানিত মুহাদ্দিস

কুড়িয়ে নিয়ে তা খেতে লাগলেন। বাগদাদের খলিফা মামুনুর রশিদ আশ্চর্য হয়ে বললেন: "হে শায়খ! এখনো আপনার পেট ভরেনি? বললেন: কেন ভরবে না! আসল কথা হলো, আমার নিকট হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত টুকরোগুলো কুড়িয়ে খেয়ে নিবে, সে দারিদ্র্যতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাবে।" (ইত্তিহাফ, ১ম অধ্যায়, ৫/২৯৭) আমি এ হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন খুবই প্রভাবিত হলেন আর নিজের এক খাদিমকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) রুমালে বেঁধে নিয়ে আসলো। খলিফায়ে বাগদাদ মামুন সেই দীনার হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হাদীসে মুবারাকার উপর আমলের বরকত সাথে সাথেই প্রকাশ পেয়ে গেলো। (সামরাতুল আওরাক, ১/৮)

রিযিককে গুরুত্ব দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্জিত হলো। **১ম পয়েন্ট হলো;** দস্তরখানায় পতিত খাবারের টুকরো কুড়িয়ে খাওয়াতে রিযিকে বরকত হয়ে থাকে এবং রিযিকের অভাব থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের ঘরে খুবই অনুভূতিহীনভাবে রিযিকের অবমূল্যায়ন এবং অমর্যাদা করা হয়। চা, পানি, কোল্ড ড্রিংকস এবং শরবত ইত্যাদি পান করা এবং খাবারের পর থালায় সামান্য খাবার রেখে দেয়া হয়, যা বর্তমানে সম্ভবত ফ্যাশন মনে করা হয় অতঃপর তা অপবিত্র নালা নর্দমায় ভাসিয়ে দেয়া হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রিযিকের অমর্যাদা এবং গুরুত্বহীনতার প্রতি আফসোস প্রকাশ করে বলেন: বর্তমানে রিযিকের অমর্যাদা এবং অবমূল্যায়ন করা থেকে কোন ঘরটি বাকী আছে? বাংলোয় বসবাসকারী শিল্পপতি থেকে শুরু করে কুঁড়ে ঘরে বসবাসকারী শ্রমিক পর্যন্ত রিযিকের অমর্যাদা করতে দেখা যায়। বিবাহের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের খাবার নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে বাড়িতে থালা বাসন ধোয়ার সময় যেভাবে তরকারীর ঝোল, ভাত এবং এর অংশবিশেষ ভাসিয়ে দেয়া হয়। আহ! যদি আমাদের মাঝে খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যেতো।

লোকে কি বলবে!

২য় পয়েন্ট হলো; আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সুন্নাতের প্রতি এতই ভালবাসা পোষন করতেন যে, সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে দুনিয়ার বড় বড় আমির, ধনী, বাদশাহ, মন্ত্রী এবং কোন বড় পদস্থের তোয়াক্কা করতেন না, কিন্তু আফসোস! এখন সুন্নাত তো অনেক দুরের বিষয় আমাদের তো ফরয ও ওয়াজিবেও অলসতা করতে দেখা যায়।

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চাই, দোযখের আযাব থেকে বেঁচে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি পেতে চাই, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পেতে চাই, জান্নাতের নেয়ামতের অধিকারী হতে চাই, জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জন করতে চাই তবে এর জন্য আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদাঙ্ক অনুসরন করে চলতে হবে, কেননা ঐ সম্মানিত মনিষীদের আচার আচরন, শয়ন জাগরণ, পানাহার মোটকথা

প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজ সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী হতো, এই মনিষীরা কিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্মগুলোকে নিজের জীবনে প্রতিফলন করতেন, আসুন! সে সম্পর্কে খুবই সুন্দর একটি ঘটনা শুনি।

মাহবুবের স্বাভাবের প্রতি ভালবাসা

"সাহাবায়ে কিরামের ইশ্‌কে রাসূল" কিতাবের ২৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে একজন সাহাবী দর্জি ছিলেন, তিনি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর বাড়িতে খাবারের দাওয়াত দিলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে সেই সাহাবীর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমিও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সেই দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যবের রুটি ও তরকারী আনা হলো, যাতে লাউ এবং শুকনো সুস্বাদু মাংস ছিলো। খাওয়ার সময় আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রের কিনারা থেকে লাউয়ের টুকরো খুঁজছেন। হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন থেকে আমি দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লাউ এত পছন্দ করেন, সেইদিন থেকে আমিও আমার জন্য লাউকে পছন্দ করতে লাগলাম।

(বুখারী, কিতাবুল আতইম্মাহ, বাবুল মরক, ৩/৫৩৭, হাদীস ৫৪৩৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদীস থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো: ✯ **প্রথমটি হলো;** নিজের খাদেম ও গোলামদের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিৎ, যদিওবা তারা নিজের চেয়ে মর্যাদায় কম হোক। ✯ **দ্বিতীয়টি হলো;** খাদেমকে একত্রে একই পাত্রে খাওয়ানো খুবই উত্তম।

☆ **তৃতীয়টি হলো;** লাউ পছন্দ করা সুন্নাত। ☆ **চতুর্থটি হলো;** সুন্নাতকে ভালবাসা সাহাবায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) পদ্ধতি। সর্বশেষ উপকারীতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: খাদেম পাত্র থেকে পছন্দ করে মাংসের টুকরো বা লাউ ইত্যাদি মালিকের সামনে রাখতে পারবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/১৮-১৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মন খুশি করার জন্য তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং শুধু দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁর বাড়িতে যেতেন না বরং যা কিছু তাঁর সামনে দেয়া হতো, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নিতেন। এটাও জানতে পারলাম! লাউ শরীফ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই পছন্দনীয় খাবার ছিলো এবং তিনি খুবই আগ্রহ সহকারে লাউ শরীফ খেতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সেই মুচকি হাসির অভ্যাসের প্রতি লাখো সালাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কথা বলার সময় প্রয়োজনে মুচকি হাসাও আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় একটি সুন্নাত আর অত্যন্ত সুন্দর একটি স্বভাব।

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি বরং মুচকি হাসতেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৪২)**

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কখনো এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, যাতে **তাঁর** কণ্ঠনালী দেখা গেছে, কেননা **তিনি** শুধু মুচকি হাসতেন।

(বুখারী, ৩/৩২৫, হাদীস ৪৮২৮)

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অনেক ব্যাপারে মুচকি হাসতে দেখেছেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুচকি হাসির এই স্বভাবকে নিজের মাঝে প্রতিফলন করে মুচকি হাসতেন।

হযরত উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখনও কথা বলতেন তখন মুচকি হাসতেন। তিনি বলেন: আমি হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আরয করলাম: আপনি এই অভ্যাসটি ছেড়ে দিন অন্যথায় লোকেরা আপনাকে বোকা মনে করবে। তখন হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি যখনই **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কথা বলতে দেখেছি বা শুনেছি, **তিনি** মুচকি হাসতেন।

(মুসনদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/১৭১, হাদীস ২১৭৯১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র এবং মুবারক চরিত্র কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য চলার পথের প্রদীপ স্বরূপ। তাঁর প্রতিটি স্বভাবে অসংখ্য হিকমত লুকিয়ে আছে। আশিকানে রাসূলরা এই স্বভাবগুলোকে নিজের মাঝে প্রতিফলন করাকে গর্ব এবং নিজের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার পাথেয় মনে করে থাকে। একজন আশিকে রাসূল আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বভাবকে নিজের মাঝে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যেনো সুযোগ খুঁজতে থাকে। আসুন! **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো কয়েকটি সুন্দর স্বভাব সম্পর্কে জেনে নিই।

চলার গতি মুবারক

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চলার সময় পা'কে দৃঢ়ভাবে রেখে চলতেন যেনো তিনি উপর থেকে নীচের দিকে নামছেন। **(ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামায়িলির রাসূল, ৬০ পৃষ্ঠা)** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাটতেন তখন পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা হাটতেন এবং অলস মানুষের ন্যায় হাটতেন না। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭/১৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাটতে গিয়ে কোন কাজ সম্পাদন করলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা দেখে ফেলতেন তখন তাঁদের এমন অবস্থা হয়ে যেতো যে, সেই কাজটি বারবার সম্পাদন করতেন। আসুন! এব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা শুনি।

"আমামা কে ফাযায়িল" কিতাবের ৩১নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় একটি জঙ্গলের ঝোপ, যেখানে লাল রঙের বরই ছিলো, এর ডালে নিজের পাগড়ী শরীফ জটলা লাগিয়ে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে যেতেন, অতঃপর ফিরে আসতেন এবং পাগড়ী শরীফ ঝেড়ে নিয়ে অগ্রসর হতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: এটা কি? বললেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ী শরীফ এতে জটলায় লেগে গিয়েছিলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতদূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে পাগড়ী শরীফ ঝেড়ে ছিলেন। (নুরুল ঈমান বা'যিয়ারাতে আসারে হাবীবুর রহমান ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আরো কিছু সুন্নাত সম্পর্কে শুনি।

হাঁচি দেয়ার পদ্ধতি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উচ্চ আওয়াজে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। যখনই হাঁচি আসতো তখন মুখ মুবারকে কাপড় বা হাত মুবারক দ্বারা ঢেকে নিতেন। (ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামায়িলির রাসূল, ৯৯ পৃষ্ঠা)

বিশ্রাম করার পদ্ধতি

রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘুমানের সময় **তাঁর** ডান হাত মুবারক গাল মুবারকের নিচে রাখতেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭/২৫৩) আর এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নাম সহকারে মারা যাই এবং জীবিত হই (অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগ্রত হই)। যখন জাগ্রত হতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْر

অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং **তাঁর** দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৩)

পানি পান করার পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন।

(মুসলিম, ৮৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫২৮৭)

সুগন্ধির ব্যবহার

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধি পছন্দ করতেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/১৭৪) সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৮) মুশক ও আম্বর সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২/৭০)

আয়না দেখার পদ্ধতি

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আয়না দেখার সময় **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন এবং এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ كَمَآ اَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّن خُلُقِي অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** যেমনিভাবে তুমি আমার আকৃতি সুন্দর বানিয়েছো, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও।

(আল ওয়াফা লিইবনে জাওযী, ২/১৬১)

সুরমা লাগানোর পদ্ধতি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসমাদ সুরমা লাগাতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র চোখে সুরমার তিন তিন শলাকা করে ব্যবহার করতেন। অনেক সময় দুই দুই শলাকা সুরমা লাগাতেন এবং এক শলাকা উভয় মুবারক চোখে লাগাতেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বভাবের প্রতি লাখো সালাম!

☞ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা **তাঁর** জিহ্বাকে হিফাযত করতেন এবং শুধুমাত্র কাজের কথাই বলতেন। ☞ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগতদের ভালবাসতেন আর এমন কোন কাজ করতেন না, যার কারণে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ☞ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের ভাল কথার ভাল দিক বর্ণনা করতেন এবং তাকে শক্তিশালী করতেন। ☞ মন্দ বিষয়গুলোকে মন্দ বলতেন এবং তার উপর আমল করা থেকে বাঁধা দিতেন। ☞ সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে কাজ আদায় করতেন। ☞ যেখানেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তবে যেখানেই জায়গা পেতেন বসে যেতেন এবং অপরকেও এর শিক্ষা দিতেন। ☞ নিজের নিকট অবস্থানরতদের হকের ব্যাপারে সজাগ থাকতেন। ☞ **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত সকলেই এরূপ অনুভব করতো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বেশি পছন্দ করেন। ☞ **তাঁর** দানশলীতা, উত্তম চরিত্র ও স্বভাব সকলের জন্য সমান ছিলো। ☞ **তাঁর**

মজলিসে কারো ভূল হয়ে গেলে তবে না থাকে পরিচয় করানো হতো, আর না তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হতো। ☞ **তাঁর** দৃষ্টি সর্বদা লজ্জাবনত হয়ে থাকতো। ☞ নিজের জন্য কখনোই কারো প্রতি প্রতিশোধ নিতেন না। ☞ খারাপের প্রতিশোধ খারাপ দিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিতেন। ☞ কারো কথাকে কাটতেন না, মধ্যখানেও বলতেন না। ☞ কড়া কথা বলতেন না। ☞ কারো দোষ খুঁজতেন না। ☞ শুধু ঐ কথাই বলতেন, যা (**তাঁর** জন্য) সাওয়াবের কারণ হতো। ☞ মুসাফির বা অপিরিচিত লোকের কড়া ভাষার প্রশ্নেও ধৈর্য ধারন করতেন। ☞ কারো কথা কাটতেন না, যদি কেউ সীমা অতিক্রম করতো তবে তাকে নিষেধ করতেন বা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। ☞ কখনো অট্টহাসি দিতেন না (অট্টহাসি হলো এত জোরো হাসা যে, অন্য লোক থাকলে তবে শুনে নিতো)। ☞ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সময় ও সুযোগে) সবচেয়ে বেশি মুচকি হাসতেন। ☞ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। **(ইহতিরামে মুসলিম, ২৭,২৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের একটি হলো "সাপ্তাহিক দ্বীনি হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতকে নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে এবং নেকীর প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নিজের কিছু না কিছু সময় বের করে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে ব্যয় করুন, যেলী হালকার দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে

"সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষির বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িদের জন্য এলাকা পর্যায়ে **সাপ্তাহিক দ্বীনি হালকা**র ব্যবস্থা করা হয়, ছোট শহরগুলোতে বা এমন স্থানে যেখানে কোন কারণে সাপ্তাহিক ইজতিমা এখনো শুরু হয়নি, সেখানে **সাপ্তাহিক দ্বীনি হালকা** বা মসজিদ ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়। **সাপ্তাহিক দ্বীনি হালকা**র জাদুয়ালে তিলাওয়াত, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, দোয়া এবং দরূদ ও সালামও অন্তর্ভূক্ত। যেকোন শহরে বা এলাকায় একের অধিক **সাপ্তাহিক দ্বীনি হালকা** আলাদা আলাদা দিনে এবং বিভিন্ন স্থানে করা যেতে পারে। আপনিও দ্বীনি কাজে অগ্রগতির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে অনেক পথহারা লোকের সংশোধন হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঘটনা শুনি:

রহমতের বর্ষণ

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের অন্ধকার গর্তে নিমজ্জিত ছিলো। দুনিয়ার রঙ তামাশায় এতই মগ্ন ছিলো যে, নামাযের হুঁশ ছিলো না আর কবর ও আখিরাতের কোন চিন্তা ছিলো না। ব্যস দুনিয়া অর্জন করাই ছিলো জীবনের উদ্দেশ্য। এভাবে জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো দুনিয়া অর্জনের জন্য নষ্ট হতে থাকে। **আল্লাহ পাক** আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সালামত রাখুক এবং একে উন্নতি দান করুক, কেননা এই সংগঠনের বরকতে লাখো লাখ মুসলমান নেকীর পথে পরিচালিত হচ্ছে। হলো কি! একদিন **আল্লাহ পাকে**র প্রদত্ত তৌফিকে নামাযের জন্য সে মসজিদে গেলো। নামায আদায়

করার পর তার মসজিদে হওয়া দ্বীনি দরসে (ফয়যানে সুন্নাতের দরস) বসার সৌভাগ্য হলো। দরস ভাল লাগলো, শেষে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার উৎসাহ প্রদান করা হলো, সেও ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। যেখানে একটি নতুন পরিবেশে বিদ্যমান ছিলো, চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত বিরাজ করছিলো, একটি মোহনীয় পরিবেশ ছিলো, হৃদয়গ্রাহী বয়ান এবং ভাবগাম্ভির্য পূর্ণ দোয়া তার অন্তরের দুনিয়াই পাল্টে দিলো। সে নিজের পূর্ববর্তি গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ, বাবরী চুল এবং চেহারায় দাঁড়ি সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর সুন্দর কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ব্যাপার এমন যে, আমরা আমাদের ইচ্ছাতেই কথাবার্তা বলে থাকি, কিন্তু আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান এমন যে, তিনি কথা তখনই বলতেন, যখন **আল্লাহ**র অহী আসতো।

২৭তম পারা সূরা নাজমের ৩ ও ৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣
اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤
(পারা ২৭, সূরা নজম, ৩,৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো অহীই, যা তার প্রতি (অবতীর্ণ) করা হয়।

শানে নুযুল: অমুসলিমরা এরূপ বলতো যে, কোরআন **আল্লাহ পাকের** বাণী নয় বরং **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে, তা রদ করে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: **আমার হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে কথা তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছে, তা **তাঁর** কোন কথা নয়, **তিনি** নিজের পক্ষ থেকে বলেন না বরং ঐ কোরআনে সকল বাণী, অহীই হয়ে থাকে, যা **তাঁকে আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২৭তম পারা, সূরা নজম, ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫৮৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের নবী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলেন না, যা কিছুই বলেন তা **আল্লাহ পাকের** অহীই হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো দু'টি। **একটি হলো; হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেকে তাওহিদের সমুদ্রে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছেন, যেই কথা **তাঁর** মুখ থেকে বের হতো, জিহ্বা তো মাহবুবের হতো কিন্তু কথা **আল্লাহ পাকের** হতো। **দ্বিতীয়টি হলো; রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা কিছুই বলতেন, তা কোরআন হতো বা হাদীস হতো এবং উভয়টিই হলো অহী। তবে হ্যাঁ! কোরআন হলো **অহীয়ে জলী** আর হাদীস হলো **অহীয়ে খফী**।

(শানে হাবীবুর রহমান, ২২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর স্বভাবের মধ্যে একটি সুন্দর স্বভাব এটাও যে, **তিনি** কথাবার্তা খুবই প্রভাবময় ভঙ্গিতে থেমে থেমে করতেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই দ্রুতগতিতে কথা বলতেন না বরং থেমে থেমে কথা

বলতেন। কথা এতই শ্রুতি মধুর ও স্পষ্ট হতো যে, শ্রবনকারী তা শুনে মুখস্ত করে নিতো। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা হতো তবে কখনো কখনো তিনবার পূনরাবৃত্তি করতেন, যাতে শ্রবনকারী তা ভালভাবে মনে গেঁথে নিতে পারে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না বরং অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন।

(শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৩-২১৪-২১৫)

কথাবার্তা সম্পর্কীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কথা বলার ব্যাপারে যে কয়েকটি সুন্দর স্বভাবের বিষয়ে শুনলাম, তা থেকে যা জানতে পারলাম তার সারাংশ হলো যে, ✯ কথাবার্তা বলার সময় আওয়াজ অনেক জোরে এবং দ্রুত যেনো না হয়, কেননা এতে শ্রবনকারীর কথা বুঝতে কষ্ট হয়ে যায়। ✯ যখনই কথা বলবো তখন আওয়াজকে এত নিম্ন ও কম যেনো না হয় যে, শ্রবনকারীর পর্যন্ত আওয়াজ যায় না বা সে বুঝতেও পারলো না। অনুরূপভাবে কথাবার্তা বলার সময় আওয়াজ এত জোরেও হওয়া উচিৎ নয় যে, অপর কোন ইসলামী ভাই কথাবার্তার জন্য যেনো পেরেশানিতে লিপ্ত না হয়ে যায় বা কষ্ট অনুভব না করে, অতএব যখনই কথাবার্তা বলবেন আওয়াজকে মধ্যম রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন, যাতে শ্রবণকারী কথা বুঝেও নেয় এবং অপর ব্যক্তির কষ্ট যেনো না হয়। ✯ যখন কাউকে কোন কথা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তবে কথাকে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করাতে সমস্যা নাই আর এই উদ্দেশ্যে একই বাক্য কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা অহেতুক কথা বলার অন্তর্ভূক্ত হবে না বরং কাউকে ভালভাবে কথা বুঝানো এবং মনে গেঁথে নেয়ার জন্য নিজের কথাকে একের অধিকবার পুনরাবৃত্তি করা **প্রিয় নবী**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় স্বভাব। ✯ বিনা প্রয়োজনে কথা বলা থেকে উত্তম হলো যে, চুপ থাকা, এই কারণে যে, অহেতুক কথাবার্তায় একটুও কল্যাণ নেই এবং অহেতুক কথাবার্তা অধিকাংশ সময় আফসোসের কারণও হয়ে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময়ই নীরব থাকতেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বান্দা তার মুখ দিয়ে **আল্লাহ**র যিকিরও করবে না এবং নেকীর দাওয়াত দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার মতো নেক কাজ থেকেও নিজের বিরত রাখবে।

নীরব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিরব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে চুপ থাকা, অন্যথায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা শরীফ **আল্লাহ পাকে**র যিকিরে সর্বদা সতেজ থাকতো, মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না, এটা হলো জায়িয কথাবার্তার আলোচনা, নাজায়িয কথা তো জীবনভর জিহ্বা শরীফে আসেইনি। মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি সারা জীবনে একবারও মুখ মুবারকে আসেনি। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপদমস্তক সত্য, অতএব **তাঁর** মাঝে বাতিলের আগমন কিভাবে হতে পারে? আম গাছে জাম ধরে না, ফলন্ত গাছ কাঁটাযুক্ত হয়না। বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং ইরশাদ করেন: যে কথাই বলবে, তা কল্যাণের কথাই বলবে, অন্যথায় নীরব থাকবে। (আমীরুল মুমিনিন) হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (বিনয় করে) বলেন: আহ! আমি অহেতুক কথা বলা থেকে যদি বোবা হতাম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৮১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নীরব থাকাকে এরূপ পছন্দ করতেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোন কথাই বলতেন না। যদি নিজের মুবারক জিহ্বা নড়তো তবে তা **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের জন্য, **তাঁর** বিধানাবলী বর্ণনা করার জন্য, নিজের পবিত্র স্ত্রীদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ اَجْمَعِین মন খুশি করার জন্য, নিজের প্রিয় সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য, মানুষদের নেকীর প্রতি নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করার জন্য, অতএব আমাদেরও উচিৎ যে, অহেতুক কথা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকা। আসুন! অহেতুক কথা বলা থেকে বাঁচার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিৎ, ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকা।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের সত্যতা পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জিহ্বাকে (অহেতুক কথা বলা থেকে) বিরত রাখবে না। **(মু'জামুল আওসাত, ৫/৫৫, হাদীস ৬৫৬৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচাতে আর এর জায়িয ব্যবহার নিশ্চিত করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশকে গ্রহণ করে নিন এবং দ্বীনের খেদমতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে

রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৮টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো **"সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশ"**। **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনি পরিবেশে যেমন সম্মানিত কাগজের আদব ও সম্মানের শিক্ষা দেয়া হয় তেমনি সম্মানিত কাগজের টুকরোর সংরক্ষণও নিশ্চিত করা, এর পবিত্রতা ভূলুণ্ঠিত হতে না দেয়া এবং এর বেআদবী থেকে বাঁচানো প্রেরণায় **"সম্মানিত কাগজের টুকরো সংরক্ষণ মজলিশ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জীবিনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পর্কীত লোকের (যেমন; ওলামায়ে দ্বীন, মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটি, ব্যবসায়ী এবং দোকানদার ইত্যাদি) সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত কাগজের টুকরোকে সংরক্ষণের জন্য বাক্স বা বস্তা ইত্যাদি রাখা হয়, যা শরয়ী ও সাংগঠনিক রীতি অনুযায়ী দাফন, ঠান্ডা বা সংরক্ষণ করা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনা কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ✯ নিতম্ব জমীনে রাখুন, উভয় হাঁটু দাঁড় করে দু'হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরুন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত। কিন্তু উভয় হাঁটুর উপর কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩৭৮) ✯ চারজানু হয়ে বসাও **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমানিত। ✯ যেখানে কিছুটা রোদ এবং কিছুট ছায়া থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন

তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায়, আর সেটার কিছু অংশ রোদ ও কিছু অংশ ছায়া হয়ে যায়, তবে তার সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।" (আবু দাউদ, ৪/৩৪৪, হাদীস ৪৮২১)

ঘোষণা

বসার অবশিষ্ট সুন্নাত সমূহ তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে

যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

আসমানী কিতাবে প্রিয় নবীর প্রশংসা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا

وَمَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا

হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সেটার ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে খুব দ্রুত সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে তোমাদের মধ্যে যে আমার উপর দুনিয়াতে বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১ পৃ:, হাদিস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতার আলোচনা

রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে: সিরিয়ার আহলে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফের উপর ঈমানের দাবীদারদের) কাছে হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক রক্তে রঞ্জিত সাদা জুব্বা ছিলো তাদের কিতাবে লিখা ছিলো: যেই রাতে সেই জুব্বা থেকে রক্তের ফোটা টপকে পড়বে, বুঝে নিবে সেদিন শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতার বেলাদত হবে। অতঃপর যেই রাতে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বেলাদত হলো, সেই জুব্বার মাধ্যমে সিরিয়ার আহলে কিতাবগণের এটা জানা হয়ে গেলো আর তারা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করার জন্য হেরেম শরীফে আসলো কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে তাদের অনিষ্টতা থেকে হেফাযত করেন আর তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো, এরপর যখনই কোন মুসাফির হেরেম শরীফ থেকে সিরিয়ায় যেতো, আহলে কিতাবরা তার কাছে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, আগমনকারী বলতো: তার নুরের আলোতে কুরাইশরা ঝলমল করছে।

(তারিখুল খামীস, আত তালিআতুছ ছালিছা ফি বেলাদাতি আব্দুল্লাহ, ১/৩৩১ পৃ:)

হযরত আমিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পিতা হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদিন শিকারের জন্য বনে গেলেন, সেখানে তিনি এক আশ্চর্যকর দৃশ্য দেখলেন, হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি শিকারের জন্য এসেছিলেন তিনি জঙ্গলে একা আর আহলে কিতাবদের প্রায় ৯০জন লোক হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ঘিরে রেখেছে। হযরত ওয়াহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক কুরাইশী যুবককে বিপদে দেখে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলাম

হঠাৎ অদৃশ্য থেকে কিছু ঘোড়ার আরোহী আবির্ভূত হলো, তারা মানুষের মতো ছিলো না, তারা আসার সাথে সাথেই সেই ৯০জন লোকের উপর হামলা করে তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিলো আর হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিরাপদে তাঁর ঘরে পৌঁছিয়ে দিলো। **(তারিখুল খামীস, ১/৩৩৪ পৃ:)**

সুপরিচিত নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্মরণ উচুঁ করেছেন, এখনো হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام এর বেলাদত হয়নি, এর পূর্বেও নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা ছিলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে (যেমন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল) ও আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ হওয়া সহিফার মধ্যে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনা এতো বিশদ আকারে করেছেন যে, ঐ কিতাবগুলোর পাঠকগণ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজেদের পুত্র সন্তানদের চেয়েও বেশি আপন মনে করতো। পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৬ এ ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیۡنَ اٰتَیۡنٰہُمُ الۡکِتٰبَ یَعۡرِفُوۡنَہٗ کَمَا یَعۡرِفُوۡنَ اَبۡنَآءَہُمۡ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা এই নবীকে এমনিভাবে চিনে যেমন মানুষ তার পুত্র-সন্তানদেরকে চিনে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: অর্থাৎ আহলে কিতাব (যারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান রাখতো) তারা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে

চিনতো। কতটুকু চিনতো? কিভাবে চিনতো? বললেন: যেমনিভাবে তাদের পুত্র সন্তানদের চিনতো যে, তাদের সন্তানরা যদি হাজারো বাচ্চাদের মধ্যে দাঁড়ায় তো তাদেরকে চিনতে পারে যে, এরা আমার সন্তান ★ কখনো কোন সন্দেহ করতো না যে, মনে হয় এরা আমার সন্তান নয় ★ দূর থেকে তাদের আওয়াজ শুনে ★ চলাফেরা দেখেও চিনতে পারতো যে, এটা আমার পুত্রের আওয়াজ, এটা আমার ছেলের হাঁটার ধরন, এরকমই এই আহলে কিতাবগণ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক আকৃতি, তাঁর চালচলন, কথাবার্তার ধরন দ্বারা বরং প্রতিটি কর্ম দ্বারা চিনে নিতো।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ১৪৬, ২/৪৪ পৃ:, সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাক্ষ্য

রেওয়াতের মধ্যে রয়েছে: আহলে কিতাবদের বড় আলিম হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন ঈমান গ্রহণ করলেন তখন হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই আয়াতে যা বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবগণ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিনতো, সেই মারিফত (অর্থাৎ জানা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হে হযরত ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! আমি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখামাত্রই নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললাম আর আমার নিকট রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় নিজের পুত্র সন্তানদের চেয়ে বেশি জানা ছিলো। ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কিভাবে? বললেন: নবীদের সর্দার নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য আমাদের কিতাব তাওরাতে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন (এজন্য আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুবই দৃঢ়তার

সাথে চিনতাম) অথচ সন্তানদেরকে সন্তান হিসেবে মেনে নেয়াটা তো শুধুমাত্র মহিলাদের বলার দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন এই কথাটি শুনলেন তো ভালোবাসার তাড়নায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাথা চুম্বন করে নিলেন।

(তাফসীরে খাযিন, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ১৪৬, ১/৯০ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঈমান থেকে বাধা প্রদানকারী অভ্যন্তরীণ রোগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আনুষঙ্গিকভাবে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে যে, হতে পারে মাথায় এই প্রশ্ন আসছে যেহেতু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান ছিলো তো আহলে কিতাবগণ তাঁকে দেখা মাত্রই ঈমান আনে নাই কেন? যেহেতু রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে জানতো এবং চিনতও, তাদের জানা ছিলো যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হলেন আখেরী নবী তো তাদের উচিত ছিলো যে, দেখা মাত্রই কালিমা পাঠ করে নেয়া, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করলো না কেন? সেটার উত্তর আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে দিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

بَغۡیًا اَنۡ یُّنَزِّلَ اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ হিংসায় যে, আল্লাহ আপন অনুগ্রহে স্বীয় যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন ‘ওহী’ নাযিল করেন।

তাফসীরে নুরুল ইরফানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: বনী ইসরাইলের হিংসা হলো যে, আখেরী নবী হওয়ার মর্যাদা রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেন পেলেন, বনী ইসরাইলদের মধ্য হতে কারো পাওয়ার

www.dawateislami.net

উচিত ছিলো, এজন্য তারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি। বোঝা গেলো হিংসা কখনো কখনো ঈমান থেকেও বাধা প্রদান করে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৯০ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)**

অসুস্থ রোগী কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো

মুসনদে ইমাম আহমদে রয়েছে: একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক অমুসলিমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তার ছেলে অসুস্থ ছিলো আর সে তার শিয়রে বসে তাওরাত পাঠ করছিলো, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তোমাকে সেই সত্য খোদার শপথ দিচ্ছি যিনি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন! তাওরাতের মধ্যে কি আমার প্রশংসা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত রয়েছে, সে তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করে দিলো কিন্তু তার ছেলে যে অসুস্থ ছিলো, তার ভাগ্যের তারা চমকে উঠেছিলো, সে তৎক্ষণাৎ (তার পিতার মিথ্যা কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে) বললো: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তাওরাতে আপনার প্রশংসা, আপনার বৈশিষ্ট্য এবং আপনার তাশরিফ আনার যুগের কথা উল্লেখ রয়েছে। এটাই বলতেই সেই (বাচ্চাটি) কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/৫৫১ পৃ:, হাদীস: ২৪১৩৫)

হিংসার মাথায় ধূলো ঢেলে দাও...!!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রতীয়মান হলো; আহলে কিতাব যারা ঈমান গ্রহণ করেনি তারা শুধুমাত্র হিংসার কারণেই ঈমান আনেনি, নতুবা যারা পবিত্র হৃদয় সম্পন্ন ছিলো, তারা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখার সাথে সাথেই কালেমা পাঠ করে নিতো। এই হিংসার ধ্বংসলীলা অনুমান এরদ্বারা করুন! হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াত থেকে পাওয়া মাদানী ফুলের মধ্যে উল্লেখ করেন: ✦ হিংসা এমন মন্দ বিপদ যেটা স্বয়ং হিংসুককে গ্রাস করে ফেলে আর হিংসাত্বক (অর্থাৎ যার প্রতি হিংসা করা হয়, তার) কিছুই করতে পারেনা ✦ এটার কারণে হিংসুকের স্বাস্থ্য খারাপ, ঈমান বিনষ্ট ও হৃদয় কালো হয়ে যায় কেননা হিংসাত্বক ব্যক্তি তো আরামে ঘুমিয়ে থাকে আর এ হিংসুক হিংসার আগুণে জ্বলে নিজের আরাম আয়েশ নষ্ট করে ফেলে আর স্বয়ং নিজে অশ্রু দ্বারা মুখ ধৌত করে থাকে ✦ হিংসুক কখনো উন্নতী করতে পারে না কেননা সে যখন হিংসা থেকেই মুক্তি পায় না তখন উন্নতীর ব্যাপারে চিন্তা করার সময় কই?

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৯০, ১/৫৪৯ পৃ:)

মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দেখুন! হিংসার কারণে ইবলিস আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করতে লজ্জাবোধ করেছে আর সৌভাগ্য ও সফলতা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেলো। এরদ্বারা বোঝা গেলো যে, যখন তোমরা পরিষ্কার হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি হিংসা করবে তখন তোমাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। সুতরাং আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের কদমের ধূলো হয়ে যাও, আমাদের মতো হিংসার মাথায় মাটি ঢেলে দাও...!! **(মসনবী মা'নবী, প্রথম খন্ড, ১৯ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোপন করো না...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা রয়েছে, এর সাথে সাথে আহলে কিতাবদের এই নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা আমার প্রিয় মাহবুব

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আলোচনাকে কখনো গোপন করবে না বরং তাঁর চর্চা করতে থাকো। যেমন পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪২ এ আল্লাহ পাক বনী ইসরাইলদের বলেন:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।

এই আয়াতের মধ্যে বনী ইসরাইলদেরকে ২টি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে: (১) সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত না করা এবং (২) সত্যকে গোপন না করা।

আয়াতে করীমার মধ্যে حَق শব্দটি ২বার ব্যবহার করা হয়েছে, এই স্থানে حَق দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন: نَعْتُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) فِي التَّوْرَاةِ অর্থাৎ এই স্থানে حَق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ নাতে পাক, যা আল্লাহ পাক তাওরাত শরীফে অবতির্ণ করেছেন। **(হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরে জালালাইন, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৪২, ১/৬৭)** সুতরাং বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো হে তাওরাতের উপর ঈমানের দাবীদারগণ! ✯ আমি তাওরাত শরীফে আমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত ✯ তাঁর গুণাবলী ✯ তাঁর মর্যাদা ও শান মান ✯ প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুব সুন্দর চেহারার বর্ণনা ✯ প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় আমলের আলোচনা ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় মোহরে নবুয়তের আলোচনা ✯ তাঁর চালচলনের মুবারক আলোচনা ✯ তাঁর কথা বলার ধরনের আলোচনা ✯ তাঁর শহরের বর্ণনা ✯ তাঁর বেলাদতের

আলোচনা ✯ তাঁর হিজরতের আলোচনা ✯ তাঁর দুনিয়াতে আসার আলোচনা ✯ তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আলোচনা মোটকথা আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত ও গুণাবলীসমূহ ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা দিয়েছি, হে আহলে তাওরাতগণ! এখন তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, তোমরা আমার প্রিয় মাহবুবের নাতের মধ্যে না তোমাদের পক্ষ থেকে কোন কিছু মিশ্রিত করবে! আর না আমার মাহবুবের নাত গোপন করবে! বরং যথাসম্ভব আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের চর্চা করো...!

اَللهُ اَكْبَر **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রতীয়মান হলো; আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত, তাঁর গুণাবলীসমূহ ও সৌন্দর্যতার বর্ণনা করা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। এরদ্বারা অনুমান করুন! কেমন সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যারা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলীর অনেক চর্চা করে থাকে ★ নাত পাঠ করে ★ মিলাদ উদযাপন করে ★ যিকরে মুস্তফার মাহফিল সাজায় ★ পতাকা উড়ায় ★ জুলুসে অংশগ্রহণ করে ধূমধামের সাথে তাঁর আগমনের খুশি উদযাপন ও যিকরে মুস্তফার করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

আসমানী কিতাব সমূহে নাতে মুস্তফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে কিতাবদের হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের চর্চা করো! তাদের মধ্যে যারা অমুসলিম, তারা তো এই সৌভাগ্য অর্জন করেনি, আসুন! আজকে আমরা এই সৌভাগ্য অর্জন করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও পরিপূর্ণতা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছিলো, সেটার পরিপূর্ণ বর্ণনা তো দেয়া যাবে না কেননা আমাদের তো

সেই জিহ্বাও নেই যে, যিকরে মুস্তফার হক আদায় করতে পারবো, আমাদের কাছে এতটুকু জ্ঞানও নেই যে, পরিপূর্ণভাবে যিকরে মুস্তফা সম্পর্কে জানতে পারবো আর সত্য কথা তো এটা যে, আমাদের এতো দীর্ঘ জীবনও নেই, এটা একদম সত্য, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ আলোচনা তো দূরের কথা, শুধুমাত্র একটি বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করার জন্য হাজার বছরের জীবনও কম হবে।

মোটকথা; আমরা পরিপূর্ণভাবে যিকরে মুস্তফা তো করতে পারবো না, আসুন! বরকত অর্জনের জন্য পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে বর্ণিত কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান-মান শুনে নিই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

মনে রাখবেন! পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো তাহরিফ (অর্থাৎ পরিবর্তন) করে দিতো, তাদের মধ্যে যিকরে মুস্তফা গোপন করার ও মুছে দেয়ার সর্বাত্মক অপচেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখনো ঐসব কিতাবের মধ্যে যিকরে মুস্তফা বিদ্যমান রয়েছে।

সর্বোপরি! ঐসব আসমানী কিতাবের মধ্যে যেহেতু তাহরিফ হয়ে গেছে, (অর্থাৎ তাতে তাদের মনগড়া বিষয়াদি সংযুক্ত করে দিলো) এজন্য ঐসব কিতাবাদি পড়া এখন শুদ্ধ নয়। বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ঐসব কিতাবাদি থেকে মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই নাত বের করে বর্ণনা করেছেন আর যেসব রেওয়ায়েতে এসেছে, সেগুলোর আলোকে নাতে মুস্তফা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

প্রতিটি ঘরের আলো আমাদের নবী...!!

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত: (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের যুগের কথা) একবার ২জন ব্যক্তি বসে পরস্পর কথা বলছিলো, এর মধ্যে একজন বললো: আমি গতরাত স্বপ্নে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর যিয়ারত করেছি। অন্যজন বললো: এরপর বলুন! আপনি কি দেখেছেন? এখন স্বপ্নদ্রষ্টা তার স্বপ্নের কথা বলতে লাগলো, আমি দেখলাম; প্রত্যেক নবী عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে চারটি করে প্রদীপ ছিলো, একটি প্রদীপ তাঁদের সামনে, আরেকটি তাঁদের পেছনে, একটি তাঁদের ডান পাশে, আরেকটি তাঁদের বাম পাশে। অতঃপর প্রত্যেক নবী عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে তাঁদের একজন সঙ্গীও ছিলো, তাঁদের কাছেও একটি করে প্রদীপ ছিলো।

অতঃপর আমি দেখলাম; (একজন মহান মর্যাদাবান) নবী দাঁড়ালেন, তিনি দাঁড়ানোর সাথে সাথে পুরো ময়দান আলোকিত হয়ে গেলো, তাঁর মাথা মুবারকের প্রতিটি চুলের সাথে একটি করে প্রদীপ ছিলো আর তাঁর সঙ্গী যারা তাঁর সাথে ছিলো, তাঁদের সাথে একটি করে নয় বরং ৪টি করে প্রদীপ ছিলো। এই দৃশ্যটি দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَنۡ هٰذَا ইনি এতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী যিনি দাঁড়ানোর সাথে সাথেই পুরো যমিন আলোকিত হয়ে গেলো, ইনি কে? তখন উত্তর আসলো: مُحَمَّدُ بۡنُ عَبۡدِ اللّٰہ অর্থাৎ ইনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ।

যখন এই দুই ব্যক্তি বসে পরস্পর কথা বলছিলো, অর্থাৎ একজন স্বপ্নের কথা বলছিলো, অন্যজন শুনছিলো মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত কা'বুল

www.dawateislami.net

আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি তাওরাত শরীফের বড় আলিম ছিলেন), (তার) কানে এসব কথা গেলো তখন তিনি বললেন: তুমি এসব কি বলছো (অর্থাৎ তুমি যেসব কথা বলতেছে তা কোথা থেকে পড়েছো, শুনেছো)? স্বপ্ন বর্ণনাকারী বললো: না...! এসব কথা কোথাও পড়েছি বা শুনেছি এমন নয় বরং এসব তো আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করছি। এটা শুনে হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: وَالَّذِیۡ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالۡحَقِّ اِنَّهَا لَفِیۡ کِتَابِ اللّٰہِ অর্থাৎ সেই প্রতিপালকের শপথ! যিনি মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন! তুমি তো এই স্বপ্নটি দেখেছো কিন্তু আমি একদম এই কথাগুলোই আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ হওয়া পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে পড়েছি। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১০/৩৮৫ পৃ:)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কেমন শান, এ থেকে প্রতীয়মান হলো; আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূরও, নূরওয়ালাও, আর হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে এটাই লিখা ছিলো যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ মুবারক নূর যার মাধ্যমে পুরো যমিন নূরে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

নূর ওয়ালা আক্বা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা ও মাওলা, রাসূলে খোদা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূর, এই বিষয়টি আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম কুরআনে করীমেও রয়েছে। যেমন পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ১৫ তে ইরশাদ হচ্ছে:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِیْنٌ

(পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।

এই আয়াতে করীমায় মধ্যে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এই প্রসঙ্গে ইমাম বাগবী, ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী, ইমাম রাযী, আল্লামা সাভী, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা মাহমুদ আলূসী رَحِمَهُمُ اللهُ اَجْمَعِیْن আরও অনেক মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন: এই নূর দ্বারা নূর ওয়ালা নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াতের পাদটীকা: ১৫, ২/৪০০-৪০১ পৃ:)

বরং স্বয়ং নূর ওয়ালা আক্বা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে নূর হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন যেমন ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ওস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন: আমি রাসূলে আকরাম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন? নবীয়ে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: هُوَ نُوْرُ نَبِیِّکَ یَاجَابِرُ! হে জাবের সেটা হলো তোমার নবীর নূর (যেটা আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।)

(আল জুযউল মাফকুদ মিন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল ঈমান, বাবুন ফি তাখলিক্ব, ৬৩ পৃ:, হাদীস: ১৮)

হে মাওলা! কার নূর আমাদেরকে ঢেকে নিয়েছে?

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ লিখেন: আল্লাহ পাক যখন নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে হুকুম দিলেন যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের নূরকে দেখো, অতঃপর আল্লাহ পাক সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের

নূরকে আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর দ্বারা ঢেকে নিলেন। তাঁরা আরয করলো: মাওলা! কার নুর আমাদেরকে আবৃত করে নিয়েছে? আল্লাহ পাক বলেন: هٰذَا نُورُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله অর্থাৎ এটা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুর।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, আল মাক্বসদিল আউয়াল, ফি তাশরিফিল্লাহ, ১/৩৩ পৃ:)

নূরের করুণা বন্টনকারী

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর বরং কাসিমে নূর (অর্থাৎ নূর বন্টনকারী)। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত কা'ব বিন যুহাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন নূর যেটা থেকে আলো নেয়া হয়। **(মু'জামুল কবীর, ৮/১৯২ পৃ:, নং: ১৫৭৩৫)**

হযরত উসাইদ বিন আবু আইয়াস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নূর ওয়ালা আক্বা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার আমার চেহারা ও বুকের উপর তাঁর হাত বুলিয়ে দিলেন, সেটার বরকত এটা প্রকাশিত হলো যে, আমি যখনই কোন অন্ধকারে প্রবেশ করতাম সেটা আলোকিত হয়ে যেতো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ফাযায়িলুস সাহাবা, অংশ: ১৩, ৭/১২৩ পৃ:, হাদীস: ৩৬৮১৯)

মনে রাখবেন! আমাদের আক্বা ও মাওলা, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরও, বাশারও, কুরআনে করীম ও হাদীসে পাক থেকে এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক সুন্দর সুন্দর নামও বর্ণনা করা হয়েছিলো। আসুন! তার মধ্য থেকে কয়েকটি নাম মুবারক শুনি:

উম্মতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী

✦ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি নাম ছিলো: اَجِيْر (অর্থাৎ উম্মতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী)

✦ তাওরাত শরীফে তাঁর আরেকটি নাম ছিলো: اُحِيْدُ এটারও একই অর্থ: উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী। **(হুজ্জাতুল্লাহি আলা আলামিন, ৮৭ পৃ:)**

শাফায়াতের আকিদা

سُبْحَانَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এটা থেকে শাফায়াতের আকিদা প্রতীয়মান হলো। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে বলেন:

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

(পারা: ৩০, সূরা দ্বোহা, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন শাফায়াতকারী নবী, উম্মতদের ক্ষমা প্রদানকারী নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: إِذًا لَا أَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِيْ فِي النَّارِ অর্থাৎ যদি বিষয় এমন হয় তাহলে আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকাবস্থায় আমি সন্তুষ্ট হবো না।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, সূরা দ্বোহা, আয়াতের পাদটীকা: ৫, ১১/১৯৪ পৃ:)

মুসনদে ইমাম আহমদের রেওয়াতে রয়েছে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: أَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدَدَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ অর্থাৎ যমিনের উপর যতো পরিমাণ গাছপালা রয়েছে, কিয়ামতের দিন আমি তার চেয়েও বেশি লোকের শাফায়াত করবো। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/৪০০, হাদীস: ২৩৫৮৯)**

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম ও শেষ নবী

তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি নাম মুবারক রয়েছে: (১): اَخْرَابَا (অর্থাৎ প্রথম নবী) (২): قَدْمَابَا (অর্থাৎ শেষ নবী)। হযরত মুসআব বিন সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আখেরী নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতের দরজা খুলবেন। অতঃপর এর দলিলে তিনি তাওরাতের আয়াত পাঠ করলেন, যেটাতে ছিলো: قَدْمَابَا اَخْرَابَا। হযরত কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: اَخْرَابَا এর অর্থ হলো: প্রথম। قَدْمَابَا এর অর্থ হলো: শেষ। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪২৫)** অর্থাৎ আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম নবীও এবং শেষ নবীও।

তাঁর মাধ্যমেই পৃথিবীর সূচনা

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে বলেন:

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ

(পারা: ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনিই সবকিছু জানেন।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন: (প্রথম হওয়া, শেষ হওয়া, জাহির হওয়া, বাতেনী হওয়া) এই চারটি সিফাত হলো আল্লাহ পাকের আর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই গুণাবলী দান করেছেন।

(মাদারিজুন নবুয়াত, মুকাদ্দামা, অংশ: ১, পৃষ্ঠা: ২ সারাংশ)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবীর প্রথম ও শেষ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য

হাদিসে পাকে রয়েছে: একবার ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী, রাসূলে পাক, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন আর এইভাবে সালাম পেশ করলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاظَاهِرُ! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابَاطِنُ হে জাহির নবী! আপনার উপর সালাম, হে বাতিন নবী! আপনার উপর সালাম। এতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাইল! এই গুণাবলী তো আল্লাহ পাকের, তিনিই যোগ্য, আমার জন্য এই গুণাবলী কিভাবে হতে পারে? হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: আল্লাহ পাক আপনাকে এই গুণাবলী দ্বারা মর্যাদা দান করেছেন, আপনাকে সমস্ত নবী ও রাসূলদের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং নিজের নাম ও গুণাবলী থেকে আপনার নাম ও বৈশিষ্ট্য বের করেছেন ✯ (হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আল্লাহ পাক আপনার নাম আউয়াল রেখেছেন, কেননা আপনি বেলাদতের দিক দিয়ে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে আউয়াল অর্থাৎ প্রথম (কারণ সর্বপ্রথম আপনার নূর মুবারক সৃষ্টি করা হয়েছে) ✯ আল্লাহ পাক আপনার নাম মুবারক আখিরও রেখেছেন কেননা আপনি সমস্ত নবীর যুগের শেষে তাশরিফ আনয়নকারী এবং আখেরী উম্মতের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ✯ এইভাবে আল্লাহ পাক আপনার নাম মুবারক বাতিনও রেখেছেন, কেননা আল্লাহ পাক নিজের নামের সাথে আপনার নাম মুবারক সোনালী নূর দ্বারা আরশের খুঁটিতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্মের ২ হাজার বছর পূর্বে সর্বদার জন্য লিখে দিয়েছেন। একইভাবে আল্লাহ পাক আপনার নাম মুবারক জাহিরও রেখেছেন কেননা তিনি আপনাকে সমস্ত দ্বীনের উপর

শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আপনার শরীয়ত ও ফযিলতকে সমস্ত যমিন ও আসমানবাসীদের উপর প্রকাশ করেছেন।

(শরহুশ শিফা, ১/৫১৫ পৃ:, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৫/৬৬৩ পৃ:)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরও কিছু সুন্দর সুন্দর নাম মুবারক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হযরত শীস عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর সহিফা অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাম মুবারক آخَرُ مَاخ, এর অর্থ: صَحِيْحُ الْاِسْلَام (অর্থাৎ সঠিক দ্বীন সম্পন্ন) ★ একইভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি নাম اِكْلِيْل ও রয়েছে, যেটার অর্থ হলো: মুকুট। অর্থাৎ আম্বিয়াদের মুকুট যেমনটি মুকুট পুরো মাথা আবৃত করে নেয়, তেমনই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত সমস্ত সৃষ্টিকে আবৃত করে নিয়েছে কেননা তিনি নবীদেরও নবী, ফেরেশতাদেরও নবী, জ্বিনদেরও নবী, মানুষেরও নবী, মোটকথা: আল্লাহ পাক ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তিনি সকল সৃষ্টির, সমস্ত জাহানের নবী ★ ইঞ্জিল শরীফে নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ নাম হলো: بَارَقْلِيْط ও এসেছে: যেটার অর্থ হলো: রুহুল কুদস (অর্থাৎ পবিত্র রুহ) ★ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মুবারক নাম হলো: جَبَّار, যেটার অর্থ হলো: উম্মতদের সংশোধনকারী, হিদায়তের রাস্তা প্রদর্শনকারী, খোদার শত্রুদের উপর গযবকারী, সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্টত্ব লাভকারী নবী।

(সুবলুল হুদা, ১/৪২৫-৪৩১-৪৩৮-৪৪৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরও শান শুনুন:

সুলতানে দো'জাহান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ইঞ্জিল শরীফে রয়েছে: (আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) যিনি সর্বদা শ্রেষ্ঠ থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার বিধানের হেফাযত করতে থাকবেন, আমি তাঁকে সমস্ত উম্মতের বাদশাহ বানাবো।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলা আলামীন, আল মাবহাছুর রাবে, আল কিসমুল আউয়াল, আল ফাসলুল আউয়াল, ৭৬ পৃ:)

চকচকে মিনার

আল্লাহ পাকের নবী হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: ঐ ফেরেশতা যে আমার মুখে বলে (অর্থাৎ আমার নিকট ওহী নিয়ে আসে) সে আমাকে বললো: আপনি কি দেখছেন? আমি দেখছি সামনে একটি স্বর্ণের মিনার ছিলো, সেটার মাথায় একটি তালু ছিলো, সেই তালুর উপর ৭টি প্রদীপ ছিলো, প্রতিটি প্রদীপে ৭টি করে মুখ ছিলো, তারপর সেই তালুর ডান ও বাম দিকে যায়তুন গাছ ছিলো, আমি ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কি? উত্তর দিলো: আপনি এটাকে চিনেন না? ইনি হলেন মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আর তার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ফরমান হলো এটা যে, সে) আমার নাম নিয়ে দোয়া করবে তো আমি তাঁর দোয়া কবুল করবো।

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: এই রেওয়ায়েতের মধ্যে যায়তুনের দুইটি বৃক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীন ও বাদশাহী যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, আল মাবহাছুর রাবে, আল ফসলুল আউয়াল, ৮০ পৃ:)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় গুণাবলী

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক হযরত শা'য়া عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, নিশ্চয় আমি একজন নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণ করবো ✦ যে উম্মী হবে (অর্থাৎ দুনিয়াতে তাঁর কোন ওস্তাদ থাকবে না) ✦ আমি তাঁর মাধ্যমে বধির কান খুলে দিবো ✦ গাফেল হৃদয়গুলো জাগ্রত করবো ✦ অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করবো ✦ তাঁর জন্মস্থান হবে মক্কা ✦ তাঁর হিজরতের স্থান তায়্যিবা ✦ তাঁর বাদশাহী সিরিয়াতে হবে ✦ সে আমার বিশেষ বান্দা ✦ মুতাওয়াক্কিল (আমার উপর ভরসাকারী) ✦ মুস্তফা (অর্থাৎ নির্বাচিত) ✦ মারফু (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের যিকিরকারী) ✦ হাবীব ✦ মুতাহাব্বাব (অর্থাৎ যাকে পছন্দ করা হয়েছে) ✦ মুখতার (অর্থাৎ ক্ষমতার অধিকারী) ✦ তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নিবেন না বরং ক্ষমা করে দিবেন ✦ মুমিনের উপর দয়াশীল হবেন ✦ (এমন কোমল হৃদয় সম্পন্ন হবেন যে) আঘাত প্রাপ্ত পশুকে দেখেও কান্না করবেন ✦ বিধবার কোলে এতিমকে দেখে অশ্রু ঝরাবেন ✦ কঠোর হবেন না ✦ মন্দ কথা বলবে না ✦ আর না বাজারে শোরগোল করবেন ✦ তাঁর চলাফেরায় এমন প্রতাপ থাকবে যে, যদি প্রদীপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তবে প্রদীপ নিভবে না ✦ শুকনো ঘাসের উপর কদম রাখলে কদমের আওয়াজ আসবে না ✦ আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী ✦ ও জাহান্নামের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে প্রেরণ করবো ✦ তাঁকে পবিত্র চরিত্র দ্বারা ধন্য করবো ✦ আদর্শ ও প্রশান্তি তাঁর পোশাক হবে ✦ নেকী হবে তাঁর তরিকা, তাকওয়া হবে তাঁর বিবেক ✦ হিকমত হবে তাঁর কালাম ✦ সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততা হবে তাঁর স্বভাব ✦ ক্ষমা করা ও হাসিমুখে সাক্ষাত করা হবে তার নীতি ✦ ন্যায়বিচার ও ইনসাফ হবে জীবন ✦ হক

হবে তাঁর শরীয়ত ✦ ইসলাম হবে তাঁর দ্বীন এবং ✦ তাঁর নাম হবে আহমদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(দালায়িলুন নবুয়াত লি আবি নুয়াঈম, আল ফাসলুল খামিস, ১/৩৫-৩৬, হাদীস: ৩২-৩৩)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ

ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আল্লাহ পাক হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন: হে দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)! নিশ্চয় আপনার পর অতি শীঘ্রই একজন নবী হবেন, তাঁর নাম আহমদ ও মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমি তাঁর উপর কখনো গজব করবো না, তিনি কখনো আমার নাফরমানী করবেন না, নিশ্চয় আমি তাঁর সদকায় তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। **(দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ১/৩৮০ পৃ:)**

উম্মতে মুস্তফার বৈশিষ্ট্য

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: তাওরাত শরীফে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী কী বৈশিষ্ট্য লিখা রয়েছে? বললেন: তাওরাত শরীফে রয়েছে: ✯ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ✯ তাঁর জন্মস্থান মক্কা ✯ হিজরতের জায়গা তাবাহ (অর্থাৎ মদীনা) ✯ মন্দ কথা বলবে না ✯ বাজারের মধ্যে উঁচু আওয়াজে কথা বলবে না ✯ মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নয় বরং মাফ করে দিবেন ✯ তাঁর উম্মত উম্মতে হাম্মাদ (অর্থাৎ অধিক প্রশংসাকারী) হবে ✯ তিনি প্রত্যেক বিপদ ও সুখের সময় আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবে ✯ উঁচু জায়গায় উঠার সময় আল্লাহ পাকের তাকবীর (যেমন اَللهُ اَكْبَر) বলবে ✯ নামাযের মধ্যে কাতার বানাবে। **(দারামী, আল মুকাদ্দামা, ২৫-২৬ পৃ:, হাদীস: ৮)**

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসকারী

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত: একবার রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে হিদায়ত দানকারী, সমস্ত জাহানের জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে পাঠিয়েছেন যেন বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করি। আউস বিন সামআ'ন (এই কথাটি শুনেছিলো, সে) বললো: সেই সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় আমি তাওরাতে আপনার ব্যাপারে এরকমই পড়েছি। **(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৯৪ পৃ:)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কেমন শান, চিন্তা করে দেখুন! আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে কতো ব্যাখ্যা সহকারে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, ফাযায়িল, চরিত্র, পবিত্র আদর্শের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, এখানে একটু মনযোগ দিন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে কেন তাশরিফ এনেছেন? সেটার একটা হিকমত তাওরাত শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য তাশরিফ এনেছেন।

اَللّٰہ! اَللّٰہ! নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো যেই বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য তাশরিফ এনেছেন, এখন তাঁর উম্মতেরা সেই বাদ্যযন্ত্র বানাচ্ছে, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, মিউজিক শোনছে এটা কতো লজ্জার বিষয়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই উম্মত মিউজিক শ্রবণকারী নয় বরং কী? তাওরাত শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে: এই উম্মত উম্মতে হাম্মাদ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনাকারী। **(দারামী, আল মুকাদ্দামা, ২৫-২৬ পৃ:)** আমাদের

উচিত যেমন নাম, তেমন কাজও করা ✦ গান ✦ বাজনা ✦ মিউজিক ✦ ঢোল তবলা ইত্যাদি এসবকিছু বর্জন করা ✦ যারা পূর্বে এরকম করতেন ✦ তা থেকে তাওবা করুন ✦ তার স্থলে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা করুন اَللّٰه করুন ✦ তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম দ্বারা যিকির করুন ✦ তিলাওয়াত করুন ✦ নাত পড়ুন ✦ নেক কাজ করুন। এগুলো করেন তাহলে اِنْ شَآءَ الله দুনিয়াও সুন্দর হবে এবং পরকালও সুন্দর হবে।

নামাযের ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা পূর্ববর্তী কিতাবাদির মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া প্রশংসা শুনলাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় গুণাবলী সম্পর্কে শুনলাম, এ থেকে বোঝা যায় যে, মিলাদ উদযাপন করা অর্থাৎ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করা, তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের চর্চা করা, শোনা, শোনানো অবশ্যই জায়িয বরং সুন্নাতে ইলাহী কেননা আল্লাহ পাক তাঁর নবীদেরকে যিকরে মুস্তফা শুনিয়েছেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام শুনেছেনও, পড়েছেনও, তাঁদের উম্মতদেরও শুনিয়েছেন। এজন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরাও আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করি, নিজেরাও শুনি এবং অন্যদেরকেও শুনিয়ে থাকি, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের চর্চাও করি, এটাকেই তো মিলাদ বলা হয়। সুতরাং বোঝা গেলো; মিলাদ উদযাপন করা নির্দ্বিধায় জায়িয।

কিন্তু এই বিষয়টি মনে রাখবেন! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা অবশ্যই মিলাদী তবে এর পূর্বে আমরা নামাযী। আমাদের অবশ্যই নামাযও পড়তে হবে। আসুন! একটি রেওয়ায়েত শুনি: আবু ছা'লাবা যিনি তাওরাতের আলিম ছিলেন, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো: তাওরাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই শান বর্ণনা করা হয়েছে, তা শোনাও! তিনি বললেন: তাওরাতে লিখা রয়েছে: ✯ আহমদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর হবেন ✯ সঠিক দ্বীন ওয়ালা হবেন ✯ তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর থাকবে ✯ শিমলা (বিশিষ্ট পাগড়ি) পরিধান করবেন ✯ উটের উপর আরোহন করবেন ✯ তাঁকে এমন নামায দেয়া হবে যে, যদি সেই নামায নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়কে দেয়া হতো তাহলে তারা তোফানের মাধ্যমে ধ্বংস হতো না ✯ যদি আদ সম্প্রদায়কে দেয়া হতো তবে তাদের উপর অন্ধকারের আযাব হতো না ✯ যদি সামুদ গোত্রকে দেয়া হতো তাহলে তারা চিৎকারের আযাবে ধ্বংস হতো না।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৯৫-৯৬ পৃ:)

اَللهُ اَكْبَرُ চিন্তা করে দেখুন! নামাযের কেমন ফযিলত। এজন্য আমাদের তো মিলাদ উদযাপন করতে হবে, অবশ্যই মিলাদ উদযাপন করবো কিন্তু জুলূসের সময় গান বাজনা বাজাবো না, মিউজিক বাজাবো না, নাচ-গানের অনুষ্ঠান করবো না, পর্দাহীন হবো না বরং শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে মিলাদ উদযাপন করতে হবে এবং সেটার সাথে সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে আদায় করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক নসিব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ২৯ এর প্রতি উতসাহ প্রদান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বেঁচে থাকার ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী হওয়ার মানসিকতা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে

ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর উপর আমল করুন। ৭২টি নেক আমলের মধ্য হতে ২৯ নং নেক আমল হলো, আপনি কি আজ সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেয়েছেন এবং খাওয়ার পূর্বে ও পরে দোয়া পড়েছেন? এই নেক আমলের উপর করার বরকতে না শুধুমাত্র আমরা সুন্নাত অনুযায়ী আহারকারী হয়ে যাবে বরং ক্ষুধা থেকে কম খেয়ে প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকতে সফল হয়ে যাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলা বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময় যতই যাচ্ছে মুসলমানদের আমলী অবস্থারও অবনতি হচ্ছে, নামাযের স্পৃহা লোপ পাচ্ছে, গুনাহের অনিষ্টতা ছড়িয়ে পড়ছে আর সেসব গুনাহের ধ্বংসযজ্ঞ প্রভাব ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে আমাদের প্রজন্মের ধ্বংস ও বরবাদের কারণ হচ্ছে। এমন করুন পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজন ছিলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রদি দরদী লোকেরা গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে এবং দেশ থেকে দেশ সফর করে মানুষদের সংশোধন করার, এই উদ্দেশ্যে পূরণ করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে একটি বিভাগ তথা "মাদানী কাফেলা" বিভাগ গঠন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলা বিভাগ সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য একটি নীতি বানিয়েছে যেটার মাধ্যমে হাজারো ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে থাকে যেটার মাধ্যমে অমুসলিমদের ইসলামের দৌলত নসিব হয়েছে, গুনাহগারদের সংশোধন

www.dawateislami.net

হচ্ছে, মসজিদ আবাদ হচ্ছে এবং সমাজে নেককার হওয়ার ও বানানোর প্রচেষ্টার উপর তৎপরতা শুরু হয়ে যাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাত মিলানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা ১০১ মাদানী ফুল থেকে হাত মিলানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: ✸ যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করে এবং একে অপরের ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করে তখন আল্লাহ পাক তাদের মাঝখানে একশত (১০০) রহমত অবতীর্ণ করেন যার মধ্যে নিরানব্বইটি রহমত প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাত কারী ও উত্তম পদ্ধতিতে আপন ভাইয়ের অবস্থাদি জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি পেয়ে থাকে। **(মু'জামে আউসাত, ৫/৩৮০ পৃ:, নং: ৭৬৭২)** ✸ যখন দু'জন বন্ধু একে অপরের সাথে মিলিত হয় আর মুসাফাহা করে এবং নবী করীম (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর দরুদ পাঠ করে তখন তাদের উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৭১ পৃ:, হাদীস: ৮৯৪৪)** ✸ দুইজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় সালাম দিয়ে দুই হাত দ্বারা মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ✸ বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম দিন এবং হাত মিলাতে পারবেন ✸ হাত মিলানোর সময় দরুদ শরীফ পড়ে সম্ভব হলে এই দোয়াটিও পাঠ করুন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের ও আপনাদের গুনাহ ক্ষমা করুক।) ✸ দুইজন মুসলমান হাত মিলানোর মাঝখানে যে দোয়াটি

করবে اِنْ شَآءَ الله তা কবুল করা হবে, পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের মাগফিরাত হয়ে যাবে। **(মুসনদে আহমদ, ৪/২৮৬ পৃ:, হাদীস: ১২৪৫৪)** اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

হাত মিলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

হাত মিলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✸ পরস্পর হাত মিলানোর দ্বারা শত্রুতা দূরীভূত হয়ে থাকে। ✸ যতবার সাক্ষাত হবে ততবার হাত মিলাতে পারবে। ✸ উভয় পক্ষ থেকে একহাত করে মিলানো সুন্নাত নয় মুসাফাহা দুই হাতে করা সুন্নাত। ✸ কিছুলোক শুধুমাত্র পরস্পরের আঙ্গুলই লাগিয়ে থাকে এটাও সুন্নাত নয় ✸ হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুম্বন করা মাকরুহ। ✸ হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুম্বনকারী ইসলামী ভাইয়েরা নিজেদের অভ্যাস পরিহার করুন। ✸ যদি আমরদ (অর্থাৎ সুদর্শন বালক) এর সাথে হাত মিলানোর মধ্যে কামভাব সৃষ্টি হয় তাহলে তার সাথে হাত মিলানো জায়িয নেই বরং যদি দেখার কারণে কামভাব সৃষ্টি হয় তবে দেখাও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ২/৯৮ পৃ:)** ✸ মুসাহাফা করার (অর্থাৎ হাত মিলানোর) সময় সুন্নাত হলো এটা যে, হাতে রুমাল ইত্যাদি যেনো অন্তরাল না হয়, উভয়ের হাতের তালু যেনো খালি থাকে এবং হাতের তালুর সাথে তালু লাগা উচিত। **(বাহারে শরীয়ত, অংশ: ৩, ১৬/৪৭১ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঋণ মুক্তির দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী “ঋণ মুক্তির দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অনুবাদ: “হে আল্লাহ আমাকে হালাল রিযিক দান করো হারাম থেকে হেফাযত করো এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্যদের প্রতি অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।”

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার এবং সকাল ও সন্ধা একশত বার প্রতিদিন (আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ) পাঠ করুন। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২৪৫ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।
৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে

বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি?

৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে

www.dawateislami.net

আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার সম্মান

ও

জশনে মিলাদের বরকত সম্বলিত

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয়, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, কসমুল আকওয়াল, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

✸ ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফরুল মুযাফফরের মুবারক মাস শেষ হওয়ার পথে, এরপর اِنْ شَآءَ الله রবিউল আউয়ালের নূরানী মাস আমাদের মাঝে আগমন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বরকতময় মাসে পুরো দুনিয়ায় লাখো আশিকানে রাসূল আপন **প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুশি ধুমধামের সহিত উদযাপন করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক দেশে এবং শহরে এরই ধারবাহিকতায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করা হয়, যাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনের চমৎকার ঘটনাবলী এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন গুণাবলী বয়ান করা হয়, اِنْ شَآءَ الله আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতেও আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সম্পর্কীত ঈমান তাজাকারী কোরআনী আয়াত, তাফসীর, হাদীসে মুবারাকা, ঘটনাবলী ও বর্ণনা এবং ওলামায়ে কিরামের বাণী সমূহ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো এবং এ থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুল সমূহ কুঁড়িয়ে নিজের হৃদয়ের মাদানী পুষ্পগুচ্ছতে সাজানোর চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যে তার জীবনের দু'শত বছর **আল্লাহ তায়ালা**র নাফরমানিতে অতিবাহিত করেছে, এ নাফরমানি করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলো, বনী ইসরাঈলরা তার মৃত দেহকে পা ধরে টেনে আবর্জনা স্তুপে ফেলে দিলো। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবী হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে সেখান থেকে তুলে নিন এবং তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তার জানাযার নামায পড়ুন। হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام লোকদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিল, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আরয করলেন: "হে **দয়ালূ প্রতিপালক!** বনী ইসরাঈলরা তো তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে তার জীবনের দু'শ (২০০) বছর তোমার নাফরমানী করে কাটিয়েছে? **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: সে এরূপ খারাপ চরিত্রের ছিলো, কিন্তু তার এ অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনি তাওরাত শরীফ পাঠ করার জন্য খুলতো এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নাম দেখতো তখন সে একে চুমু খেয়ে নিজের চোখে লাগাতো আর **তাঁর** প্রতি দরূদ পড়তো, ব্যস! আমি তার এই আমলের মূল্যায়ন করলাম এবং তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে তার বিবাহ সত্তর (৭০) জন হুরের সাথে করিয়ে দিলাম। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৫, হাদীস-৪৬৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি ঈমানদারদের মন ও মননকে সুবাসিত করে দিয়েছে, একটু ভাবুন তো! ঐ ব্যক্তি যে দীর্ঘ দিন যাবৎ গুনাহে লিপ্ত ছিলো এবং এরই মাঝে সে নেক কাজের ধারে কাছেও ছিলো না, কিন্তু নামে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার কারণে তার এই নেয়ামত অর্জিত হয়েছে যে, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশের প্রতি আমল করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের অধিকারী হয়ে গেলো। ভাবুন তো! যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এক উম্মত নামে **মুস্তফা**র সম্মান করার কারণে ক্ষমার অধিকারী হতে পারে তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঐ ব্যক্তি যে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু নাম মোবারকের সম্মান করে না বরং **তাঁর** সত্ত্বা এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সকল বস্তুর সম্মানকে অত্যাবশ্যক মনে করে, তবে তার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের বর্ষন কীরূপ হতে পারে। এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারককে সম্মানের নিয়্যতে চুমু খাওয়া শুধু জায়িয নয়, বরং তা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুটি অর্জনের মাধ্যমও বটে। মনে রাখবেন! ঈমান আনয়নের পর **মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হেদায়ত, নাওশায়ে বজমে জান্নাত, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অনেক আয়াতে মোবারাকা প্রমান বহন করে। যেমনটি ২৬ পারার সুরাতুল ফাতাহ এর ৮ ও ৯নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا
وَّ نَذِیْرًا ۙ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ
وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِیْلًا ۝

(পারা ২৬, সুরা আল ফাতাহ, আয়াত ৮, ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে যাতে হে লোকেরা, তোমরা **আল্লাহ** ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করে আর সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহ**র পবিত্রতা ঘোষনা করো।

আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে; মুসলমানেরা! দেখো **আল্লাহ তায়ালা** দ্বীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন, (এবং) কোরআন মজীদ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য স্বরূপ তিনটি বিষয় ইরশাদ করেন: প্রথমটি হলো যে, **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, দ্বিতীয়টি হলো যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করা, তৃতীয়টি হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা। এই তিনটি বিষয়ের সুন্দর ধারাবাহিকতা তো দেখুন, সর্ব প্রথম ঈমানের আলোচনা করলেন এবং সবশেষে নিজের ইবাদতের কথা আর মাঝখানে **তাঁর প্রিয় হাবীব হুযুর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার আদেশ ইরশাদ করলেন। কেননা ঈমান ছাড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান কোন উপকার দিবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকা এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান বাণী সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানই হলো ঈমানের মূল। যদি কোন ব্যক্তি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বর্ণনা করা ছেড়ে অন্যান্য নেক আমলের চেষ্টা করতে থাকে, তবে তার কোন আমল কবুল করার উপযুক্ত হবে না। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে সামান্যতম ত্রুটি সকল নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়ার কারণ হতে পারে। যেমনটি ২৬পারার সুরা হুজরাত এর ২নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠ স্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামান্যতম বে-আদবীও কুফরী। কেননা কুফরের কারণেই নেক আমল নষ্ট হয়। যেখানে **তাঁর** দরবারে উচ্চ স্বরে আওয়াজ করাতে নেকী নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে বে-আদবীরইবা আলোচনা কেন? আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, **তাঁর** সামনে চিৎকার করো না। না তাকে সাধারণ উপাধী দ্বারা ডাকো, যা দিয়ে একে অপরকে ডাকো, চাচা, আব্বু, ভাই, বশর (মানুষ) বলো না, **রাসূলুল্লাহ, শফিউল মুযনিবীন** বলো।

(নূরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র বাণী মানুষ এবং জ্বিনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের প্রশংসা বর্ণনা

করছে এবং আমাদের **তাঁর** দরবারে উপস্থিতির আদব শিখাচ্ছেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শুধু আওয়াজ উচ্চ হয়ে যাওয়াই এতো বড় অপরাধ যে, এর কারণে সকল নেকী নষ্ট হয়ে যায়। হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াবী বাদশাহদের দরবারের আদব মানুষের বানানো। কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা শরীফের আদব **আল্লাহ তায়ালাই** শিক্ষা দিয়েছেন এবং **আল্লাহ তায়ালাই** শিখাচ্ছেন। তাছাড়া এই আদব শুধু মানুষের মাঝেই নয় বরং জ্বীন, মানুষ, ফিরিশতা সবার জন্যই। ফিরিশতারাও অনুমতি নিয়েই পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন। আর এই আদব সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য।

(নূরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সকল আম্বিয়ায়ে কিরামই عَلَيْهِمُ السَّلَام আদব ও সম্মানের উপযুক্ত। কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** বিভিন্ন জায়গার আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন এবং এই আদেশ পালন কারীদের উপহার ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করার ওয়াদাও করেছেন। যেমনটি ৬ষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদার **১২**নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই বেহেশত সমূহে নিয়ে যাবো। যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।

বিশেষ করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আয়ননের পর **তাঁর** সম্মান প্রদর্শনকারীদের সফলতার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি ৯ম পারায় সূরা আরাফের **১৫৭** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরা ঐসব লোক যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে। যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তারাই সফল কাম হয়েছে।

মনে রাখবেন! এই নেয়ামত তখনই অর্জিত হবে, যখনই আমরা সর্বাবস্থায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষ করে **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করবো এবং **তাঁর** সামান্যতম মানহানী থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবো। **আল্লাহ তায়ালা** প্রিয় নবীর আদব শিখাতে গিয়ে যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে **তাঁকে** সাধারণভাবে আহ্বান করতেও নিষেধ করেছেন। যেমনটি ১৮তম পারায় সূরা নূরের ৬৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(পারা ১৮, সুরা নূর, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন- তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (এই আয়াতের) একটি অর্থ মুফাসসিররা এটাও বর্ণনা করেন: (যখন কেউ) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকবে, তখন যেনো আদব ও সম্মানের সাথে **তাঁকে** সম্মানীত উপাধী সহকারে মৃদু আওয়াজে নম্র ভাষায় **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ!** ডাকে।

(তাফসীয়ে খাযায়িনুল্ ইরফান, পারা ১৮, সুরা নুর, ৬৩ নং আয়াতর পাদটিকা)

হযরত সায়্যিদুসা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রথম প্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আবাল কাসেম!** বলা হতো, যখন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবীর সম্মানে এরূপ শব্দের ব্যবহার নিষেধ করলেন, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ!** বলতেন।

(দালাইলুন নবুয়াত লি আবু নুয়াঈম, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের বিষয়টি এতই গুরূত্বপূর্ণ যে, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট এই বিষয়টি অপছন্দনীয় যে, কেউ **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকবে। ওলামারা এর ব্যাখ্যায় বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৫৭) মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান শুধুমাত্র প্রকাশ্য জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় বরং

কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের উপর **তাঁর** শান ও মহত্বকে স্বীকার করা আবশ্যক। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবন এবং প্রকাশ্য ওফাতের পরও সবাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও সম্মান করা উম্মতের উপর আবশ্যক এবং প্রয়োজন। কেননা অন্তরে যতই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান বাড়বে ততই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক বিষয়ে **তাঁর** প্রতি অত্যাধিক আদব রক্ষা করা, ঈমান বৃদ্ধির উপায় এবং ঈমানের মূল। এটাকে এভাবে বুঝুন যে, যদি কোন গাছের শিকড় কেটে যায় তবে ঐ গাছটি শুকিয়ে যায় আর এর ফল ও ফুলগুলো পঁচে গলে ঝড়ে পড়ে। ঠিক তেমনি **প্রিয় মুস্তফা**র সম্মান, ঈমান নামের বৃক্ষের শিকড়ের ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া ঈমান নামক বৃক্ষও সবুজ শ্যামল থাকতে পারে না এবং নেক আমল রূপী এর ফুল ও ফল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নিজের নেকী সমূহ সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং বৃক্ষরূপী ঈমানকে বাড়ানোর জন্য **রাসূলে**র আদবকে অত্যাবশ্যকীয় করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে**র সম্মানের এমন এমন ঘটনা লিখেছেন, যার উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব। আসুন! **শময়ে রিসালাতে**র এই মুর্ত প্রতিকদের **মুস্তফা** প্রেমের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি:

১. বর্ণিত আছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা অত্যধিক আদব ও সম্মানের কারণে **তাঁর** দরজায় নখ নিয়ে করাঘাত করতেন। **(শরহে শিফা, ২য় খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)**

২. অনুরূপভাবে হুদাইরিয়া সন্ধির বৎসর কুরাইশরা হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে (তিনি তখনও ঈমান আনয়ন করেননি) **শাহানশাহে দো'আলম, নূরে মুজাসসম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন অযু করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অযুর পানি নেওয়ার জন্য এতই দ্রুত যেতেন যেন মনে হতো যে তারা একে অপরের সাথে ঝগড়া করছেন। যখন থুথু মোবারক ফেলতেন

বা নাক পরিষ্কার করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা হাতে নিয়ে বরকত অর্জনের জন্য নিজের চেহারায় এবং শরীরে মালিশ করে নিতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের কোন আদেশ করলে তা তৎক্ষণাৎ পালন করতেন এবং যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন **তাঁর** সামনে নিশ্চুপ থাকতেন এবং সম্মানার্থে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে চোখ তুলে থাকাতেন না। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়াহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে গেলেন তখন তিনি বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশী বাদশাহের মতো দরবারেও গিয়েছি কিন্তু **আল্লাহ**র শপথ! আমি কোন বাদশাহকে তার গোত্রের মাঝে এরূপ শান ও শওকত আর সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি। যেমন শান (হযরত) **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** সাহাবীগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে দেখেছি। **(শিফা, ফসল ফি আদাতিস সাহাবা ফি তাযিমীহে, ২/৩৮)**

৩. একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো; اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ الله؟ অর্থাৎ আপনি বড় নাকি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বড়? তখন তিনি উত্তরে বললেন: هُوَ اَكْبَرُ مِنِّیْ وَاَنَا كُنْتُ قَبْلَهٗ۔ অর্থাৎ বড়তো **তিনিই**, কিন্তু আমি **তাঁর** আগে জন্মগ্রহণ করেছি।

(কানযুল উম্মাল, ১৩/২২৪, হাদীস নং- ৩৭৩৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন, বয়সে বড় হওয়া সত্বেও বড়ত্বের ইঙ্গিত **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিই করতেন। আমাদেরও উচিৎ, আমরাও **প্রিয় নবী**র প্রেমের প্রদীপ শুধু নিজের অন্তরে প্রজ্জলিত করবো না বরং নিজের সন্তান সন্ততিদেরও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **ইশ্‌কে** রাসূলের সুন্দর সুন্দর ঘটনা শুনিয়ে শৈশব থেকেই তাদের অন্তরকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় পাকাপোক্ত করবো। এই জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠ সম্বলিত কিতাব **"সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্‌কে রাসূল"** অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী হবে। তাছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতি মাসে

কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল, মাদানী মুযাকারা এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতেও اِنْ شَآءَ الله **রাসূল** প্রেমের মহাসম্পদ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূল প্রেমের নেয়ামত অর্জনের আরো একটি উত্তম উপায় হলো **"মাদানী দাওরা"**। **"মাদানী দাওরা"**য় ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, যেলী হালকায় সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা করার পাশাপাশি মাদানী কাফেলার জাদুয়াল অনুযায়ী প্রতিদিন **"মাদানী দাওরা"** এর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ✯ নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই পবিত্র উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, এই মহান ব্যক্তিরা অসংখ্য বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করার এই মহান দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে মসজিদের নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ **"মাদানী দাওরা"** সমাজের বিকৃত মানুষদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার উত্তম উপায়। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ফরজের পাশাপাশি সালাত ও সুন্নাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। সুতরাং আমাদেরও সময় বের করে এই মহান মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী কাজের রিসালা **"মাদানী দাওরা"** নামে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, মাদানী দাওরা সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এই রিসালাটি অধ্যয়ন করুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী দাওরার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:-

মসজিদের দিকে চলতে শুরু করলো

বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের শহর ঠান্ডো আদমে তিনদিনের জন্য আশিকানের রাসূলের একটি মাদানী কাফেলা পৌঁছলো। আসরের নামাযের পর বোবা বধির ইসলামী ভাইয়েরা সাধারণ ইসলামী ভাইদের সাথে মাদানী দাওরার জন্য গেলো এবং মসজিদের পাশে একটি মাঠে ক্রিকেট খেলারত যুবকদের নিকট গেলো। একজন সাধারণ ইসলামী ভাই বললো: আমাদের সাথে শ্রবণ শক্তি ও বাকশক্তি থেকে বঞ্চিত ইসলামী ভাইও রয়েছে, আপনাদেরকে ইশারার ভাষায় নেকীর দাওয়াত দিবে। বোবা বধির ইসলামী ভাইয়েরা ইশারার ভাষায় নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের সাথে মসজিদে যাওয়ার অনুরোধ করলো। এরপর সাধারণ ইসলামী ভাইয়েরাও উৎসাহ দিলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেকীর দাওয়াত শুনে সেই ক্রিকেট খেলারত যুবকরা মাথা নত করে মুবাল্লিগদের সাথে মসজিদের দিকে চলা শুরু করলো এবং এভাবেই **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনি ভাবে স্বয়ং **তাজেদারে আম্বিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বার প্রতি সম্মান করা আবশ্যক তেমনিভাবে **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সাহাবাগণ ও বিবিগণ, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাবাররূকের সাথে সাথে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আলোচনারও সম্মান করা আবশ্যক। সাধারণত সকল দ্বীনি মাহফিলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করা হয়, কিন্তুইজতিমায়ে মিলাদে বিশেষত **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়, **তাঁর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শান ও মহত্বের বর্ণনা করা হয় এবং **তাঁর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবনের সুন্দর সুন্দর ঘটনা সমূহ শুনানো হয়, সুতরাং জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের একটি রূপ। **(রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: **মিলাদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাই হচ্ছে **তাঁর** মর্যাদার সম্মান করা বিদ্যমান

রয়েছে। (আল হাবি লিল ফতোয়া, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ উদযাপন করাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সম্মান প্রকাশ পায়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশদাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) আমাদের সৌভাগ্য যে اَلْحَمْدُ لِلّٰه অতি শীঘ্রই রবিউল আউয়ালের মোবারক মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে চলেছে, এই রহমতের মাস আসতেই আশিকানে রাসূলের অন্তরে খুশির বন্যা বয়ে যায় এবং তারা জশনে **ঈদে মীলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং কেনইবা হবে না, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে তো পুরো কায়েনাত (জগত) আনন্দিত হয়ে গেছে, আরশ খুশীতে আন্দোলিত, কুরসীও খুশীতে গর্বীত এবং জ্বিনদেরকে আসমানে যাওয়ার থেকে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো: নিঃসন্দেহে আমাদেরকে নিজেদের পথে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আর ফিরিশতারা অত্যন্ত খুশিতে তাসবীহ পাঠ করতে লাগলো, বাতাস আন্দোলিত হতে-হতে সামনে এগুতে লাগলো এবং মেঘমালাকে প্রকাশ করে দেয়া হলো, বাগানে গাছের ঢাল সমূহ ঝুঁকতে থাকে এবং জগতের সকল কোণা কোণা থেকে **"আহলান সাহলান মারহাবা"** এর সুমধুর ধ্বনি আসতে লাগলো। (আর রউযুল ফায়িক, ২৪৩ পৃষ্ঠা) মোট কথা! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন পুরোপুরি রহমত এবং বরকতের উৎস।

সুতরাং আসহাবে ফিল (হস্তি বাহিনী) এর ধ্বংসের ঘটনা, ইরানের যে অগ্নিকুন্ড এক হাজার (১০০০) বছর ধরে জ্বলছিল তা মুহুতেই নিভে যাওয়া, **"কিসরার"** প্রসাদে ভূমিকম্প এবং এর ১৪ টি গুম্বুজ ধ্বংস হওয়া, **"হামাদান"** এবং **"কুম"** এর মাঝে ছয় মাইল লম্বা ও ছয় মাইল প্রস্থ **"সাবা নদী"** মুহুর্তেই সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আম্মাজানের শরীর মোবারক থেকে এমন এক নূর বের হওয়া, যার কারনে **"বসরার"** প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেলো। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ওয়া শরহে যুরকানি বিলাদাতিহী, ১/১৬৭,২২১,২২৭,২২৮) এই সকল ঘটনাই এরই ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ। যা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বেই সুসংবাদ প্রদানকারী হয়েই সমগ্র জগতকে সুসংবাদ দিতে লাগলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! **জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী** ﷺ উদযাপন করা একটি কল্যানময় কাজ, এটি উদযাপন কারীদের **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনুগ্রহ অর্জিত হয়। যেমনটি

তাফসিরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত রয়েছে: মাহফিলে মিলাদ শরীফের বরকত সারা বছর ধরে ঘরে বিরাজমান থাকে। (রূহুল বায়ান, ৯/৫৭) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাসতালানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সৌভাগ্যমন্ডিত জন্মের দিন গুলোতে মাহফিলে মিলাদ উদযাপনের বিশেষত্বে মধ্যে এটি পরীক্ষিত বিষয় যে, সেই বছর নিরাপত্তাই-নিরাপত্তা বিরাজ করে। **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন। যে বিলাদতের মাসের রাত সমূহে ঈদ উদযাপন করেছে।" (মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা) জশনে মিলাদ উদযাপন কারীদের দুনিয়াবী বরকতের পাশাপাশি জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাতে আনন্দ উদযাপন কারীদের প্রতিদান হলো, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** দয়া ও মেহেরবানিতে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" দান করবেন। মুসলমানরা সর্বদা **মিলাদে মুস্তফা** উদযাপন করে আসছে এবং বিলাদতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, খাবারের আয়োজন করে থাকে এবং অধিকহারে দান-খয়রাত করে আসছে। খুবই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে এবং মন খুলে খরচ করে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে, নিজেদের ঘর-বাড়ি সজ্জিত করে থাকে আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত বর্ষিত হয়।

(মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, ৭৪ পৃষ্ঠা। বসন্তের প্রভাত, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ উদ্‌যাপন কারীদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** কিরূপ খুশি হন এবং তাদের কিরূপ উপহার ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। তাই জশনে মিলাদের খুশিতে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহন সমূহ এবং নিজ মহল্লায়ও সুবজ পতাকা লাগান। লাইটিং করুন বা কমপক্ষে ১২টি লাইট অবশ্যই লাগান। রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখের রাতে সাওয়াবের নিয়্যতে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহণ করুন

এবং সুবহে সাদিকের সময় সবুজ পতাকা হাতে দরূদ সালাম পড়তে পড়তে অশ্রু সজল নয়নে বসন্তের প্রভাতকে শুভাগমন জানান।

১২ রবিউল আউয়ালের দিন সম্ভব হলে রোযাও রাখুন, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজের বিলাদত উদযাপন করতেন।

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবারের রোযা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এই দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২) মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে খুশী উদযাপন করার আদেশ কোরআনে করীম থেকেই প্রমাণীত। যেমনটি **১১**তম পারায় সুরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ ও **তাঁর** দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকা সম্পর্কে বলেন: হে মাহবুব! লোকদের এই সুসংবাদ দিয়ে এই আদেশ দিন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহ এবং **তাঁর** দয়া অর্জন করে খুশী উদ্‌যাপন করো। সাধারণ খুশী তো সবসময় উদ্‌যাপন করো আর বিশেষ বিশেষ খুশী বিশেষ তারিখে উদযাপন করো, যেই তারিখ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছো অর্থাৎ রমযান, বিশেষ করে শবে কদর এবং রবিউল আউয়াল, বিশেষ করে **১২** তম তারিখ, কেননা রমযানে **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহে কোরআন অবর্তীন হয়েছে আর রবিউল আউয়ালে **রাহমাতুল্লিল আলামীন** অর্থাৎ **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করেন। এই অনুগ্রহ ও দয়া বা খুশি উদযাপন তোমাদের দুনিয়ায় জমানো ধন-সম্পদ টাকা, জায়গা জমি, পশু, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি সবকিছুর চাইতেও উত্তম। কেননা এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতীয়, সাময়িক নয় বরং দীর্ঘস্থায়ী। শুধুমাত্র

দুনিয়ার নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিতেই। শারীরিক নয় বরং অন্তরের এবং রূহানী, নষ্ট হয়না বরং এতে সাওয়াব রয়েছে। (তাফসীরে নঈমী, ১১/৩৬৯)

আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে সুন্নাতের নিকট মিলাদে পাকের মজলিশ অতি উত্তম মুস্তাহাব কাজ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেক কাজ সমূহের একটি।

(আল হাক্কুল মুবিন, ১০০ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ শরীফ অর্থাৎ **রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত বিলাদতের বয়ান করা জায়িয। এ প্রসঙ্গে এই পবিত্র মজলিশে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত ও মুজিযা, জীবনী ও চরিত্র, বাল্যকাল ও দুনিয়ায় আগমনের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়, এই সকল কিছুর আলোচনা হাদীস শরীফেও রয়েছে এবং কোরআন মজীদেও রয়েছে। যদি মুসলমান নিজেদের মাহফিলে এসব বয়ান করে বরং বিশেষ করে এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যই মাহফিলের আয়োজন করে তবে তা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। এই মজলিশের জন্য মানুষদের দাওয়াত দেয়া এবং অংশীদার করা নেকীর দিকে আহ্বান করাই, যেমনিভাবে ওয়াজ (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) এবং জলসার জন্য ঘোষনা করা হয়, লিফলেট ছাপিয়ে বন্টন করা হয়, পত্র-পত্রিকার এ বিষয়ে কলাম ছাপা হয় এবং এসবের কারণে সেই ওয়াজ ও জলসা নাজায়িয হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে পবিত্র আলোচনার জন্য আহ্বান করাতে এই মজলিশকে নাজায়িয ও বিদআত বলা যাবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ৬৪৪-৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈদে মিলাদুন্নবী ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের জন্য **তাজেদারে আম্বীয়া, হাবীবে কিবরিয়া, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) দিনের চেয়ে আর কোন দিন "নেয়ামত দিবস" হতে পারে? কেননা জগতের সকল সৌন্দর্য্য এবং সকল নেয়ামত **তাঁর** উসিলায় তো পেয়েছি, আর এই দিনতো ঈদের

চেয়েও বড় কেননা উভয় ঈদও **তাঁর** সদকার নসিব হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দ্যোগে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য স্থানে প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখ রাতে আজিমুশ্মান ইজতিমায়ে মিলাদ এর আয়োজন করা হয় এবং ঈদের দিন অর্থাৎ **১২** রবিউল আউয়াল **"মারাহাবা ইয়া মুস্তফা"** শ্লোগানে মুখরিত অসংখ্য জুলুসে মিলাদ বের করা হয়। যাতে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল অংশ গ্রহণ করে থাকে।

ইমামত কোর্স মজলিশ

সুতরাং জশনে বিলাদতের খুশি উদযাপন করার জন্য আপনিও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং সুন্নাত প্রসারের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে **১০৪**টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে এবং সুন্নাতকে প্রসার করতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ইমামত কোর্স মজলিশ"**। যা ইমামতিতে ইচ্ছুক ইসলামী ভাইদের ইমামত কোর্স করিয়ে থাকে। ইমামত কোর্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"যে ব্যক্তি ইমামতি করতে চায়, তার উচিৎ, সে যেনো ইমামত কোর্স অবশ্যই করে নেয়, যদিওবা মাদানী হোক না কেন, কেননা ইমামত কোর্সে বিশেষকরে ইমামতি মাসআলা সমূহেরই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।"** আশিকানে রাসূলের সহচর্যপূর্ণ ইমামত কোর্সে যা কিছু শিক্ষা অর্জিত হয়, তার বিস্তারিত জানার পর দ্বীনের প্রতি দরদী প্রত্যেক মুসলমান সম্ভবত এই আফসোস করবে যে, আহ! আমিও যদি ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সে মৌলিক আকিদার উপর অনন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ইমামত কোর্সে অযু, গোসল, নামায, ইমামতি, কাফন ও দাফন, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, বিবাহ পড়ানো এবং চাঁদা সংগ্রহ ইত্যাদির মাসআলা শিখানো হয়, ইমামত কোর্সে কায়িদা ও মাখারিজের পাশাপাশি কোরআনে পাক পড়া এবং পড়ানো শিখানো হয়, ইমামত কোর্সে চারিত্রিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা হয়ে থাকে, ইমামত

কোর্সে মাদানী কাজ করারও ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর কোর্সের শেষে সনদও প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সের বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ইমাম হয়ে বিদায় নেয় এবং সমাজে সম্মানিত মর্যাদা লাভ করে, সুতরাং যারই সুযোগ হয় তার অবশ্যই ইমামত কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিৎ। **আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাইদের ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"বসন্তের প্রভাত" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিলাদে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো অধিক বরকত অর্জনের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"বসন্তের প্রভাত"** রিসালাটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই রিসালায় মিলাদের মাস উদযাপনের প্রমাণ সমূহ রবিউল আউয়াল মাসে জুলুসে মিলাদ বের করা, এতে অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি, মাহফিলে মিলাদ আয়োজনের ভাল ভাল নিয়্যত, মাদানী বাহার এবং এছাড়াও আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই রিসালা পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে নিজের মাকতুবে (চিঠি) কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি মাদানী ফুল আমরাও কুঁড়িয়ে নিই।

আত্তারের চিঠির মাদানী ফুল

(১) চাঁদ রাতে এই শব্দগুলো দ্বারা মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন: “সকল আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ, কেননা রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।”

(২) সকল আশিকানে রাসূল, নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল শরীফে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন আর ইসলামী বোনেরা একমাস পর্যন্ত নিজ ঘরে প্রতিদিন (শুধুমাত্র ঘরের ইসলামী বোন এবং মাহারিমদের মাঝে) মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

(৩) যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্‌শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটা যেন টুকরা টুকরা হয়ে ছিড়ে না যায়, মাটিতেও যেনো পড়ে না যায়। তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফের মাস চলে যাবে, সাথে সাথে খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, তবে সাধারণ মাদানী পতাকা উড়ান। (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُও নিজ ঘরে নকশা বিহীন সাধারণ মাদানী পতাকা উড়ান।)

(৪) মাকতাবাতুল মদীনার লিখিত লিফলেট **“জশ্‌নে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল”** সম্ভব হলে ১১২টি অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি তাছাড়া সম্ভব হলে **“বসন্তের প্রভাত”** রিসালাটির ১২ কপি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে বন্টন করুন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত সংগঠনের নেতাদের নিকট পৌঁছে দিন যারা জশ্‌নে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে।

(৫) ১২তম রাতে ইজতিমায়ে মিলাদে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় নিজের হাতে মাদানী পতাকা উড়িয়ে, দরূদ ও সালামের মালা সাজিয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপররের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাক্ষাত করুন এবং সারা দিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করতে থাকুন।

(৬) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবার শরীফে রোযা রেখে নিজের শুভাগমন উদযাপন করতেন। আপনারাও প্রিয় মুস্তফার স্মরণে ১২ রবিউল আউয়াল

শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা উড়িয়ে জুলুশে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন। যতক্ষণ সম্ভব হয় অযু অবস্থায় থাকুন। মুখের নাত, দরূদ ও সালামের ফুল বর্ষন করতে করতে, দৃষ্টিকে নিচের দিকে ঝুকিয়ে ভাবগাম্ভির্য সহকারে চলুন। চিৎকার চেচামেচি, লম্ফঝম্ফ করে নিজেদের সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"নেককার হওয়ার উপায়"** থেকে সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল শ্রবল করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১) ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) ✯ দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন।

(আল্ জাওহেরাতুন নায়্যারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা)

: ঘোষনা :

সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

মুস্তফার উৎকর্ষতা

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। **ফাতাওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করবে অতঃপর যা ইচ্ছা করবে (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারবে)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বৈঠকসমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে সুসজ্জিত করো, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, হরফুয যা, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই অগ্রসর হয়ে সালাম ও মুসাফাহা এবং একক প্রচেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা **মুস্তফার উৎকর্ষতা** এবং **তাঁর** মুজেযা সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

আসুন! প্রথমেই একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি:

ছাগল কান নেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো!

প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: (খন্দকের যুদের সময়) পরিখা খনন করতে গিয়ে হঠাৎ এমন একটি শিলাখন্ড বেরিয়ে এলো, যা কোন ভাবেই ভাঙ্গা গেলো না, যখন আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই ঘটনাটি আরয করলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠলেন, তিনদিনের উপবাস এবং মুবারক পেটে পাথর বাঁধা ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাতে বেলচা মারলেন, তখন শিলাখন্ডটি বালির ফসফসে টিলার ন্যায় ছড়িয়ে পরলো। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১, হাদীস নং-৪১০১) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শিলাখন্ডটির উপর তিনবার বেলচা মারেন, প্রতিটি আঘাতে এর থেকে এক একটি আলো বিচ্যুরিত হতো এবং এই আলোতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিরিয়া, ইরান এবং ইয়েমেনের শহর সমূহ দেখে নিলেন আর এই তিনটি দেশ বিজয় হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুসংবাদ দিলেন।

(শরহে যুরকানী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৩১)

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: অনবরত উপবাসের কারণে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেট মুবারকে পাথর বাঁধা দেখে আমার অন্তর কেঁদে উঠলো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে এলাম, স্ত্রীকে বললাম: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি, তা দেখে আমি আর ধৈর্যধারন করতে পারলাম না। ঘরে কি খাবারের কিছু আছে? তিনি বললেন: ঘরে এক সা' (প্রায় সাড়ে চার কিলো) যব ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি বললাম: তুমি দ্রুত এই যবগুলো পিসে খামির বানিয়ে নাও আর আমি আমাদের ঘরের পালিত ছাগলের ছানাটি জবাই করে এর মাংস কেটে দিচ্ছি এবং স্ত্রীকে বললেন: তুমি দ্রুত মাংস ও রুটি তৈরী করো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডেকে আনছি। যাওয়ার সময় স্ত্রী বললেন: দেখুন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়া শুধুমাত্র কয়েকজন সাহাবীকেই সাথে আনবেন, কেননা খাবার কম, অধিক লোক এনে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিবেন না।

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পরিখায় এসে নিম্নস্বরে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এক সা' আটার রুটি এবং একটি ছাগল ছানার মাংস আমি ঘরে প্রস্তুত করিয়েছি, সুতরাং আপনি কয়েকজন লোক নিয়ে এসে খেয়ে নিন, একথা শুনে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে পরিখা খননকারীরা! জাবির (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) খাবারের দাওয়াত দিয়েছে, সুতরাং সবাই তাঁর ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে নাও, অতঃপর আমাকে ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ আমি আসবো না রুটি পাকাবে না, সুতরাং যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আসলেন তখন খামির করা আটায় **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিয়ে বরকতের দোয়া করলেন এবং মাংসের পাতিলেও **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিলেন। অতঃপর রুটি পাকানোর আদেশ দিলেন এবং এটাও ইরশাদ করলেন: পাতিল চুলা থেকে নামাবে না। যখন রুটি বানানো হয়ে গেলো তখন হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্ত্রী পাতিল থেকে মাংস বের করে করে দিতে শুরু করলেন, এক হাজার(১০০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন কিন্তু খামির করা আটা পূর্বে যতটুকু ছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গেলো এবং পাতিল চুলার উপর রীতিমত উতলে পরতে লাগলো।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১, হাদীস নং- ৪১০১, ৪১০২)

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পাত্রের মধ্যখানে খাওয়া হাঁড় (Bones) একত্র করলেন এবং এর উপর আপন হাঁত মুবারক রাখলেন আর কিছু পাঠ করলেন যা আমি শুনিনি। এই মাত্র যেই ছাগলের মাংস খেয়েছিলেন, সেই ছাগলই হঠাৎ কান নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: তোমার ছাগল নিয়ে যাও! আমি ছাগলটি আমার স্ত্রীর নিকট নিয়ে গেলাম। সে (আশ্চার্য হয়ে) বললো: এটা কী? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! এটি আমাদের ঐ ছাগল, যাকে আমরা জবাই করেছিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ায় **আল্লাহ পাক** একে জীবিত করে দিলেন! একথা শুনে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অষ্ফুটে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকে**র রাসূল। (খাসায়িছুল কোবরা, ২/১১২)

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুস্তফার উৎকর্ষতার ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত আমাদের এখানে খাবার কম হলে এবং খাওয়ার লোক বেশি হয়ে গেলে তখন খাবারের আয়োজন বাড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, এখন ভাবুন! প্রায় চার কিলো আটা এবং ছাগলের একটি ছানা কিন্তু **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের বরকতে এতটুকু খাবার শুধু সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্পূর্ণ দলের জন্য যথেষ্ট হয়নি বরং যতটুকু রান্না করা হয়েছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট রইল অতঃপর ছাগলের হাঁড়ের উপর কিছু পাঠ করাতে তা মাংস ও চামড়ায় বেষ্টিত হয়ে পূর্বের ন্যায় কান নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে গেলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে যা কিছু বলেছেন, আসুন! এর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শ্রবণ করি: ✲ যেসকল লোকেরা খাবার খেয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো ১৪০০ জন। তাঁদের মধ্যে এক হাজার জন তো খন্দক খননকারী ছিলেন এবং চারশত জন ঐ

ব্যক্তিরা ছিলেন, যারা পরে অবশিষ্ট ছিলেন, যারা মদীনার ঘরে, বাজারে ছিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার শিশু (বরং) মহিলারাও এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোটকথা খাবার খাওয়ার লোকদের মেলা বসে গিয়েছিলো। সৌভাগ্যবান ছিলেন সেই লোকেরা, যারা বরকতময় খাবারে অংশগ্রহণ করেন। ✻ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসকল লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেইদিন লঙ্গর **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ছিলো, ঘর হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর, সুতরাং এই ঘোষণা এবং দাওয়াত একেবারেই সঠিক ছিলো। যে জিনিষ ব্যবহার করাতে কমে যায় না তা মালিকের অনুমতি ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন কারো প্রদীপের আলোয় অধ্যয়ন করে নেয়া, কারো দেয়ালের ছায়া গ্রহণ করা। আজ এই খাবার সেই আহারকারীদের ব্যবহারে কমবে না, তাই হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর অনুমতি ছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। ✻ হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) সকল লোকদের দাওয়াত দেয়া এবং তাঁদের মাঝে ঘোষণা করে দেয়াতে আশ্চার্য হয়ে গেলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশ্চার্য হওয়া অবলোকন করলেন এবং সান্তনা দেয়ার জন্য ইরশাদ করলেন: ঘাবড়িও না **আল্লাহ পাক** দয়া করবেন, যা আনবে তাই খাওয়াবো, তুমি শুধু এতটুকু করবে যে, আমার আসার পূর্বে পাতিল চুলা থেকে নামাবে না এবং আটা পাকানো শুরু করবে না, অতঃপর **খোদার কুদরতের** কারিশমা দেখো। ✻ এই ঘটনায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের অনেক বড় মুজেযা রয়েছে: মাংসের টুকরোয় আধিক্য ও বরকত, ঝোলে বরকত, ঝোলের লবন, মরিচ, মসলা এবং ঘিয়ে বরকত ও আধিক্য, আটায় বরকত ও আধিক্য, যে লাকরি দিয়ে এই খাবার পাকানো হলো তাতে বরকত, রুটি পাকানোর হাতে শক্তি ও সামর্থ্য, অন্যথায় এত বড় দলের দাওয়াতের জন্য কয়েক মণ মাংস, লাকড়ি, আটা, অনেক বাবুর্চি এবং অনেকগুলো চুলোর প্রয়োজন ছিলো, যেমনটি বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ✻ হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর লাঠির মাধ্যমে পাথরের মধ্য থেকে ১২টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এখানে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের মাধ্যমে পাতিলে মাংসের টুকরো এবং ঝোলের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/১৭৭-১৭৯)**

✻ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✻ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
✻ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✻ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার মুজেযার সংজ্ঞা শুনে নিই।

মুজেযার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুজেযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: ঐসকল কাজ যা সংগঠিত করা বরং তা বুঝতে সৃষ্টি অক্ষম, তাকে **“মুজেযা”** বলে। শরীয়তের পরিভাষায় মুজেযা ঐসকল আশ্চার্যজনক অস্বাভাবিক কাজ, যা নবুয়তের দাবীকারীর দ্বারা প্রকাশ পায়। নবুয়তের দাবী করার পূর্বে যে অস্বাভাবিক কাজ নবীর দ্বারা প্রকাশ পায় তকে **“ইরহাস”** বলে। আউলিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এর দ্বারা যে সকল আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **“কারামত”** বলে। সাধারণ মুমিনের দ্বারা যদি কখনো কোন আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **“মাউনাত”** বলে। এবং অমুসলিমের দ্বারা যে সকল আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **“ইসতিদরাজ”** বলে। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: অনেক নবীদের মুজেযা কাহিনী (Parables) হয়ে গেছে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক মুজেযা কিয়ামত পর্যন্ত দেখা যাবে, অধিকহারে আলোচনা, কোরআনে মজীদের প্রেম, পাথর ও প্রাণীর শরীরে **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর লিখিত নাম পাওয়া ইত্যাদি এগুলো জীবন্ত মুজেযা। আউলিয়ায়ে কিরামের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) কারামত **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জীবন্ত মুজেযা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/১৬২)**

মুজেযার সমষ্টি

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! মুজেযা নবীর নবুয়তের দলীল হয়ে থাকে, সুতরাং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক নবীকে সেই যুগের অবস্থা এবং উম্মতের চিন্তা ভাবনার উপযুক্ততা অনুযায়ী মুজেযা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন; হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নবুয়তের যুগে যেহেতু জাদুর মাধ্যমে কৃতিত্ব দেখানো সফলতার

উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁকে **"ইয়াদে বাইদা"** (আলোকিত ও উজ্জল হাত) এবং **"আছা"** (লাঠি) এর মুজেযা দান করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জাদুকরের জাদুর কৃতিত্বের উপর এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করেন যে, সকল জাদুকর সিজদায় পরে গেলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলো। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান (চিকিৎসার ইউনানী পদ্ধতি) খুবই উন্নতি লাভ করেছিলো এবং সেই যুগের ডাক্তাররা বড় বড় রোগের চিকিৎসা করে নিজেদের দক্ষতায় সকল মানুষকে নিজেদের কাবু করে নিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জন্মান্ধ এবং কুষ্ট রোগে আক্রান্ত মানুষদের আরোগ্য দান করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজেযা দান করেন, যা দেখে তাঁর যুগের ডাক্তারদের হুঁশ উড়ে গেলো এবং তারা আশ্চার্য হয়ে গেলো, অবশেষে তারা তাঁর মুজেযাকে মানবিক উৎকর্ষতা থেকে অনেক উচ্চ মেনে নিয়ে তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করে নিলো। মোটকথা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থা অনুযায়ী এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বভাব অনুযায়ী কাউকে একটি, কাউকে দু'টি আর কাউকে এর চেয়েও বেশি মুজেযা দান করা হয়েছে। কিন্তু **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সকল নবীদেরও নবী এবং তাঁর পবিত্র চরিত্র সকল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র চরিত্রের সারমর্ম আর তাঁর শিক্ষা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শিক্ষার নির্যাস ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে একটি সর্বজন গৃহিত ধর্ম নিয়ে তাশরীফ আনেন এবং সমগ্র জগতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সম্প্রদায় ও মিল্লাতের উদ্দেশ্যেই **তাঁর** পবিত্র দাওয়াত ছিলো, তাই **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাকে পূর্ববর্তী নবীদের সকল মুজেযার সমষ্টি বানিয়ে দিয়েছেন এবং **তাঁকে** বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মুজেযা দ্বারা ধন্য করে দিয়েছেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭১২-৭১৪ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও এমন অসংখ্য মুজেযা দ্বারাও **আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ধন্য করেন, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব ছিলো। অর্থাৎ তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল উৎকর্ষতা ও মুজেযা, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলকে দান করা হয়নি। (সীরাতে মুস্তফা, ৮২০ পৃষ্ঠা) সুতরাং **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা হলো সেই স্বত্বা, যাতে সকল মুজেযা একত্র করে দিয়েছেন।

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালবাসা এমন একটি সমুদ্রের ন্যায়, যার গভীরতা এবং কিনারা আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসা ও দয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমেরও বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি **১১**তম পারার সূরা তাওবার **১২৮** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই **রাসূল**, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

আসুন! উম্মতের প্রতি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগ্রহ ও দয়ার একটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন।

উম্মতের জন্য দোয়া

রাসূলে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে তিনটি চাহিদা দান করেছেন। আমি দুইটি (তো দুনিয়াতেই) আরয করে নিলাম: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ" হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের মাগফিরাত করুন, হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের মাগফিরাত করুন। "وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ" এবং তৃতীয় চাহিদাটি সেইদিনের জন্য রেখে দিয়েছি, যেদিন **আল্লাহ**র সৃষ্টি আমার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে, এমনকি (**আল্লাহ পাকে**র নবী) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও আমার মুখাপেক্ষী হবেন।

মনে রাখবেন! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মর্যাদা, আর তিনিও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি কামনাকারী হবেন। **(মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিনা ওয়া কসরুহা, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০৪)**

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হে গুনাহগার উম্মত! তোমরা কি নিজের **মালিক ও মওলা**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নম্রতা ও দয়ার আধিক্য নিজেদের অবস্থার প্রতি দেখছো না যে, **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে তিনটি চাওয়া **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অর্জিত হয়েছে যে, যা চান চেয়ে নিন, প্রদান করা হবে। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে চাওয়া নিজের পবিত্র স্বত্বার জন্য অবশিষ্ট রাখেননি, সবই তোমাদের কাজে ব্যয় করে দিলেন, দু'টি চাওয়া দুনিয়াতেই চেয়ে নিলেন, তাও তোমাদের জন্য, তৃতীয়টি আখিরাতের জন্য রেখে দিলেন, তা তোমাদের সেই মহান প্রয়োজনের জন্যই, যখন **দয়ালূ মওলা, রউফুর রহীম আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া আর কেউ কাজে আসার থাকবে না। ঐ স্বত্বার শপথ **যিনি তাঁকে** দয়ালু করেছেন! কখনো কোন মা তার একমাত্র প্রিয় সন্তানের প্রতি কখনোই এত দয়ালূ নন, যতটুকু **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের একজন উম্মতের প্রতি দয়ালূ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৯/৫৮৩)**

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি কতটুকু ভালবাসা জ্ঞাপন করেন, আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **তাঁকে** ভালবাসা, **তাঁর** সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং অন্যান্য মুসলমানকেও সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করা। দয়ালু **আল্লাহ** আমাদের সবাইকে সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবার উচ্চ ও উত্তম আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল আম্বিয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সকল উৎকর্ষতা, সকল ভাল দিক, গুণাবলী এবং সকল মুজেযা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বায় বিদ্যমান। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত কোরআনে পাকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

৩য় পারা সূরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে **আল্লাহ** কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ১ম খন্ডের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে করীমার আলো লিপিবদ্ধ রয়েছে: ✻ যার সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে যে, **'আমি তাঁকে** মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছি' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের **আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। ✻ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অশেষ মর্যাদা সকহারে সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ফযীলত দান করেছেন। ✻ এই স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম উল্লেখ না করাও তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই। এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো যে, যখনই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ফযীলতের উল্লেখ করা হয় তখন অন্য কারো প্রতি মনযোগ যেনো না যায় বরং শুধুমাত্র **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাই যেনো মনে আসে। ✻ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা যা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর প্রাধান্য ও উত্তম এবং এর মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কেউ অংশীদার নেই, তা অসংখ্য। কেননা কোরআনে করীমে এরূপ ইরশাদ হয়েছে যে, মর্যাদা উন্নীত করেছি এবং এই মর্যাদার কোন সীমা কোরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়নি, তাই এই মর্যাদা সীমা কেইবা লাগাতে পারে। ✻ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অর্জিত বিশেষত্ব সমূহের মধ্যে কিছু হলো যে, **তাঁর** রিসালত সর্বসাধারনের জন্য অর্থাৎ সমস্ত জগত **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চেয়ে বেশি মুজেযা দান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে সকল উম্মতের মাঝে উত্তম করা হয়েছে। হাউজে কাওসার, মকামে মাহমুদ, শাফায়াতে কুবরা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। শবে মেরাজে **আল্লাহ পাকের**

বিশেষ নৈকট্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অর্জিত। এছাড়াও অসংখ্য বিশেষত্ব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। (মাদারিক, ২৫৩নং আয়াতের পাদটীকা, ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা। জমল, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩১০। খাযিন, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটীকা, ১/১৯৩-১৯৪। বায়যাভী, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৫৪৯-৫৫০)(তাফসীরে সীরাতুল জীনান, ১/৩৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য মুজেযা, **আল্লাহ পাক** আপন দয়ায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন এমন মহান ক্ষমতা দান করেছেন, যার কোন অনুমানও করা যাবে না, যেমন; **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেন, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করার ফলে ডুবন্ত সূর্য ফিরে এলো, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাথরকে পানিতে সাতাঁর কাটালেন, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" থুথু মুবারক নিক্ষেপ করে লবণাক্ত কূপকে শিষ্ট করে দিলেন। **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন। **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" গাছ ও পাথরের সাথে কথা বললেন, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" গাছ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" সামান্য দুধ সত্তরজন লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো, **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" সামান্য খাবার অনেক বড় দলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো এবং **"আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে প্রাণীরাও মানুষের মত কথা বলতে লাগলো, মোটকথা! **আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "মাদানী দরস"

হে আশিকানে রাসূল! দয়ালূ আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি **তাঁর** সুন্নাত সমূহ এবং বাণী সমূহের প্রতি আমল করা প্রেরণা বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে

সম্পৃক্ত থেকে ১২টি দ্বীনি কাজে লিপ্ত হয়ে যান। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ড এবং **ফয়যানে সুন্নাত** ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) **গীবত কে তাবাকারিয়া** এবং (২) **নেকীর দাওয়াত** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **"মাদানী দরস"** বলা হয়। ✯ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✯ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✯ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে।

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের দরসে"** অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলো, এভাবে **"মাদানী দরস"** এর বরকতে তার পূর্ববর্তী জীবনের

গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সাহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধনভান্ডার বন্টনকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! আমরা **মুস্তফার মুজেযা** ও **মুস্তফার উৎকর্ষতা** সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! যত অধিকহারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা থেকে মুজেযা প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোন নবী থেকে এত বেশি মুজেযা প্রকাশ হয়নি। হাদীসে মুবারাকায় এরূপ ঘটনাবলী পাওয়া যায় যে, যখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে সামান্য খাবার অনেক লোকের জন্য এবং কয়েক মাসের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। সেই ঘটনাবলী দ্বারা অনুমান করুন যে, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ক্ষমতা দান করেছেন। যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত উঠে যেতো বা যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঠোঁট নড়ে যেতো, দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত তার নিয়তি হয়ে যেতো। আসুন! মুস্তফার ভালবাসা বৃদ্ধি করার জন্য আরো তিনটি মুজেযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

১. হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু খাবার চাইলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অর্ধেক ওসক (অর্থাৎ প্রায় ১২০ কিলোগ্রাম) যব দিয়ে দিলেন, সেই লোক, তার স্ত্রী এবং তার মেহমানরা (অনেকদিন যাবৎ) সেই যবই খেতে থাকে, এমনকি একদিন সেই ব্যক্তি সেই যব ওজন করে নিলো। অতঃপর সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তা ওজন না করতে তবে তুমি সেই যব খেতে থাকতে এবং তা সর্বদা অবশিষ্ট থাকতো। **(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু মুজেযা তিন নবী, ৯৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৪৬)**

২. প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হলো, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলাম এবং

আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই খেজুরে বরকতের দোয়া করে দিন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই খেজুরগুলো একত্র করে বরকতের দোয়া করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি এগুলো তোমার থলেতে রেখে দাও এবং তুমি যখন চাও হাত ঢুকিয়ে তা থেকে বের করতে থাকো কিন্তু কখনো থলে একেবারে খালি করে দিও না। সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই খেজুরগুলো থেকে নিজেও খেতেন, মানুষদেরও খাওয়াতেন এবং মণ মণ হিসেবে **আল্লাহ**র পথেও দিতেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বদা এই থলেটি নিজের কোমড়ে বেঁধে রাখতেন, এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদতের দিন থলেটি তাঁর কোমড় থেকে কেটে কোথাও পরে যায়।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, বাবু মানাকিবি লি আবী হুরায়রা, ৫/৪৫৪, হাদীস নং-৩৮৬৫)

৩. হযরত বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট একটি ছাগল ছিলো। তিনি এর দুধ দ্বারা ঘি বানিয়ে একটি মশকে জমা করলেন, যখন মশক পূর্ণ হয়ে গেলো তখন বাঁদীকে দিয়ে সেই মশক **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন, যেনো তা দিয়ে রান্না করেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার মশক খালি করে ফিরিয়ে দাও। খালি মশক ঘরে পৌঁছলো এবং যখন বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا দেখলেন তখন আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, মশক যেমনি ছিলো তেমনি পূর্ণ রয়েছে এবং এতে ঘিও তাই রয়েছে, বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করলেন: সেই মশক কি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে যাওনি? সে বললো: আমি তেমনি করেছি, যেমন আপনি বলেছেন, চাইলে আপনি নিজে গিয়ে যাচাই করে নিন। হযরত বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমি আপনার খেদমতে ঘি'র মশক পাঠিয়েছিলাম, সেই স্বত্বার শপথ! যিনি আপনাকে হেদায়ত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, সেই মশক পূর্বের ন্যায় পূর্ণ রয়েছে এবং তা থেকে পূর্বের ন্যায় ঘি গড়িয়ে পরছে। তখন **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তুমি এই বিষয়ে আশ্চার্য হচ্ছো? **আল্লাহ পাক** তোমাকে খাইয়েছে, যেমনিভাবে তুমি **তাঁর নবী**কে খাইয়েছো, খাও এবং খাওয়াও। উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন:

আমি ঘরে ফিরে এলাম এবং আমি এই ঘি বিভিন্ন পাত্রে ঢেলে রাখলাম এবং কিছু ঘি সেই মশকে রেখে দিলাম, যা দিয়ে আমি এক কি দুই মাস রান্না করেছি।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আলামাতিন নববী, ৮/৫৪৩, হাদীস নং-১৪১২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

টেলিথোনের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর পথে ব্যয় করাতে অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে সদকার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন: সদকা **আল্লাহ পাকে**র রাগকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সদকাতি, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪)** সদকা মন্দের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৪, হাদীস নং-৩৬৫১)** সদকা গুনাহকে মুছে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। **(তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২/১১৮, হাদীস নং-৬১৪)** মুসলমানের প্রদত্ত সদকা বয়সকে বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৬, হাদীস নং-৩৫৭৮)** সদকা সত্তর ধরনের বালাকে (বিপদ) দূর করে, যার মধ্যে আসমানী বিপদ, শরীর পরিবর্তন হওয়া এবং সাদা দাগ।

(তারিখে বাগদাদ, ৮/২০৪, হাদীস নং-৪৩২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময় এমন যে, যাতে ধন সম্পদ ব্যয় করা ছাড়া কোন কাজ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমনকি দ্বীনের কাজ করা, দ্বীনের শিক্ষাকে প্রসার করা, জামেয়া ও মাদরাসা চালানো এবং ইলমে দ্বীনের উন্নতির জন্যও পদে পদে অধিকহারে পুঁজির প্রয়োজন হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শেষ যুগে দ্বীনের কাজও দিরহাম ও দীনার দ্বারাই হবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ২০/২৭৯, হাদীস নং-৬৬০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ৮০টি বিভাগের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাতের বার্তাকে প্রচার ও প্রসার করছে, যাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, এই বিভাগগুলোর মধ্যে জামেয়াতুল মদীনা এবং

মাদরাসাতুল মদীনাও রয়েছে, যেখানে কোরআনে করীম এবং ইলমে দ্বীনের শিক্ষা ফ্রি প্রদান করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুনিয়া জুড়ে তিন হাজারেরও অধিক মাদরাসাতুল মদীনায় প্রায় একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরও অধিক শিশু কোরআনে শিক্ষা অর্জন করছে। আর এই পর্যন্ত প্রায় তিন লাখেরও বেশি শিশু মাদরাসাতুল মদীনা থেকে হিফয ও নাজেরা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। দুনিয়া জুড়ে ছয়শত ছয়টি (৬০৬) জামেয়াতুল মদীনায় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনি দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছে, শুধুমাত্র এই দু'টি বিভাগের ব্যয় বাৎসরিক কোটি টাকার উপর।

দেশ বিদেশে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচালিত **মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা**র ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের সদকা দ্বারা সহায়তা করুন। নিজের মৃত আত্মীয়দের ইসালে সাওয়াবের জন্য ইউনিট জমা করান। বেশি না হলেও পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে কমপক্ষে এক একটি করে ইউনিট তো অবশ্যই জমা করান এবং অপরকেও এর প্রেরণা দিন। ইউনিট জমা করানো কোন লক্ষ্য ঠিক করে এখন থেকেই এর জন্য যোগাযোগ শুরু করে দিন। **আল্লাহ পাক** আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসার কিছু সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✲ নিতম্ব জমীনে রাখুন, উভয় হাঁটু দাঁড় করে দুহাত দ্বারা জড়িয়ে ধরুন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত। (কিন্তু উভয় হাঁটুর উপর কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম।) (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩৭৮) ✲ চারজানু হয়ে বসাও নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমাণিত। ✲ যেখানে কিছুটা রোদ এবং কিছুট ছায়া থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। **নবী করীম, রউফুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায় আর সেটার কিছু অংশ রোদ ও কিছু অংশ ছায়া হয়ে যায়, তবে তার সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।" (আবু দাউদ, ৪/ ৩৪৪, হাদীস নং- ৪৮২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

চারিদিকে ছড়িয়ে আছে নূর

সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফাতাওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করবে অতঃপর যা ইচ্ছা করবে (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারবে)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচিৎ সে যেনো আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস নং-৬০৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! রবিউল আউয়াল সেই মুবারক ও মহত্বপূর্ণ মাস, যার জন্য আশিকানে রাসূল সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। এই মাস আসতেই সারা দুনিয়ার মুসলমান আপন **মাহবুব আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত দিবস (অর্থাৎ মিলাদ বা মওলুদ শরীফ) বড়ই শান ও শওকত এবং খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উদযাপন করে থাকে, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা যেতেই মুস্তফার গোলামরা, আশিকানে মিলাদে মুস্তফারা খুশিতে দুলে উঠে, যেনো চারিদিকে বসন্তময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, উৎসাহের বাগান দুলতে থাকে, অন্তরের কলি ফুটতে থাকে এবং সৌভাগ্যবানদের ঠোঁটে নাত এবং দরূদ ও সালাম শুরু হয়ে যায়, আশিকানে রাসূল নিজেদের ঘর, এপার্টম্যান্ট, গলি, মহল্লা, বাড়ি, দোকান এবং বাজার সাজিয়ে থাকে, ইজতিমায়ে মিলাদ ও নাত মাহফিল থেকে আসা صَلِّ عَلٰى এর শ্লোগান কর্ণকুহরে মধু বর্ষন করতে থাকে, এমন কেনইবা হবে না, কেননা এই মুবারক মাসে সেই **নূর ওয়ালা আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন যে, ✯ **যাঁর** নূরে এই জগত আলোকিত হয়েছে, ✯ **যাঁর** নূরে জমিন ও আসমান আলোকিত হয়েছে, ✯ **যাঁর** নূর থেকে সূর্য ও চাঁদ আলো পেয়েছে, ✯ **যাঁর** নূর থেকে তারকা ও নক্ষত্ররাজি আলোকিত, ✯ **যাঁর** নূরে অন্ধকার শেষ হয়ে গেছে, ✯ **যাঁর** নূরে অজ্ঞতার অন্ধকার

দূর হয়ে গেছে, ✻ **যাঁর** নূরে পথহারারা পথনির্দেশনা পেলো এবং সেই পথহারা লোকেরা এই **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের সদকা পেয়ে চাঁদ ও তারা হয়ে স্বয়ং নিজেরাই নূরের আলো বন্টন করতে লাগলো। সেই **নূরানী আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২ রবিউল আউয়ালেই এই ধরাতে তাশরীফ নিয়ে আসেন।

আল্লাহ পাকের লাখো কোটি শুকরিয়া, যিনি আরো একবার ১২ রবিউল আউয়ালের পবিত্র নূরানী রাত নসীব করেছেন। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতে শুভাগমন ঘঠেছে। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যা সকল রাতের সর্দার। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যেই রাতে আমেনার ঘর থেকে এমন নূর চমকালো, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেছে। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام পূর্ব ও পশ্চিমে এবং খানায়ে কাবায় পতাকা উত্তোলন করেছেন। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনে ইরানের বাদশাহ কিসরার প্রাসাদে ভুমিকম্প এসেছিলো এবং তার প্রাসাদ ভেঙ্গে পরলো। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে ইরানের এক হাজার বছর ধরে প্রজ্জলিত স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিভে গেলো। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে আসমান ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়েছিলো। ✻ **আজ সেই মহান রাত,** যাতে **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরের খয়রাত বন্টন করতে এবং জগতকে আপন নূর দ্বারা আলোকিত করার জন্য এই জগতে শুভাগমন করেন। আসুন! বয়ানের পূর্বে আশিকে মাহে মিলাদ ও আশিকে মাহে রিসালত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত স্লোগান দ্বারা নূরানী রাতকে সম্ভাষণ জানাই। সম্ভব হলে মাদানী পতাকা নেড়ে নেড়ে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা, প্রেম ও ভক্তি সহকারে, **মারহাবা ইয়া মুস্তফার** সাড়া তুলি।

সরকার কি আমদ.....মারহাবা **সরদার কি আমদ.....মারহাবা**
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা **রাসূল কি আমদ.....মারহাবা**
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা **আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা**
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা **সুহনে কি আমদ.....মারহাবা**

মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার নূর সর্বপ্রথম

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আমার পিতামাতা **আপনার** প্রতি কুবরান! আমার বলুন যে, সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাক** কোন জিনিষটি বানিয়েছেন?" ইরশাদ করলেন: "হে জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! **নিঃসন্দেহে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর নূর আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"**

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩০/৬৫৮। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮)

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"হিকায়াতেঁ অউর নসিহতেঁ"** এর ৪৬৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যখন **আল্লাহ পাক** জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, জমিনকে বিস্তৃত করলেন এবং আসমানকে সুউচ্চ করলেন, তখন নিজের সত্ত্বাগত ফয়েয থেকে মুষ্ঠিভরে নিয়ে ইরশাদ করলেন: হে নূর! **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হয়ে যাও। ঐ নূর একটি নূরানী স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করে নিলো এবং এমন আলোকিত হলো যে, মহত্বের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, **আল্লাহ পাক**কে সিজদা করলো এবং বললো: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি আপনাকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি আর আপনার নাম রেখেছি **"মুহাম্মদ"**, আপনার থেকেই আমার সৃষ্টির সূচনা করবো এবং আপনার মধ্য দিয়ে আমার রিসালতের ধারাবাহিকতা সমাপ্তি ঘটাবো। অতঃপর **আল্লাহ পাক** ঐ নূরকে চার অংশে ভাগ করে এক অংশ থেকে লওহে মাহফুজ এবং দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কলম তেরী করলেন। তারপর কলমকে ইরশাদ করলেন: লিখো! তখন কলম এক

হাজার বছর পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** ভয়ে প্রকম্পিত ছিলো। এরপর কলম আরয করলো: **হে আমার দয়ালু প্রতিপালক**! কি লিখবো? ইরশাদ করলেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه লিখ। ব্যস কলম তা লিখলো এবং সৃষ্টি সম্পর্কে **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো। অতঃপর সে এই কথাগুলো লিখলো: (১) হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পিঠ মোবারকে বিদ্যমান তাঁর সন্তানদের সংখ্যা। (২) যে **আল্লাহ পাকের** অনুগত্য করবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যে তাঁর অবাধ্যতা করবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এমনিভাবে (৩) হযরত ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, হযরত মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং হযরত ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উম্মতদের ব্যাপারেও লিখলো, এমনকি যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের ব্যাপারে লিখলো: যে **আল্লাহ পাকের** অনুগত্য করল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং যে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করলো, কলম এই বাক্যটি **"তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন"** লিখতে চাচ্ছিলো, তখনই **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো: হে কলম! একটু আদব সহকারে। তখন সে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ফেটে গেলো, অতঃপর **আল্লাহ পাকের** কুদরতী হাত দ্বারা আকৃতি দেওয়া হলো। তখন থেকে কলমের মধ্যে এই বিষয়টি প্রচলিত হয়ে গেলো যে, ছাটাই করা ব্যতিত লিখে না। অতঃপর **আল্লাহ পাক** কলমকে ইরশাদ করলেন: এই উম্মতদের ব্যাপারে লিখো: এই উম্মত গুনাহ্গার আর **আল্লাহ পাক** ক্ষমাশীল। এরপর **আল্লাহ পাক** তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ অংশকে আরো চারটি অংশ করে প্রথম অংশ দ্বারা জ্ঞান, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মারিফাত, তৃতীয় অংশ দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, চোখের আলো এবং দিনের আলো সৃষ্টি করেন আর এইসব প্রকৃতপক্ষে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই নূর। অতএব **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত বিশ্বজগতের মূল। এরপর **আল্লাহ পাক** নুরের এই চতুর্থ ভাগের চতুর্থ অংশটি আমানত স্বরূপ আরশের নীচে রেখে দিলেন। অতঃপর যখন **আল্লাহ পাক** হযরত আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করলেন, তখন সেই নূরটি তার পিঠ মোবারকে রাখলেন। অতঃপর সেই মুবারক নূর সর্বদা পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের নিকট পরিবর্তিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে পাক পবিত্র এবং সম্মানিত অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

অতঃপর যখন **আল্লাহ পাক নুরে মুহাম্মদী**কে সায়্যিদা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র পেট মোবারকে স্থানান্তর করলেন, তখন সেই স্থানান্তরের পরপরই বড় বড় নিদর্শনসমূহও প্রকাশ হতে লাগলো। সমস্ত সৃষ্টি একে অপরকে সুসংবাদ দিতে লাগলো, জমিন ও আসমানে ঘোষণা করে দেয়া হলো: **হে আরশ**! সম্মান ও গাম্ভির্যতার নেকাব পড়ে নাও। **হে কুরসী**! অহংকারের পোশাক পড়ে নাও। **হে সিদরাতুল মুনতাহা**! আনন্দে উদ্বেলিত হও। **হে ভয় ও প্রভাব প্রতিপত্তির নূর সমূহ**! তুমি খুব আলোকিত হয়ে যাও। **হে জান্নাত**! সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়ে যাও। **হে প্রাসাদের হুরেরা**! তোমরাও উচ্চ স্থান থেকে দেখো। **হে রিদওয়ান** (জান্নাতের দারোয়ান)! জান্নাতের দরজা খুলে দাও এবং হুর ও গিলমানদের সাজ-সজ্জার জিনিষ দিয়ে সুশোভিত করে জগতকে সুবাসিত করে দাও। **হে মালিক** (জাহান্নামের দারোয়ান) জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দাও। কেননা আজকের রাতে আমার কুদরতরে ভান্ডারের লুকানো নূর আব্দুল্লাহ্ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) থেকে আলাদা হয়ে আমেনা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) এর পবিত্র পেটে মধ্যে স্থানান্তর হতে যাচ্ছে এবং যেই মুহুর্তে এই নূর স্থানান্তর হবে, সেই মুহুর্তে মধ্যে **আমার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে পরিপূর্ণ আকৃতি দান করবো। বর্ণিত রয়েছে: **নুরে মুহাম্মদী** স্থানান্তরের রাতে প্রত্যেক ঘর ও বাড়িতে নূর প্রবেশ করেছে এবং প্রত্যেক চতুস্পদ প্রাণী কথাবার্তায় মত্ত হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: "যতদিন পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার পেটে অবস্থানরত ছিলেন, আমি কখনো ব্যাথা ও কষ্ট, বোঝা বা পেটে মুচড়নো অনুভব করিনি। সম্পূর্ণ ৯ মাস পর **তাঁর** সৌভাগ্যময় জন্ম হয়ে গেলো।" (হিকায়াতে অউর নসীহতেঁ, ৪৬৮-৪৭৩ পৃষ্ঠা)

হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا স্বয়ং বলেন: যখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই জগতে শুভাগমন করেন তখন একটি নূর বের হলো, যার ফলে সকল কিছু আলোকিত হয়ে গেলো, এমনকি নূর ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। (খাসায়িচুল কোবরা, ১/৭৮)

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরো বলেন: **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্মের সময় আমি একটি নূর দেখলাম, যার ফলে সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে গেলো এবং আমি সেই প্রাসাদগুলো দেখলাম। (খাসায়িচুল কোবরা, ১/৭৮)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জগতে বশর (মানব) হয়ে আগমন করেন। কিন্তু **তাঁর** মূল সত্বা হলো নূর। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানবও এবং নূরও অর্থাৎ নূরানী মানব। প্রকাশ্য শরীর মুবারক মানব এবং সত্বা হলো নূর। (রিসালায়ে নূর ও রিসালায়ে নাঈমিয়া, ৩৯ পৃষ্ঠা) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মানব হওয়াকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। সরকারে আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মানব হওয়াকে একেবারে অস্বীকার করা কুফর।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৪/৩৫৮)

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানিয়্যত সম্পর্কিত আয়াতে করীমা

মনে রাখবেন! কোরআনে পাকেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূর ইরশাদ করা হয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ৬ষ্ট পারার সূরা মায়েদার **১৫**নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।

তাফসীরে **"খাযায়িনুল ইরফানে"** রয়েছে: (এই আয়াতে) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **"নূর"** বলা হয়েছে, কেননা **তাঁর** (ওসীলায়) কুফরের অন্ধকার দূর হয়েছে এবং সত্যপথ প্রকাশিত হয়েছে। **(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৬ষ্ট পারা, আল মায়েদা, ১৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২১১ পৃষ্ঠা)** এই আয়াতের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী, ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান বাগভী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম নাসিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাভী, আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ নাসাফী, আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ খাযিন, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সহ আরো অনেক মুফাসসীর رَحِمَهُمُ اللهُ বলেন: আয়াতে করীমায় বিদ্যমান শব্দ **"নূর"** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্বা। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, ডিসেম্বর ২০১৭, ৮ পৃষ্ঠা)**

আর ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫,৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির নাযির করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে; এবং **আল্লাহ**র প্রতি **তাঁর** নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।

প্রসিদ্ধ কোরআনের মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কোরআন শরীফে সূর্যকেও এক স্থানে সিরাজুম মুনির (প্রজ্জলিত প্রদীপ) বলা হয়েছে, কেননা তা জ্বলেও আবার জ্বালায়ও। এই সূর্য চাঁদ তারাকে আলোকিত করে, কেননা এসব সূর্য থেকেই আলো পেয়ে থাকে এবং ঝলমল করে। অনুরূপভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও সিরাজুম মুনির (প্রজ্জলিত প্রদীপ) বলা হয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ংও চমকাচ্ছে এবং সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) ও আউলিয়াউল্লাহ (رَحِمَهُمُ اللهُ) কে নূর বানাচ্ছেন, কেননা তাঁরা সবাই **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কারণেই ঝলমল করছে। **(রিসালায়ে নূর ও রিসালায়ে নাঈমিয়্যা, ১২ পৃষ্ঠা)**

আর হযরত আল্লামা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াত (يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ) এর আলোকে যা কিছু বলেছেন, তার সারমর্ম কিছুটা এমন: ✻ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরে নবুয়ত হাজারো সূর্য থেকেও বেশি আলো দিয়েছে। ✻ কুফর এবং শিরকের অন্ধকারকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় নূর দ্বারা দূর করেছেন। ✻ মারিফাত (**আল্লাহ পাকের** পরিচয়) এবং **আল্লাহ**র একত্ববাদ পর্যন্ত পথকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** স্বীয় নূর দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। ✻ পথভ্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় হেদায়তের নূর দ্বারা সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ✻ মানুষের চোখকে, অন্তরকে এবং রূহকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরে নবুয়ত দ্বারা আলোকিত করেছেন। ✻ বাস্তবতা হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্বা জগতকে আলোকিতকারী এমন সূর্য, **যিনি** হাজারো সূর্যকে আলোকিত করেছেন।

(খাযায়িনুল ইরফান ২২তম পারা, সূরা আহযাব, ৪৫-৪৬ নং আয়াতের পাদটীকা, ৭৭৫ পৃষ্ঠা)

১৮তম পারা সূরা নূরের ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ
مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ আসমান ও জমিনসমূহকে আলোকিতকারী। তাঁর নূরের উপমা এমনই যেমন একটা তাক, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই আয়াতে مَثَلُ نُوۡرِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

৩০তম পারা সূরা ফজরের ১ ও ২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالۡفَجۡرِ ۙ﴿۱﴾ وَلَيَالٍ عَشۡرٍ ۙ﴿۲﴾

(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১,২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই ভোর বেলার শপথ, এবং দশ রাতের।

এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে লিখা রয়েছে: وَالۡفَجۡرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, এই কারণেই যে, ঈমানে উজ্জলতা জগতজুড়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। **(শিফা শরীফ, ১/৩৪)**

অনুরূপভাবে ৩০তম পারা সূরা তারিকের ১-৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾

(পারা ৩০, সূরা তারিক, আয়াত ১-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আসমানের শপথ, এবং রাতে আগমনকারীর; এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন, সে-ই রাতে আগমনকারী কি? (তা হচ্ছে) অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা।

এই আয়াতে মুবারাকায় النَّجْمُ الثَّاقِبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্বা। (শিফা শরীফ, ১/৩৭)

৩০তম পারা সূরা দোহার ১ ও ২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾

(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১,২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: চাশতের (পূর্বাহ্ন) শপথ এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে।

মুফাসসীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ বলেন: চাশত দ্বারা মুস্তফার সৌন্দর্যের নূরের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এবং রাত দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চুলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। (রুহুল বয়ান, আদ দোহা, ২নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৪৫৩)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূর কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসন! নূরের সংজ্ঞা এবং এর প্রকার সম্পর্কে শ্রবণ করে নিই।

নূরের অর্থ হলো: আলো, ঝকমকে এবং আলোকিত। কখনো এমনও হয় যে, যা থেকে আলো প্রকাশ পায় তাকেও নূর বলে দেয়া হয়। যেমন; সূর্যকে নূর বলা হয়, এই কারণেই যে, এর থেকে নূর বের হয়। অনুরূপভাবে লণ্ঠনকেও নূর বলে দেয়া হয়। (রিসালায়ে নূর ও রিসালায়ে নাঈমিয়্যা, ৪ পৃষ্ঠা)

নূর দুই প্রকার: (১) নূরে হিসসী (২) নূরে আকলী

নূরে হিসসী ঐ নূরকে বলা হয়, যা চোখে দেখা যায়। যেমন; সূর্য, প্রদীপ এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদির আলো।

নূরে আকলী ঐ নূরকে বলা হয়, যা চোখে তো অনুভব করা যায় না কিন্তু জ্ঞান বলে যে, এটা নূর। এই অর্থে ইসলামকে, হেদায়তকে এবং জ্ঞানকে নূর বলা হয়। (রিসালায়ে নূর ও রিসালায়ে নাঈমিয়্যা, ৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানীয়্যত এমন যে, যা জ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত এবং অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানীয়্যতকে নিজের চোখে অবলোকেন করেছেন। আমাদের **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর হওয়া সম্পর্কীত জ্ঞানের দলীল দিকে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ✻ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের ছায়া না থাকা নূর হওয়ার নিদর্শন। ✻ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর থকে এমন সুগন্ধ বের হতো যে, অলি গলি সুবাসিত হয়ে যেতো, এটাও নূরানীয়্যতের কারণে। ✻ মেরাজ শরীফে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীর আগুন এবং বাতাসে বিদ্যমান প্রচন্ড ঠান্ডা স্থান দিয়ে অতিবাহিত হওয়া এবং কোন প্রভাব না হওয়াও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানীয়্যতেরই কারণে।

✲ অনুরূপভাবে আসমানের পরিভ্রমন করা, যেখানে বাতাস নেই সেখানেও **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জীবিত থাকা, এটাও এই কারণে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর। ✲ অনুরূপভাবে শক্কে সদরের সময় বক্ষ মুবারক থেকে অন্তরকে বের করে ফেরেশতারা তা ধৌত করা এবং **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর জীবিত থাকা, এটাও এই কারণে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর ছিলেন। **(রিসালায়ে নূর ও রিসালায়ে নাঈমিয়্যা, ৯-১০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নূর আলোকে বলে, চাকচিক্যকে বলে, আলোকিতকে বলে, আমরা দেখি যে, চাঁদও আলোকিত এবং সূর্যও আলোকিত। কিন্তু এই দু'টির আলোতে অনেক পার্থক্য রয়েছে, চাঁদ স্বয়ং আলোকিত নয় বরং সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। আর সূর্যও শুধু নিজেই নিজের আলোয় আলোকিত হয় না বরং অপরকেও আলো বন্টন করছে, চাঁদ, তারা এবং বড় বড় গ্রহানুপুঞ্জ, নক্ষত্র এসবই সূর্যের আলোয় আলোকিত।

নিঃসন্দেহে আমাদের **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও নূরানীয়্যাতের সূর্য, নূরে হাকীকী হোক বা নূরে আকলী ও মানভী হোক, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়েরই কেন্দ্র। অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং মহিলা সাহাবীরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের ঝলক দেখেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

প্রিয় নবী ﷺ এর মুচকি হাসিতে চারিদিকে আলোকিত হয়ে গেলো

(১) হযরত হিন্দ বিন আবী হালা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গাল মুবারক নরম ও স্পর্শকাতর ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ এবং দাঁত প্রশস্ত ও আলোকিত ছিলো, যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন **তাঁর** সামনের উভয় দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটি নূর বের হতো, যদি কখনো অন্ধকারে মুচকি হেসে দিতেন তখন মুবারক দাঁতের উজ্জলতায় আশপাশ আলোকিত হয়ে যেতো। **(শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, বাবু মাজা ফি খলকে রাসূলিল্লাহ, ২১,২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭, ১৪)**

আপনার মতো কেউ আসেইনি

(২) হযরত জাবির বিন সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে লাল (ডোরাকাটা) পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখি, আমি কখনো চাঁদের দিকে তাকাতাম এবং কখনো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে তাকাতাম, তখন আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারাকে চাঁদ থেকেও বেশি সুন্দর দেখেছি। (তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৭০, হাদীস নং-২৮২০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, তা থেকে কয়েকটি পয়েন্ট শ্রবন করি: ✲ সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দৃষ্টি ছিলো বাস্তব কিছু দেখার দৃষ্টি। ✲ কয়েকটি কারণে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা চাঁদ থেকেও বেশি সুন্দর ছিলো। ✲ চাঁদ শুধু রাতেই চমকায়, **মুস্তফা**র চেহারা দিন রাত চমকাতো। ✲ চাঁদ শরীরের উপর চমকায়, **মুস্তফা**র চেহারা শরীরের পাশাপাশি অন্তরের উপরও চমকায়। ✲ চাঁদ শুধুমাত্র শরীরকে আলোকিত করে আর **মুস্তফা**র চেহারা ঈমানের নূর দিয়ে থাকে। ✲ চাঁদ ছোট হয় আবার বড় হয় আর **মুস্তফা**র চেহারা ছোট হওয়া থেকে নিরাপদ। ✲ চাঁদের গ্রহণ লাগে আর **মুস্তফা**র চেহারায় কখনো গ্রহণ লাগে না। ✲ চাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় আর **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে ঈমানের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৬০)

চেহারা এমন, যেনো সূর্য চমকাচ্ছে

(৩) একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাতি হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত রাবিয়া বিনতে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে আরয করলেন: আপনি আমাকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন: "يَا بُنَيَّ لَوْ رَاَيْتَهُ رَاَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً" অর্থাৎ হে বৎস! যদি তুমি **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চেহারা দেখতে, তবে তোমার এমন মনে হতো, যেনো সূর্য চমকাচ্ছে।

(দারামী, বাবু ফি হুসনুন নবী, ১/৪৪)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "মাদানী দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে মুস্তফার সূধা পান করতে এবং নিজের অন্তরকে ইশকে মুস্তফা দ্বারা সমৃদ্ধ রাখার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হচ্ছে **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ড এবং **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) **"গীবত কে তাবাকারিয়া"** এবং (২) **"নেকীর দাওয়াত"** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **"মাদানী দরস"** বলা হয়।

☆ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি দ্বীনি কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ☆ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ☆ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ

ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✯ **মাদানী দরস,** বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✯ **মাদানী দরস** মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✯ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আসুন! **"মাদানী দরস"** এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

মাদানী দরসে বসা ব্যক্তি আলিম হয়ে গেলো

বাবুল ইসলামের (সিন্ধু প্রদেশ) একজন ইসলামী ভাই, যে নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলো এবং দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলো, এলাকার ইসলামী ভাইয়েরা তাকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে গেলো। যখন নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলো তখন একজন ইসলামী ভাই (যে মসজিদের দরজার পাশে দাড়িয়ে ছিলো) তাকে দরসে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলো। তখন সে ফয়যানে সুন্নাতের দরসে বসে গেলো। অতঃপর সে ইসলামী ভাইদের ইনফিরাদী কৌশিশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়তে শুরু করলো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, যেখানে তার উৎসাহে আরো উন্নতি ঘটলো। কয়েক সপ্তাহ পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান রিলে হলো। বয়ানের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্মিলিতভাবে তাওবা এবং বাইয়াত করালেন, তখন সেই ইসলামী ভাইও গুনাহ থেকে তাওবা করে আত্তারী হয়ে গেলো। অতঃপর সময় অতিবাহিত হতে লাগলো আর সে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। দ্বীনি পরিবেশের বরকতে তার ফিকহী মাসআলার প্রতি আগ্রহ জন্মালো তখন সে ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ১৯৯৯ সালে জামেয়াতুল মদীনায় (ফয়যানে ওসমান গণী, গুলিস্থানে জওহর, বাবুল মদীনা, করাচী) ভর্তি হয়ে গেলো

এবং ২০০৫ সালে আলিম হওয়াতে প্রিয় মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে দস্তারে ফযীলত স্বরূপ পাগড়ী শরীফ বাঁধার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানীয়্যত সম্পর্কে শুনছিলাম, **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক নূর, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর থেকে নূরের কিরণ বের হতে দেখতেন, অনরূপভাবে এটাও বর্ণিত আছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে জিনিষকে চাইতেন নূর বন্টনকারী বানিয়ে দিতেন। আসুন! **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বন্টনের ৫টি ঘটনা শ্রবণ করি।

মুস্তফার হাতের উৎকর্ষতা

(১) হযরত আসাদ বিন আবী আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার আমার চেহারা এবং বুকে আপন নূরানী হাত বুলিয়ে দিলেন। এর বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, যখনই আমি কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতাম তখন সেই ঘর আলোকিত হয়ে যেতো।

(খাসায়িসুল কুবরা, ২/১৪২। তারিখে দামেশক, ২০/২১)

চেহারা আলোকিত হয়ে গেলো

(২) হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: দু'জন সাহাবী হযরত উসাইদ বিন খুদ্বাইর এবং আব্বাদ বিন বিশর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا অন্ধকার রাতে অনেক্ষণ পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা বলতে থাকেন, যখন তারা উভয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে আপন আপন বাড়ির দিকে চলে গেলেন, তখন একটি লাঠি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোকিত হয়ে গেলো এবং তাঁরা উভয়ে এই লাঠির আলোতে পথ চলতে লাগলেন, যখন কিছুদূর গিয়ে উভয়ের বাড়ির পথ আলাদা হয়ে গেলো তখন অপরজনের লাঠিও আলোকিত হয়ে গেলো আর উভয়ে আপন আপন লাঠির আলোর সাহায্যে গভীর অন্ধকার রাতে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে গেলেন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফাদায়িল ওয়াশ শামায়িল, বাবুল কারামাতি, ২/৩৯৯, হাদীস নং- ৫৯৪৪)

গাছের ডাল আলোকিত হয়ে গেলো

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; একবার হযরত কাতাদা বিন নুমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ইশার নামায আদায় করলেন। রাত খুবই অন্ধকার ছিলো এবং আকাশে মেঘ ছেয়ে গিয়েছিলো। ফেরার সময় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন হাত মুবারক দ্বারা তাঁকে একটি ডাল প্রদান করলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি ভীতিহীন ভাবে তোমার বাড়ি যাও! এই ডাল তোমার হাতে এমনভাবে আলোকিত হয়ে যাবে যে, ১০জন ব্যক্তি তোমার সামনে এবং ১০জন ব্যক্তি তোমার পেছনে এর আলোতে হাটতে পারবে, যখন তুমি বাড়ি পৌঁছাবে তখন একটি কালো বস্তু দেখবে, তাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দিও। সুতরাং এমনই হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুজরা থেকে বের হতেই সেই ডাল আলোকিত হয়ে গেলো এবং তিনি এর আলোতে পথ চলতে চলতে বাড়ি পৌঁছে গেলেন, দেখলেন যে, সেখানে একটি কাল বস্তু বিদ্যমান, সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী একে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসানাদে আবী সাঈদ খুদরী, ৪/১৩১, হাদীস নং-১১৬২৪)**

হাত মুবারকের রবকত

(হযরত আয়েয বিন সাঈদ জাসরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি আমার চেহারায় আপনার মুবারক হাত বুলিয়ে দিন এবং বরকতের দোয়া করে দিন। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমনই করলেন (অর্থাৎ তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করে দিলেন), তখন থেকেই হযরত আয়েয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেহারা সতেজ ও নূরানী থাকতো।

(আল আসাবা ফি তামিয়িযিস সাহাবা, আয়েয বিন সাঈদ, ৩/৪৯৩, নম্বর-৪৪৬২)(সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

চেহারা চমকাতো

(৫) হযরত আবু সিনান আবদী সাবাহি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেহারায় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন, তার বয়স ৯০ বছর হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় চমকাতো।

(আল আসাবা ফি তামিয়িযিস সাহাবা, আয়েয বিন সাঈদ, ৭/১৬৪, নম্বর-১০০৬৬)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! ভাবুন তো! যেই **নূরানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কারো চেহারায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলে তা আলো দিতে থাকে, যেই **নূরানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডাল এবং লাঠির উপর দৃষ্টি দিলে তা বাল্বের ন্যায় আলোকিত হয়ে যায়, তো সেই **নূরানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিজের নূরানীয়্যতের অবস্থা কেমন হবে? এই ঘটনাবলী থেকে এটাও জানা যায় যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্বা প্রকাশ্যভাবে তো মানব ছিলো কিন্তু মূলত **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপদমস্তক নূরই নূর ছিলেন।

নবুয়তের বরকত প্রকাশ

বর্ণিত আছে: জন্মের কিছুদিন পূর্বে হস্তীবাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ঘটা, পারস্যের এক হাজার বছর যাবৎ প্রজ্জলিত থাকা আগুন মুহর্তেই নিভে যাওয়া,

কিসরার প্রাসাদে ভুমিকম্প এবং এর চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে যাওয়া, **"হামদান"** এবং **"কুম"** নামক শহরের মাঝে ছয় মাইল দৈর্ঘ ছয় মাইল প্রস্থ **"বুহইরা সাও"** নামক নদী হঠাৎ শুকিয়ে যাওয়া, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আম্মাজান رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মুবারক শরীর থেকে নূর বের হওয়া, যার ফলে **"বসরা"**র প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। এসব ঘটনাবলী এরই ধারাবাহিকতার অংশ ছিলো, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের পূর্বেই বিশ্ব জগতকে সুসংবাদ দিতে থাকে।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া ও শরহে যুরকানী, ১/১৬৭,২২৭,২২৮,২২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **নূরানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনন্য ও অতুলনীয়। যার অনুমান **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত দ্বারাও করা যেতে পারে যে, **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিলাদত এমন পাক পবিত্র, সম্মানিত এবং উৎকর্ষ মন্ডিত যে, যার কোন তুলনা না কখনো দেয়া হয়েছে আর না কখনো দেয়া যাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন অনন্য ও অতুলনীয় বানিয়েছেন যে, **তাঁর** মুবারক জীবনের প্রতিটি দিকই অনন্য ও অতুলনীয়, এমনকি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মও এমন যে, না কারো এমন জন্ম হয়েছে আর না হবে। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্ম হলো তখন যেনো চারিদিকে নূরের বর্ষণ হতে থাকে, যেনো সারা জগত ঝলমল করে উঠে এবং চারিদিকে নূরই নূর হয়ে গেলো। আসুন! এরূপ কয়েকটি ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

জগত আলোকিত হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবীল আ'স رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: আমার আম্মাজান বলেন: আমি তখন হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট ছিলাম, যেই রাতে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্ম হয়েছিলো। আমি ঘরের চারিদিকে আলো এবং নূর পেতাম এবং অনুভব করতাম যেনো নক্ষত্র নিকটবর্তী হচ্ছিলো। এমনকি আমার এমন মনে হচ্ছিলো যেনো নক্ষত্র আমার উপর ভেঙ্গে পরবে। অতঃপর যখন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জগতে তাশরীফ এলেন তখন একটি নূর বের হলো, যার ফলে সকল কিছু আলোকিত হয়ে গেলো, এমনকি নূর ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। (খাচায়িচুল কুবরা, বাবু মা যুহরে ফি লাইলাতি মওলুদুহু মিনাল মু'জিযাত ওয়া খাচায়িচ, ১/৭৮)

নূরে মুস্তফা ও প্রদীপের আলো

হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, আমি দেখলাম যে, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর, প্রদীপের আলোকে ম্লান করে দিচ্ছিল, সেই রাতে আমি কয়েকটি নিদর্শন দেখেছিলাম। ✻ যখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্মগ্রহণ করলেন তখন সাথেসাথেই সিজদা করলেন। ✻ যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللهِ"। ✻ সম্পূর্ণ ঘরকে আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার নূরের আলোয় আলোকিত পেয়েছি। ✻ আমি চাইলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গোসল করাবো কিন্তু একটি অদৃশ্য আওয়াজ এলো: হে সাফিয়া (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)! নিজেকে কষ্ট দিওনা, কেননা **আমি আমার মাহবুব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পাক ও পবিত্র করে সৃষ্টি করেছি। ✻ **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। (শাওয়াহিদুন নবুয়তি, রুকনে সানি, ৩৩ পৃষ্ঠা)

সমস্ত জগতকে আলোকিতকারী প্রদীপ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যেই রাতে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরে নবুয়ত হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মুবারক পেটে স্থানান্তরিত হলো, তখন জমিনের সকল চতুষ্পদ প্রাণী বিশেষকরে কোরাইশের পশুদেরকে **আল্লাহ পাক** বাক শক্তি দান করেছিলেন এবং তারা এরূপ ঘোষণা করলো: আজ **আল্লাহ পাকের** সেই **সম্মানিত রাসূল** মায়ের পেটে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো, যাঁর মাথায় সম্পূর্ণ দুনিয়ার ইমামতির মুকুট রয়েছে, যিনি সমস্ত জগতকে আলোকিতকারী প্রদীপ। পশ্চিমের পশুরা পূর্বের পশুদেরকে সুসংবাদ দিলো, অনুরূপভাবে সাগর ও

নদীর প্রাণীরা একে অপরকে এই সুসংবাদ শুনালো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় জন্মের সময় সন্নিকটে এসে গেছে।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, আল মাকসাদুল আউয়াল, আয়াতে হামেলা, ১/৬২)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে জানতে পারলাম! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মের পূর্ব থেকেই আশ্চার্যজনক ঘটনাবলী প্রকাশ হতে থাকে। সারা জগতে খুশির ঢেউ খেলে যায়, যেনো **তাঁর** জন্মের বরকতে চারিদিকে নূর ছড়িয়ে গেলো। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝেমাঝে **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমান্বিত সত্বায় অবলোকন করতেন, এই কারণেই যে, যখনই কোন সাহাবী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক আকৃতি বর্ণনা করতেন তখন **তাঁর** নূরানীয়্যতকে কখনো চাঁদের সাথে তুলনা দিতেন আর কখনো সূর্যের সাথে তুলনা করতেন। কেউ বলতো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা এমন দেখাতো যেনো সূর্য উদিত হচ্ছে আর কেউ বলতো: এমন লাগতো যেনো চৌদ্দ তারিখের চাঁদ অন্ধকার রাতে তার আলো বিকিরন করছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করি, যাতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমান্বিত শরীরের নূরানী গুণাবলীর আলোচনা করেছেন।

১. এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি, আমার আম্মাজান এবং আমার খালা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে বাইয়াত করলাম, যখন আমরা ফিরে এলাম তখন আমাকে আমার আম্মাজান ও খালা বলেন: হে আমার প্রিয় বৎস! আমরা **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ন্যায় সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, পরিচ্ছন্ন পোষাক বিশিষ্ট এবং নম্রভাষী আর কাউকে দেখিনি, আমরা দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক থেকে নূর বের হচ্ছিল। (খাসায়িচুল কুবরা, ১/১০৭)

২. হযরত কা'ব বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন খুশি হতেন, তখন **তাঁর** চেহারা এমন চমকাতো, যেনো তা চাঁদের টুকরো, আমরা এই চমক দ্বারা **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে খুশি মনে করতাম।

(খাসায়িচুল কুবরা, ১/১২৩)

৩. উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট এই অবস্থায় তাশরীফ আনলেন যে, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন কারণে খুবই খুশি ছিলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় চমকাতো। (বুখারী, ২/৪৮৮, হাদীস নং-৩৫৫৫)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ছায়া ছিলো না, যখনই সূর্যের সামনে আসতেন তখন **তাঁর** আলো সূর্যের আলোর উপর প্রাধান্য পেতো। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৪০)

সরকার কি আমদ.....মারহাবা সরদার কি আমদ.....মারহাবা
আমেনা কে ফুল কি আমদ.....মারহাবা রাসূল কি আমদ.....মারহাবা
পেয়ারে কি আমদ.....মারহাবা আচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা
সাচ্ছে কি আমদ.....মারহাবা সুহনে কি আমদ.....মারহাবা
মুহনে কি আমদ.....মারহাবা মুখতার কি আমদ.....মারহাবা
পুরনূর কি আমদ.....মারহাবা সারা পা নূর কি আমদ.....মারহাবা

মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবীর প্রিয় নাম

ইজতিমায়ে মিলাদের সুন্নাতে ভরা বয়ান

১২ই রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরির ইজতিমায়ে মিলাদের বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

www.dawateislami.net

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন:

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى يُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ

(মুসনদে আবি ইয়া'লা, মুসনদে আনাস বিন মালেক, ৩/৯৫, হাদীস: ২৯৫১)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয় আর মুসাফাহা করে এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পাঠ করে তখন তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ জশনে বেলাদতের মহিমান্বিত রজনী, আজ এমন একটি রজনী যে রজনীতে আসমান এবং জমিন আনন্দে মুখরিত ছিল ✸ আজ এমন একটি রজনী যে রজনীতে জগতে নূর বন্টন করা হয়েছে ✸ আজ এমন একটি রজনী যার প্রভাত উজ্জল ✸ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে ✸ আজ এমন একটি রজনী যে রজনীতে কুফরের উপর ভূমিকম্প এসেছে, কায়সার ও কাসরার ভবনগুলো কম্পিত হয়েছে ✸ আজ এমন একটি রজনী যে রজনীতে হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং কাবার ছাদে পতাকা উত্তোলন করেন ✸ জমিন ও আসমানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খুতবা পাঠ করা হয়েছে ✸ আজ এমন একটি রজনী যে রজনীর প্রভাতে ধরণীর রং পরিবর্তন হয়েছে, ঘুমন্ত নসিব জাগ্রত হয়েছে, ভাগ্য চমকে উঠেছে ✸ আজ সাহায্যকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমনের রাত ✸ আজ নিরহ মানবতার প্রতি দয়ালু নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমনের রাত

www.dawateislami.net

✹ আজ তার শুভাগমনের রাত যিনি মানবতাকে নফস ও শয়তানের কারাগার থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন ✹ আজ তার শুভাগমনের রাত যিনি দয়া ও করুণার দরিয়া প্রবাহিত করতে এসেছেন ✹ আজ তার শুভাগমনের রাত যিনি ঘুমন্তদের জাগ্রত করে, কান্নারতদের হাসাতে এসেছেন ✹ আজ তার শুভাগমনের রাত যিনি পড়ে যাওয়া লোকদের তুলতে, অন্তরকে জীবিত করতে এসেছেন ✹ আজ তার শুভাগমনের রাত যিনি উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, পাপিদের সুপারিশকারী, আল্লাহ পাকের হাবীব, মাহবুব, খলীল হয়ে আগমন করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ে নিন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন! ★ ইলম অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে উদাসিনতা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করবো ★ যা শুনবো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মকবুল কিতাব

নবম শতাব্দীর একজন বুযুর্গ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন কাসিম রসসায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনি তাঁর সময়কার অনেক বড় আলিম আর কাযী (**Judge**) ছিলেন। তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেন যেটার নাম: তাযকিরাতুল মুহিব্বিন' অনেক সুন্দর কিতাব এবং এই কিতাবটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মকবুলও হয়েছে। একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার এই সুন্দর কিতাবটি পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে আমার ঘুম চলে আসলো, বাহ্যিক চক্ষু বন্ধ হলো, অন্তরের চক্ষু খুলে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হলো, তিনি এক জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আশেপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সেই মুবারক মজলিসে বসালেন, আমার কাছ থেকে তিলাওয়াতও শুনলেন এবং এই কিতাব অর্থাৎ তাযকিরাতুল মুহিব্বিন' যেটা আমার হাতে ছিলো, সেটারও কয়েকটা পৃষ্ঠা শুনলেন, অতঃপর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠে তাশরিফ নিয়ে গেলেন, যখন আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন খুশিতে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। **(তাযকিরাতুল মুহিব্বিন ফি আসমায়ি সায়্যিদিল মুরসালিন, ৪৩ পৃ:)**

سُبْحٰنَ الله! কেমন সৌভাগ্যজনক বিষয়! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও স্বপ্নে দিদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নসিব করুক।

www.dawateislami.net

জাহান্নামের উপযুক্ত ব্যক্তি কিভাবে জান্নাতী হলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মাকবুল এই কিতাবের: ৫২ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুহাম্মদ বিন কাসিম রাসসায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: বনি ইসরাইলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো, অনেক গুনাহগার, নেকীর দিকে তো কোনদিন ধাবিতও হয়নি, ব্যস দিনরাত গুনাহের মধ্যেই কাটাতো, সারা জীবন এভাবেই গুনাহের মধ্যে কাটিয়ে দিলো, অবশেষে একদিন তার অন্তিম মূহুর্ত চলে আসলো, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাশরিফ আনলেন, রুহ কবজ করলেন আর এই গুনাহগার বান্দা মৃত্যুর রাস্তা দিয়ে কবরের সিঁড়ি পারি দিল। ইন্তেকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে অনেক ভালো অবস্থায় দেখলো, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: এই সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতা, এতো সাজসজ্জা, এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তুমি কিভাবে হলে? তুমি তো অনেক গুনাহগার ছিলে? বললো: (জী! আসলেই আমি গুনাহগার ছিলাম কিন্তু) একদিন আমি তাওরাত শরীফ খুললাম, তাতে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম দেখলাম, তাঁর অপরূপ গুণাবলী দেখলাম তখন অধীর ভালোবাসায় তাঁর নাম মুবারক চুম্বন করলাম আর মাথায় রাখলাম, ব্যস প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শনের বরকতে আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করলেন এবং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন! **(তাযকিরাতুল মুহিব্বিন ফি আসমায়ি সায়্যিদিল মুরসালিন, আল ফায়িদাতুছ ছালিছা, ৫২ পৃ:)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী আশিকানে রাসূল! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন শান...!! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✸ আল্লাহ পাকের প্রিয়

www.dawateislami.net

হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিপদ আপদ দূরকারী ✱ হাজত রাওয়া (অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণকারী) ও ✱ দাফিয়ে বালা (মুসিবত দূরকারী) ও, এগুলো তো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকেও এই মহান মর্যাদা দান করেছেন যে ✱ তাঁর নাম মুবারকের সদকায়ও প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে ✱ বিপদ দূরীভূত হয় ✱ দুনিয়া তো দুনিয়াই, এখানকার বিপদের কি ক্ষমতা? আমাদের প্রিয় صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের এমন শান যে সেটার বরকতে দুনিয়াই নয় ✱ কবরের বিপদও দূরীভূত হয় ✱ হাশরের বিপদও দূরীভূত হয় ✱ কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় ✱ পুলসিরাতের উপরও সহজতা নসিব হয় এবং ✱ আল্লাহ পাকের দয়ায় নামে মুস্তফার বরকতে গুনাহগার ক্ষমা পেয়ে জান্নাতের হকদারও হয়ে যায়।

প্রিয় নাম মুবারকের একটি বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক উচুঁ শান ওয়ালা, এটাই বাস্তব যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও আযমত, তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য গণনা করার মত নয়।

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার কথা কি আর বলবো, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে এতো বেশি নাম ও গুণাবলী দান করেছেন যে, আমরা ঐসব নামগুলো গণনাও করতে পারবো না। নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামগুলো কী কী? সেগুলোর অর্থ কী? ঐসব সুন্দর সুন্দর নামের সাথে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী কী শান বোঝা যায়? এটা তো পরের কথা, ওলামায়ে

www.dawateislami.net

কেরাম এই বিষয়টি গবেষণা করেছে যে, নবীয়ে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের সংখ্যা কতো? তো বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ মেহনত করেছেন, নাম মুবারকের সংখ্যা জানার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তো ৮০০ নাম মুবারক পেয়েছেন...!! কিন্তু উৎসর্গ হোন! এটা গবেষণার শেষ ছিলো না, এটার পরও আরো গবেষণার অবকাশ ছিলো, অবশেষে সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এটার উপর গবেষণা করলেন, তিনি লিখেন: আমি বিভিন্ন কিতাবাদি ও রেওয়ায়েত থেকে নবীয়ে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ১৪০০ নাম পেয়েছি, আরও বলেন: (এগুলো তা যা আমার ইলমে এসেছে, নতুবা) রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক গণনা করা অসম্ভব।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৮/৩৬৬ পৃ: সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

سُبْحَانَ الله! এটা তো এখনো নাম মুবারকের গণনার বিষয় ✦ আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কতটি নাম দান করেছেন? আমাদের মতো সাধারণ লোক তো তা গণনাও করতে পারবো না ✦ অতঃপর সেই নাম মুবারক সমূহের অর্থ কী? ✦ এসবের মধ্যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি কি শানের বর্ণনা রয়েছে? ✦ এছাড়াও নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও মহত্ব কি কি? সেগুলো কে গণনা করতে পারবে?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদার নামে নাম তোমার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি বিষয়ে একটু মনযোগ দিন! আমারও নাম আছে, নাম আপনারও নাম আছে, পৃথিবীতে প্রত্যেক

www.dawateislami.net

লোকের, প্রতিটি জিনিসের কোন না কোন নাম তো থাকেই কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো আমার নামের কি কোন বিশেষত্ব আছে? যেমন কোন ব্যক্তির নাম যায়েদ, সেই ব্যক্তির নাম যায়েদ হওয়ার ব্যাপারে কি কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে? না..!! ছোটবেলায় মাতা পিতা তার নাম যায়েদ রেখে দিয়েছিলো তো সেই নাম এখনো পর্যন্ত বলে আসছে কিন্তু উৎসর্গ হোন! আমার আক্বা ও মাওলা, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন শান, আল্লাহ পাক প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য নাম দান করেছেন, তার সাথে সাথে সেই পবিত্র নামের মধ্যে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন বিশেষত্বও দান করেছেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম মুবারকের দিক দিয়েও উপমাহীন। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের বিশেষত্বও যদি গণনা করা হয় এই বিশেষত্বও আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি থেকে অনেক উপরে থাকবে। উদারহণ স্বরুপ আমি আপনাদের সামনে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর নাম মুবারকের মধ্য থেকে শুধুমাত্র একটি বিশেষত্ব পেশ করছি: অনেক বড় বুযুর্গ কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই অসংখ্য নাম রয়েছে, ঐসব নামের মধ্যে ৩০টি নাম হলো তা যা মূলত আল্লাহ পাকের নাম কিন্তু আল্লাহ পাক তা তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দান করেছেন। **(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৩৬৫)**

আসমাউল হুসনার প্রকাশস্থল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সুন্দর সুন্দর নামক মুবারকের মধ্যে এমন ৩০টি নাম রয়েছে যা মূলত আল্লাহ পাকের নাম আর সেই নামগুলোই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে

দান করেছেন ✯ অর্থাৎ রউফ আল্লাহ পাকের নাম, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও রউফ বলা যাবে ✯ রহীম আল্লাহ পাকের নাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও রহীম বলা যাবে ✯ আলীম আল্লাহ পাকেরও নাম আর সেটা হুযুর নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও বলা যাবে ✯ মোটকথা আল্লাহ পাকের এমন ৩০টি নাম রয়েছে যা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন।

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: আল্লাহ পাকের যেসব আসমাউল হুসনা রয়েছে, মানে আল্লাহ পাকের গুণবাচক ৯৯ নাম যা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ পাকের নাম, ঐসব গুণাবলী আল্লাহ পাকের, যদিওবা ঐসব নাম অন্য কারো জন্য বলা যাবে না কিন্তু আল্লাহ পাক ঐসব আসমাউল হুসনার মাযহার (তথা নমুনা ও নিদর্শন) তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বানিয়ে দিয়েছেন।

(আল হাকীকাতুল মুহাম্মদীয়া, আল কিসমুছ ছানী, ১৭১ সারাংশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য নাম দান করেছেন ✯ অতঃপর তার সাথে সাথে নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই নামসমূহের সাথে বিশেষত্ব দ্বারাও ধন্য করেছেন ✯ আল্লাহ পাকের আসমাউল হুসনা তথা গুণবাচক নাম, তার মধ্যে ৩০টি নাম তো তা যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন ✯ অতঃপর আল্লাহ পাকের যে ৯৯ আসমাউল হুসনা রয়েছে, আল্লাহ পাক সেই ৯৯টি পবিত্র নামের মাযহার (তথা পরিপূর্ণ নমুনা) তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বানিয়ে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

এগুলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের কিছু বিশেষত্ব ছিলো, এখন আসুন! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু সুন্দর সুন্দর নাম ও সেগুলোর গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা শুনে নিই।

পবিত্র নাম: মুহাম্মদ

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

(পারা: ৪, সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মুহাম্মদ তো একজন রাসূল।

এই আয়াতে করীমায় রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি নাম মুবারকের বর্ণনা করা হয়েছে: (১) মুহাম্মদ (২) রাসূল।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাম্মদ নাম মুবারকটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, অনেক মহত্ব ও বরকত সম্পন্ন নাম। এই পবিত্র নামের যদি ব্যাখ্যা করা হয় তবে পুরো বয়ানই এটার উপর হতে পারে, ওলামায়ে কেরাম এই পবিত্র নামের বরকতের উপর পুরো কিতাব লিখে দিয়েছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এই নাম মুবারক সম্পর্কিত একটি মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিন!

মুহাম্মদ নামের অর্থ

কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি মুবারক নাম আহমদ ও মুহাম্মদ উভয়টি হামদ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর এবং এর মধ্যে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি শান বর্ণনা করা হয়েছে, আহমদ শব্দের অর্থ: اَجَلُّ مَنْ حَمِدَ অর্থাৎ (আজ পর্যন্ত যারা যারা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেছে, মানুষ হোক বা ,জ্বিন, বা

www.dawateislami.net

ফেরেশতা, যমিন ও আসমানে পাওয়া যায় এরকম যেকোন সৃষ্টি, বৃক্ষ, পাতা, পশু. পাখি, সমস্ত জিনিসই আল্লাহ পাকের হামদ করে থাকে, এসবের মধ্যে) সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেছেন যেই ব্যক্তি, তিনি হলেন আমাদের নবী আহমদে মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ নামের অর্থ: اَفْضَلُ مَنْ حُمِدَ অর্থাৎ (আজ পর্যন্ত যার যার প্রশংসা করা হয়েছে, যেই যেই ধরনের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে) সবচেয়ে বেশি যেই মনীষীর প্রশংসা করেছে, তাকে মুহাম্মদ বলে। **(কিতাবুশ শিফা, আল বাবুছ ছালিছ, অংশ: ১, পৃ: ১৭৬)**

আরও বলেন: ব্যস প্রতীয়মান হলো: সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী আমার মাহবুব, সমগ্র জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যার প্রশংসা করা হয়েছে তিনিও আমার আক্বা, কিয়ামতের দিন লিওয়ায়ুল হামদ (অর্থাৎ প্রশংসার পতাকা) ও তাঁকে দান করা হবে, মকামে মাহমুদও তাঁকে দান করা হবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সবাই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করবে, কিয়ামতের দিন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের এমন প্রশংসা করবেন যে, কখনো কেউ এরকম প্রশংসা করেনি, অতএব, তিনিই আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকে মুহাম্মদ ও আহমদ বলা যায়। **(কিতাবুশ শিফা, আল বাবুছ ছালিছ, অংশ: ১, পৃ: ১৭৭)**

সবার ভরসা হলো নামে মুহাম্মদ

মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া কিতাবে রয়েছে: আল্লাহ পাক যখন আরশে আযম সৃষ্টি করলেন তখন আরশের উপর আল্লাহ পাকের মহত্বের কারণে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিলো, আরশ কাঁপছিলো, অতঃপর সেটার উপর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ লিখে দেয়া হলো, এতে আরশের কম্পন আরও বেড়ে গেলো, আরও বেশি

www.dawateislami.net

কাঁপতে লাগলো, এখন সেটার উপর مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله লিখে দেয়া হলো, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের বরকত ছিলো যে, আরশে আযমের সেই কম্পন দূরীভূত হলো, আরশে আযম শান্ত হয়ে গেলো। **(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, আল মাকসাদুল খামিস, ২/৩৮৮ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) পবিত্র নাম: আর রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম হলো আর রাসূল। পরিভাষায় রাসূল সেই নবীকে বলে যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। যেমন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নবীও, রাসূলও তাঁর উপর তাওরাত শরীফ নাযিল করা হয়েছে, একইভাবে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবীও, রাসূলও কেননা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নতুন শরীয়ত দান করা হয়েছে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে রিসালাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াতে নবী ও রাসূল কতজন তাশরিফ এনেছেন, আমরা তাঁদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবো না, অবশ্য! ওলামায়ে কেরাম এরকম বলেছেন যে, প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী তাশরিফ এনেছেন, তার মধ্যে ৩১৩জন রাসূল। এখন মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে, রাসূল মোট ৩১৩জন তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আর রাসূল কিভাবে হতে পারে? রাসূল তো ৩১৩জন, তাঁদের সকলের নাম আর রাসূল হতে পারে? কিন্তু আপনি কুরআনে করীম পাঠ

www.dawateislami.net

করুন! সূরা ফাতেহা থেকে নাস পর্যন্ত পড়ে নিন! কুরআনে করীমে যেখানে যেখানে শুধুমাত্র আর রাসূল এসেছে, সেটার সাথে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যদি অন্য কোন নবীর আলোচনা করা হতো তবে সেটার সাথে তাঁর নামও উল্লেখ করা হতো, অর্থাৎ যখন শুধুমাত্র আর রাসূল শব্দটি বলা হবে তখন সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই হবেন। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের পাদটিকা: ৮১, ৩/৫৯১)** কারণটা কি? এটার কারণ হলো এটা যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন রাসূল বানিয়েছেন তো উপমাহীন অতুলনীয় করে বানিয়েছেন।

ওলামায়ে কেরাম কুরআনে ও হাদীসের আলোকে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, মূলত যাকে রাসূল বানানোর ছিলো, তিনি হলেন আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, মূলত যাকে নবুয়তের মুকুট দান করার ছিলো তিনি হলেন আমাদের নবী, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত যাদেরকে নবুয়ত দান করা হয়েছে, যাদেরকে রিসালাতও দান করা হয়েছে, নবুয়ত তাদের জন্যও মৌলিক, রিসালাত তাদেরও সত্য কিন্তু তাদেরকে নবুয়ত ও রিসালাতের মুকুট পরিধান করানো হয়েছে একমাত্র আমাদের আক্বা ও মাওলা, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায়। দেখুন!

কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ অঙ্গিকার নিয়েছিলেন

কাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন?

النَّبِیّٖنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নবীগণের কাছ থেকে

www.dawateislami.net

কি ওয়াদা নিয়েছেন?

لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো।

এরপর কি হবে?

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাশরিফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন।

এখন আল্লাহ পাক ঐসকল নবী ও রাসূলদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়েছেন যে,

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ

(পারা: ৩,সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এই সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো, আমরা স্বীকার করলাম। ইরশাদ করলেন, তবে (তোমরা) একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে নঈমীর মধ্যে রয়েছে: সমস্ত নবীগণ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধি এবং অনন্তকাল থেকে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকলের মূল। সুফিয়ায়ে

www.dawateislami.net

কেরামগণ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাসূলে হাকীকি, বাকি অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর অনুসারী, এজন্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام কাছ থেকে তাঁর নবুয়তের স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে, এটা থেকে বোঝা যায়; রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের নবী। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ৮১, ৩/৫৯৬)**

اَللّٰه! اَللّٰه! এটাই হলো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে রিসালাতে অদ্বিতীয়তা...!! নবী আরো অনেক রয়েছেন, রাসূলও আরো অনেক রয়েছেন কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মহান নবী ও রাসূল যেসব নবীদের নবুয়ত এবং যেসব রাসূলদেরকে রিসালাত দান করা হয়েছে, সেই নবুয়ত ও রিসালাত ছিলো একদম সত্য ও আসলী কিন্তু রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় দান করা হয়েছে, এজন্য নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষত্বের সাথে আর রাসূল বলা হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র নাম: রউফ ও রহীম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮ এর মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি নাম মুবারক উল্লেখ করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(পারা: ১১, সূরা তাওবা: ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

www.dawateislami.net

سُبْحَانَ الله! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন শান...!! রউফও আল্লাহ পাকের নাম, রহীমও আল্লাহ পাকের নাম এবং আল্লাহ তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য এই দুইটি নাম নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন।

রউফ ও রহীমের অর্থ

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রউফ এর অর্থ: কষ্ট ও বিপদ দূরকারী এবং রহীম এর অর্থ হলো: অনুগ্রহকারী এবং উপকারী জিনিস দানকারী।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াতের পাদটীকা: ১২৮, ১১/১৫৩ পৃ: সামান্য পরিবর্তন)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিনদের উপর রউফ ও রহীম তো বোঝা গেলো, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গোলামদের মুসিবত দূর করেন, বিপদে, পেরেশানীতে, কঠিন সময়ে তাদেরকে সাহায্য করেন আর সাথে সাথেই অনুগ্রহ করে তাদেরকে উপকারী জিনিস দানও করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র নাম: উম্মী

আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম হলো: উম্মী। খুবই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম, কুরআনে করীমেও প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক নামটি এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ

(পারা: ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ রাসূল, পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার।

www.dawateislami.net

উম্মী শব্দের সাধারণ অর্থ হলো: পড়াবিহীন। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে কারো কাছ থেকে পড়া, লিখা শিখেনি। এটা খুবই অনন্য বিষয়, পড়া না থাকা, লেখাপড়া না থাকা আমাদের পক্ষে তো দোষের অথচ উম্মী হওয়াটা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় শান, এই একটি নামের মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন কেমন শান বিদ্যমান রয়েছে, আসুন শ্রবণ করি:

অতুলনীয় ও উপমাহীন নবী

হিজরীর সপ্তম শতাব্দির মনীষী হযরত আল্লামা ফখরুদ্দীন হাররালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উম্মী শব্দটির অর্থ হলো আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে যেই প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একেবারে আলাদা, অতুলনীয় ও দৃষ্টান্তহীন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

(ইবদাউল খফা ফি শরহে আসমাউল মুস্তফা, ইসমুহুল উম্মী, ২৪৮ পৃ:)

উদ্দেশ্য এটা যে, এই পৃথিবীতে যত লোক আসবে, সকলের প্রকৃতিতে (***Nature***) লেখা পড়া রাখা হয়েছে, আপনি হয়তো আপনার পরিবারে দেখেছেন যে, বাচ্চা যখন কথা বলা শুরু করে, জিনিসপত্র দেখা ও বুঝতে শুরু করে তখন অনেক বেশি প্রশ্ন করে থাকে, এটা এই বিষয়ের প্রমাণ যে, এই দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রকৃতির মধ্যে শেখা বিষয়টা রাখা হয়েছে, যেই দুনিয়াতে আসে, সে এখানে শেখা ও বোঝার চেষ্টা করে থাকে কিন্তু উৎসর্গ হোন! এটা আমার ও আপনার আক্বা অতুলনীয় ও উপমাহীন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক অনন্য প্রকৃতি যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রকৃতি মুবারকের মধ্যে শেখার বিষয়টি রাখেননি বরং শেখানোর বিষয়টি রেখেছেন।

আমার আক্বা প্রত্যেক দিক দিয়ে অতুলনীয়

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কেমন শান, আল্লাহ পাক তাঁকে অসংখ্য শান দান করেছেন এবং প্রতিটি শানের মধ্যে দৃষ্টান্তহীন করে রেখেছেন ★ আল্লাহ পাক তাঁকে বাশার বানিয়েছেন তো উপমাহীন করে বানিয়েছেন ★ আল্লাহ পাক তাঁকে নবী বানালেন তো নবীদের সুলতান বানিয়ে দিলেন ★ আল্লাহ পাক তাঁকে নূর বানিয়েছেন, তো নূরের সৃষ্টি আরো রয়েছে, ফেরেশতারা সকলেই নূরী মাখলুক কিন্তু মেরাজের ঘটনার দিকে একটু দৃষ্টি দিন, এক নূর হলেন হযরত জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام, একটি নূর আমার ও আপনার নবী আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে হযরত জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এখান থেকে এক কদম সামনে অগ্রসর হলে আমার পাখা জ্বলে যাবে, একটু মনযোগ দেয়ার স্থান, জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام ও নূর, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও নূর, একটি হলো ঐ নূর যেটা সামনে এক কদম অগ্রসর হলে জ্বলে যাবে, আরেকটি হলো ঐ নূর মুবারক যেটা সামনে অগ্রসর হলে শরীর মুবারকে পরিহিত কাপড়েরও কিছু হয় না। প্রতীয়মান হলো; আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নূর বানিয়েছেন তো সেই নূরও অতুলনীয় করে বানিয়েছেন ★ আর শান দেখুন! দুনিয়াতে প্রত্যেককে যেই প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রকৃতির দিক দিয়েও সবার চেয়ে ভিন্ন দান করেছেন, সকলের প্রকৃতির মধ্যে শেখা রেখেছেন, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকৃতির মধ্যে শানে উম্মীয়্যত রেখেছেন তিনি কারো কাছ থেকে শিখেন না, সবাইকে শিখিয়ে থাকেন।

www.dawateislami.net

পবিত্র নাম উম্মী ও ইলমে গাইবে মুস্তফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা ও মাওলা, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মী। আল্লামা ফখরুদ্দীন হাররালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও একটি মাদানী ফুল দিয়েছেন, তিনি বলেন: (উম্মী শব্দের অর্থ: পড়াবিহীন অর্থাৎ কোন সাধারণ লোকের জন্য যখন উম্মী শব্দটি বলা হবে তখন সেটার অর্থ হবে: অশিক্ষিত। কিন্তু) আমাদের আক্বা ও মাওলা, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হকে যখন এই শব্দটি বলা হবে তখন সেটার অর্থ (অশিক্ষিত হবে না বরং সেটার অর্থ) হবে: يُقْرِئُهُ اللهُ مَا كَتَبَهٗ بِيَدِهٖ অর্থাৎ ঐসব বিষয় যা আল্লাহ পাক তাঁর আপন কুদরতি হাতে অনাদি কালে লিখেছিলেন, যাকে আল্লাহ পাক সেগুলো শিখিয়ে/ পড়িয়ে প্রেরণ করেছেন, তাকে উম্মী বলা হয়।

(ইবদাউল খফা ফি শরহে আসমাউল মুস্তফা, ইসমুহুল উম্মী, ২৪৯ পৃ:)

প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়ে গেলো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত মুআয বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার ফজরের সময় ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বাভাবিক স্বভাবের পরিপন্থি কিছুটা দেরী করে তাশরিফ আনলেন, ফজরের নামায পড়ালেন, অতঃপর বললেন: আমি রাতে উঠলাম, নফল আদায় করলাম, নামাযের মাঝে আমার ঘুম এসে গেলো তো স্বপ্নের মধ্যে আমি আমার আল্লাহকে খুবই সুন্দর রূপে দেখলাম, আমি দেখলাম যে, আল্লাহ পাক আপন (কুদরতী) হাত মুবারক (তাঁর শান অনুযায়ী) আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলেন এমনকি আমি সেটার শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনূভব করলাম, ব্যস দয়ালু প্রতিপালকের (তাঁর শান অনুযায়ী) (কুদরতী)

www.dawateislami.net

হাত মুবারক আমার বুকের উপর রাখা মাত্রই, আমার অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَّعَرَفْتُ ব্যস আমার জন্য প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়ে গেলো আর আমি তাঁকে চিনে নিয়েছি। **(তিরমিযী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন, ৭৪৭ পৃ:, হাদীস: ৩২৩৫)** একটি রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে: فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ব্যস আমি জেনে নিয়েছি যা কিছু যমিনে ও যা কিছু আসমানে রয়েছে।

(তিরমিযী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন, ৭৪৬ পৃ:, হাদীস: ৩২৩৩)

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটা হলো আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মী হওয়ার শান...!! নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মহান মর্যাদার অধিকারী যিনি শেখার জন্য নয় বরং শিখানোর জন্য তাশরিফ এনেছেন, তাঁর কিছুক্ষণ সময়ে অর্জিত হওয়া ইলমের অবস্থা হলো এই যে, যমিন ও আসমানের প্রতিটি বস্তু তাঁর জন্য আলোকিত হয়ে গেলো তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন! সারা জীবনের ইলমের কি অবস্থা হবে..!!

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনন্য জ্ঞান মুবারক

হযরত হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল, তিনি বলেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন আর বয়ান শুরু করলেন, তিনি আমাদেরকে সবকিছু বললেন, এমনকি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সমস্ত ঘটনা বলে দিলেন।

হযরত হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যেমনটি কোন মানুষ বহু পুরোনো পরিচিত লোককে দেখলে তার হঠাৎ মনে হয় তাকে যেনো আমি কোথাও দেখেছি, এরপর কিছুক্ষণ গভীর চিন্তাভাবনা করার পর মনে পড়ে যায়, এই ঘটনার পর আমার এই অবস্থা হয়েছিলো, আমি যখনই কোন নতুন বিষয়াদি দেখতাম তখন আমার মনে হতো এগুলো আমি কোথাও যেনো

www.dawateislami.net

শুনেছি, অতঃপর যখন একটু চিন্তা করে দেখি তখন স্মরণ হয় যে! ঐদিন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বিষয়টিও আমাদের বলেছিলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতন ওয়া আশরাতিস সাআত, ১১০৭ পৃ:, হাদীস: ২৮৯১ সারাংশ)

তিনটি চমৎকার নাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর নাম মুবারক আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে করীমে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, ‘উপস্থিত’ ‘পর্যবেক্ষণকারী’ (হাযির-নাযির) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ৩টি মুবারক নাম হলো: (১): শাহিদ (২): মুবাশশির (৩): নাযীর। শাহিদ অর্থ: সাক্ষী। আর সাক্ষী তিনিই হয়ে থাকেন যিনি উপস্থিত থাকেন আর দেখেনও, অর্থাৎ উপস্থিতও থাকেন, প্রত্যক্ষদর্শীও, যখন আল্লাহ পাক বলছেন হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আপনাকে সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি অর্থাৎ আমি আপনোকে হাযিরও বানিয়েছি, নাযিরও বানিয়েছি সুতরাং বোঝা গেলো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রওযায়ে পাকে অবস্থান করছেন, জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর সমস্ত উম্মতদের দেখছেন, অতঃপর যখন চান যেখানে চান তাশরিফও নিয়ে যান।

একইভাবে রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরও একটি নাম হলো: মুবাশশির অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদানকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুসংবাদ প্রদানকারী, তিনি ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন, আল্লাহ পাকের নৈকট্যতার সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন, যারা নামাযী, যারা রোযাদার, যারা নেকীর কাজ সম্পাদনকারী, যারা সৎপথে চলে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন, সাকারাতের সময়ের সহজতার সুসংবাদ দেন, কবরে আরাম ও প্রশান্তির সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন, হাশরে, হিসাবের সময়, পুলসিরাতে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন, আর এই সুসংবাদও শুনিয়ে থাকেন যে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের উপর আমল করে, আল্লাহ পাক আপন রহমতে তাকে জান্নাতও দান করবেন এবং জান্নাতে তাঁর দিদারও দান করবেন।

✸ এইভাবে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম হলো নাযীর অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী নবী। আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভীতি প্রদর্শন করেন, কাকে? অমুসলিম, নাফরমানদের, যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে, নেকীর পথ ছেড়ে গুনাহের পথ অবলম্বন করে, নামায পড়ে না, বিনা অপারগতায় রোযা বর্জন করে, অন্যকে কষ্ট দেয়, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, আল্লাহ পাককে ভয় করে না, কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করে, অমুসলিমদের পথে চলে, আমার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেন, কবর ও আখিরাতের আযাবের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, কিয়ামত দিবস আনুগত্যশীলদের জন্য আনন্দদায়ক হবে তবে নাফরমান বান্দারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে অতঃপর বেদনাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর বাধ্যগত বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামে পাক: আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় ও পবিত্র নাম হলো আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী । অর্থাৎ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বানকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, গুনাহগারদের নেকীর দিকে আহ্বান করেছেন, পথহারা ব্যক্তিদেরকে হিদায়তের দিকে আহ্বান করেছেন। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, আল বাবুছ ছালিছ, ১/৪৫৮)** এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করে দিয়েছেন।

হায়! আমরাও যদি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় জীবনী আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতাম, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী এর ফয়যান লাভ করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আপনার দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগরণকারী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী এর ফয়যান লাভকারী এবং অপরের নিকট এই ফয়যান পৌঁছানোকারী সংগঠন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ★ দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত প্রচার করে ★ গুনাহগারদের নেকীর দাওয়াত দিয়ে সৎপথের পথিক বানিয়ে দেয় ★ দাওয়াতে ইসলামী শান্তির উপদেশ দিয়ে থাকে

★ দাওয়াতে ইসলামী সংশোধনের দিকে আহ্বান করে ★ দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে ভালো মানুষ ★ ভালো ভাই ★ ভালো পিতা ★ ভালো প্রতিবেশি ★ ভালো নাগরিক ★ ভালো মুসলমান ★ ভালো উম্মত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। আপনিও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অবলম্বন করুন! নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে দাওয়াতে ইসলামীর সঙ্গ দিন! স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন! ★ মসজিদে, ঘরে, রাস্তার মোড়ে ও বাজারে দরস দিন! ★ ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন! ★ ফজরের পর তাফসীর শোনার ও শোনানোর হালকা লাগান! অথবা তাতে অংশগ্রহণ করতে থাকুন! ★ সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন ★ প্রতিদিন নেক আমল পুস্তিকার পর্যবেক্ষণ করে নেক আমলের পুস্তিকার পূরণ করুন! ★ ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি করার জন্য সপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন করুন! ★ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য মাঝে মাঝে মাদানী কোর্সও করতে থাকুন! اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم জীবনে বাহার (অর্থাৎ একটি আশ্চর্যকর পরিবর্তন) আসবে, অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে, নেকীর স্পৃহা বাড়বে এবং আল্লাহ পাক চান তো নেক নামাযী হওয়ার ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালো ও সত্যিকার উম্মত হতে সফল হয়ে যাবেন اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়াতে অসংখ্য কল্যাণও নসিব হবে।

জশনে বেলাদত ও জুলূসে মিলাদ সম্পর্কিত মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! আগামীকাল হলো বারভী শরীফ (অর্থাৎ রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ)। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বেলাদত, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও তাঁদের সময়ের চাহিদা

www.dawateislami.net

অনুযায়ী বেলাদতে মুস্তফার খুশি উদযাপন করেছেন, এই নিয়ামতের উপর আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন বরং স্বয়ং আমাদের আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজের জশনে বেলাদত উদযাপন করতেন বরং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো বাৎসরিক নয় বরং প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার শরীফে রোযা রেখে নিজের জশনে বেলাদত উদযাপন করতেন।

আসুন! নিয়্যত করে নিই যে, আমরাও اِنْ شَآءَ الله জাঁকজমকপূর্ণভাবে জশনে বেলাদত উদযাপন করবো। জশনে বেলাদতের খুশি উদযাপনে ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ও পরিধান করবো, প্রস্তুতি নিয়ে জুলূসে মিলাদেও অংশগ্রহণ করবো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের স্লোগানও দিবো এবং اِنْ شَآءَ الله বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিবো যে, আমাদের উপমাহীন আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বেলাদত, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা এতে মন প্রাণ দিয়ে খুশিও এবং আল্লাহ পাকের শোকরিয়া জ্ঞাপনকারীও।

জশনে বেলাদতের খুশিতে রোযা রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমলের নিমিত্তে জশনে বেলাদতের খুশিতে রোযাও রাখবো।

মনে রাখবেন! এটা নফল রোযা, যার পক্ষে সম্ভব, শারীরিকভাবে ফিট থাকে তো রোযা রাখা উচিত। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে (ব্যক্তি) সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ পাক তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের (দূরত্বের সমপরিমাণ) দূরে রাখবেন। **(জামউল জাওয়ামে', ৭/১৯০ পৃ:, হাদীস: ২২২৫১)** মু'জামু কবীরের রেওয়ায়েতে রয়েছে: যে (ব্যক্তি) একটি নফল রোযা রাখলো, তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপন করা

www.dawateislami.net

হবে যেটার ফল হবে আনারের চেয়ে ছোট আর আপেলের চেয়ে বড়, মধূর চেয়ে মিষ্টি ও সুস্বাদু হবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন রোযাদারদের ঐ বৃক্ষের ফল খাওয়াবেন। **(মু'জামে কবীর, ১৮/৩৬৬, হাদীস: ৯৩৫)**

নামায পড়ার উপকারিতা এবং না পড়ার পরিণাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা জশনে বেলাদত উদযাপনকারীও এবং নামাযীও, নামায আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা, এজন্য নামাযের প্রতি যত্নশীল হোন! বিশেষ করে মিলাদের ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও নামাযের সময়ের দিকে খুবই সজাগ দৃষ্টি রাখুন! এমন যেনো না হয় যে, খুশি উদযাপন করতে করতে (مَعَاذَ الله) নামায কাযা হয়ে যায়; ✯ নামায হলো প্রথম ফরয ✯ নামায হলো অন্ধকার কবরের প্রদীপ ✯ নামায কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে ✯ নামায হলো কিয়ামতের রোদের ছায়া ✯ নামায হলো পুলসিরাতের জন্য সহজতা ✯ নামায জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করে ✯ নামাযের মাধ্যমে রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে ✯ নামাযের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে থাকে ✯ নামায দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম ✯ নামাযের মাধ্যমে দেহের প্রশান্তি মিলে থাকে ✯ নামাযের মাধ্যমে উপার্জনে বরকত হয়ে থাকে ✯ নামায অশ্লীল ও মন্দ কার্যাদি থেকে হেফাযত করে **(ফয়যানে নামায, ১০ পৃ:)** ✯ আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামায আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা ও রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সত্যিকার নামাযী হওয়ার তৌফিক দান করুক এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল, সত্যিকার মিলাদ উদযাপন কারীও বানিয়ে দিক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন...!!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা যাঁর জশনে বেলাদত উদযাপন করছি তাঁর উপর কুরআনে করীম নাযিল হয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে: আমার উম্মতের জন্য উত্তম ইবাদত হলো কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা।

(শুয়াবুল ঈমান, বাব: তা'যিমে কুরআন, ২/৩৪৭, হাদীস: ২০০৪)

সুতরাং আমাদের খুব বেশি বেশি কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়া দরকার। কুরআনে করীমের তিলাওয়াতও করুন এবং কুরআনে করীম শুদ্ধভাবে পাঠ করাও শিখে নিন। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে অনেক লোক শুদ্ধ তাজভীদ ও মাখরাজ সহকারে কুরআনে করীম পড়তে জানে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী ফয়যানে কুরআন ছড়িয়ে দেয়ার দ্বীনি সংগঠন। কুরআনে করীম শুদ্ধভাবে শিখার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান এর ফয়যান অর্জন করুন! মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে বয়স্ক ইসলামী ভাইদের তাজভীদ সহকারে কুরআনে করীম শিখানো হয়ে থাকে আর সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক জরুরী আহকাম ও মাসায়িল এবং সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়ে থাকে, আপনিও মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে অংশগ্রহণ করুন এবং তাজভীদ সহকারে কুরআন করীম পাঠ করা শিখুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net